SNV

UTS Institute for Sustainable Futures

UNDP

শহরাঞ্চলের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য স্যানিটেশন: বাংলাদেশের নগর-কর্তৃপক্ষ'র জন্য একটি ম্যানুয়াল

এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন প্রসঙ্গে

এসএনভি একটি অলাভজনক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। আজ থেকে ৫০ বছর আগে নেদারল্যান্ডসে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থা এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ৩৯টি দেশে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। আয় বৃদ্ধি, মৌলিক সেবাসমূহের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙে আত্মোন্নয়নের পথে চলতে দিকনির্দেশনা দিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ, জ্ঞান ও সংযোগ তৈরিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করে সংস্থাটি। এ জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টাদের নিয়ে গঠিত এসএনভি'র আন্তর্জাতিক দল স্থানীয় অংশীদারদের নিয়ে কাজ করে। যাতে তারা সংগঠিত হতে পারে, গড়ে তুলতে পারে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আরও জানতে: www.snv.org

টেকসই ভবিষ্যতের জন্য ইউটিএস ইনস্টিটিউট প্রসঙ্গে

ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনির (ইউটিএস) অধীনে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনেবল ফিউচারস। শিল্প খাত, সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা ও সংশ্লিষ্ট গবেষণার মাধ্যমে একটি টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন এক টেকসই ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার পথ তৈরি এর লক্ষ্য, যা পরিবেশ সুরক্ষা, উন্নত জীবনযাপন ও সামাজিক সাম্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়কে সমন্বিতভাবে বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অংশীদার সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিষ্ঠানটি এগোয়, যেখানে কৌশলগত সিদ্ধান্ত প্রণয়নের বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। পানি, পয়োনিষ্কাশন, পরিচ্ছন্নতা, জলবায়ু পরিবর্তন, নগর উন্নয়ন এবং জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিসরে তারা কৌশলগত গবেষণা ও সংযুক্তির ওপর জোর দেয়।

আরও তথ্যের জন্য: www.isf.uts.edu.au

নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এলআইইউপিসিপি) প্রসঙ্গে

ইউএনডিপি'র জাতীয় নগর দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের (এনইউপিআরপি) আওতাধীন নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এলআইইউপিসিপি) মূলত দারিদ্র্য বিমোচনে নাগরিক অংশীদারত্ব (ইউপিআরপি) প্রকল্পের সফল পথকেই অনুসরণ করে, যা বাংলাদেশের নাগরিক শাসনকাঠামোয় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানের কথা বলে। ডিএফআইডি'র অর্থায়নে এবং ইউএনডিপি'র বাস্তবায়নাধীন ইউপিপিআর প্রকল্প কমিউনিটিভিত্তিক কৌশল গ্রহণ করে, যা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা ও জীবনমানের উন্নয়ন এবং ছোট ছোট অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে বস্তি এলাকার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে এলআইইউপিসিপি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০, যা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলে, তা অর্জনের পথেও এটি অবদান রাখে।

সাইটেশন: আইএসএফ-ইউটিএস এবং এসএনভি (২০২০) নিম্ন আয়ের নাগরিক মানুষের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা: বাংলাদেশের নগর প্রশাসনের জন্য একটি ম্যানুয়াল। আইএসএফ-ইউটিএস, সিডনি

লেখক: জেরেমি কহলিটজ, জুলিয়েট উইলেটস, ফ্রেয়া মিলস ও কেতলিন লিহি (আইএসএফ-ইউটিএস)। সহযোগিতা করেছেন মেরেলিন কেকা অধিকারী, শহীদুল ইসলাম, মার্ক পেরেজ কাসাস, এসএএম হুসাইন ও শাকের আহমেদ (এসএনভি)।

ছবি স্বত্ব: সব ছবির স্বত্ব এসএনভি'র এবং লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কাজে এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

গ্রাফিকস অ্যান্ড ডিজাইন: জেস ম্যাকআর্থার। বিভিন্ন প্রতীক তৈরিতে গ্রেগর ক্রেসনার

ঘোষণা: প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিমত লেখকবৃন্দের নিজস্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গি এসএনভি ও আইএসএফের সঙ্গে সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।

যোগাযোগ:

ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনেবল ফিউচারস, ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনি জুলিয়েট উইলেটস
Juliet Willetts (Juliet.Willetts@uts.edu.au)
www.isf.uts.edu.au

এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশ
অ্যান্টোনেট কোমে
Antoinette Kome (akome@snv.org)
www.snv.org/sector/water-sanitation-hygiene

ভূমিকা

নগরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য পয়োনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকাটা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

নিরাপদ পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে মলমূত্র ও দূষিত পানি নিরাপদে ধারণ, সংগ্রহ, পরিবহণ, পরিশোধন ও নিষ্কাশনকে বোঝায়। নগর বা পৌর এলাকায় বসবাসকারী সবার নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রবেশযোগ্যতা থাকা দরকার যাতে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায়। যদি একজনও এ ব্যবস্থার বাইরে থেকে যায়, তবে তা পুরো নগরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ওপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রায়শই বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা আবাসস্থলে (এ ক্ষেত্রে নাগরিক বস্তি) বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠি এর আওতার বাইরে থেকে যায়।

বস্তি নামে পরিচিত নাগরিক আবাসস্থলগুলোতে থাকা জনগোষ্ঠিসহ পুরো নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠি সাধারণত সবচেয়ে নিম্ন মানের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতাধীন থাকে। ফলে তাদের সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। এই জনগোষ্ঠির অন্যতম বৈশিষ্ট হলো দারিদ্র্য, অতি মাত্রায় ঘিঞ্জি পরিবেশ, উচ্ছেদের ভয় এবং বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসুরক্ষার মতো মৌলিক সেবাগুলোর সীমিত পরিসর। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করাটা তাই কঠিন। কিন্তু মানবাধিকার এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নগরবাসীর সবার জন্য সেবার সাম্য প্রশ্নে পরিস্থিতির উন্নয়নে এটি খুবই জরুরি।

এই ম্যানুয়াল কেন ও কাদের জন্য?

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, বিশেষত সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার জন্য এই ম্যানুয়াল তৈরি হয়েছে। যদিও এই ম্যানুয়ালেবাংলাদেশ ও অন্যান্য নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর নগর পর্যায়ে পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত অন্য সংস্থাগুলোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।

বাংলাদেশের নাগরিক পরিসরে ওয়ার্ড ও কমিউনিটি পর্যায়ে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য নিরাপদ পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সহায়তার লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা দেওয়াই এই ম্যানুয়ালের উদ্দেশ্য। নগর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে এতে রয়েছে তথ্য ও পরামর্শ। একই সঙ্গে রয়েছে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশের শহর ও পৌরসভা পর্যায়ের স্থানীয় প্রশাসন কী ধরনের বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারে, তার পথনির্দেশ। বাংলাদেশের সরকার কাঠামোর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রচিত এ ম্যানুয়ালে শহর ও পৌরসভা পর্যায়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত দু'টি প্রকল্পের সঙ্গে মোর্চার অংশ হিসেবে এ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে। এর একটি হচ্ছে ইউএনডিপি, ডিএফআইডি ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নেওয়া প্রকল্প নাগরিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (লাইভলিহুডস ইমপ্রুভমেন্ট অব আরবান পুওর কমিউনিটিস প্রোজেক্ট বা এলআইইউপিসি)। ২০১৮-৩০ মেয়াদে গৃহীত প্রকল্প এলআইইউপিসি-এর লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিক পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততার উন্নয়ন ঘটানো, যেখানে মেয়েশিশু ও নারীদের প্রতি এবং তাদের পরিবর্তিত জলবায়ুতে টিকে থাকার দিকে থাকবে বিশেষ মনোযোগ। বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এবং সামগ্রিক নগর পরিকল্পনা ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের ওপর এ প্রকল্প নজর দিচ্ছে। দ্বিতীয় প্রকল্পটি হচ্ছে এডিবি'র অর্থায়নে গৃহীত তৃতীয় নগর প্রশাসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (থার্ড আরবান গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রোজেক্ট বা ইউজিআইআইপি-থ্রি)। বাংলাদেশের ৩৫টি পৌরসভায় নগর প্রশাসন শক্তিশালীকরণ এবং নাগরিক অবকাঠামো ও সেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করছে, যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন ও বস্তির উন্নয়নের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

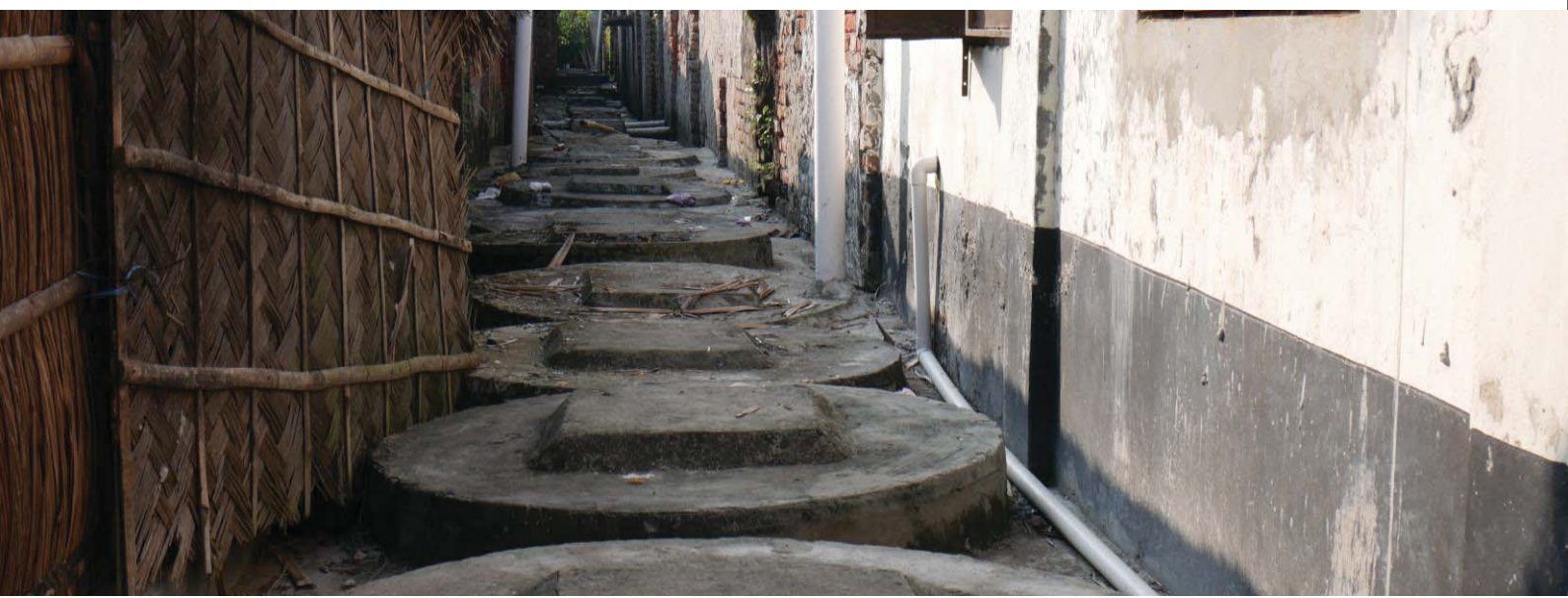

এই ম্যানুয়ালের ব্যবহারবিধি

মডিউল ১	স্যানিটেশন কৌশল উন্নয়নে নেতৃত্ব পর্যায়কে উদ্বুদ্ধকরণ
মডিউল ২	বিভিন্ন ধরনের পয়োনিষ্কাশন প্রযুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন
মডিউল ৩	আচরণ পরিবর্তন ও চাহিদা তৈরি
মডিউল ৪	পর্যালোচনা, অনুমোদন ও সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি
মডিউল ৫	যথোপযুক্ত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাছাই, প্রয়োগ এবং এর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা

শহরাঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা (সিডব্লিউআইএস) তৈরিতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক এই মডিউলগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি মডিউল বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা। আর মডিউলগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তার তদারকিতে কারা থাকবেন, তা নির্ধারণ করবেন স্থানীয় সরকার প্রশাসনের নেতৃত্ব পর্যায়। প্রতিটি মডিউলের প্রতিটি পর্যায়ের শুরুর ধাপেই থাকবে টার্গেট অডিয়েন্স (মডিউলে বর্ণিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত জনগোষ্ঠি) সম্পর্কিত তথ্য। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ওই পর্যায়ের লক্ষ্য এবং এতে বর্ণিত কর্মকাণ্ড বা তথ্যের সংক্ষিপ্তসারও এতে উল্লেখ থাকবে।

ম্যানুয়ালটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরের পৃষ্ঠায় ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তুলে ধরা ক্রম অনুসরণ করাটাই শ্রেয়। অবশ্য, পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত পার্টনারদের ধরন এবং নগর বা পৌরসভায় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাপেক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী এই মডিউলগুলো ভিন্ন ক্রম অনুসরণ করেও বাস্তবায়ন করা যাবে।

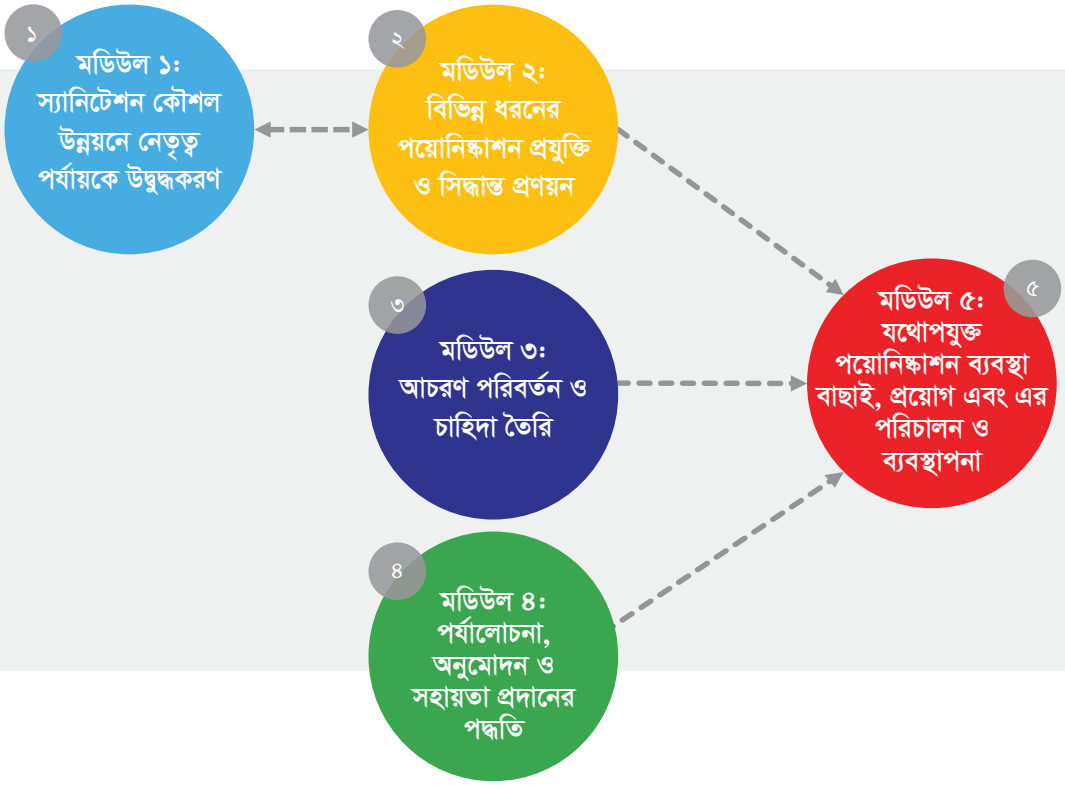

মডিউল ১

মডিউল ১: নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নগর ও ওয়ার্ডের নেতৃত্ব পর্যায়কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার ওপর **মডিউল-১** গুরুত্বারোপ করে। একই সঙ্গে নগর ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কৌশল তৈরিতে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও তাদের প্রস্তুত করতেও এটি জোর দেয়।

মডিউল ২

মডিউল ২: বিভিন্ন পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির তথ্য উপস্থাপন ও এর মধ্য থেকে যথাযথটি বাছাইয়ের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে **মডিউল-২**। একই সঙ্গে এর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও অর্থায়নের ওপর আলোকপাত করে। **মডিউল-১**-এ বর্ণিত নগর ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কৌশলগত উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বিশেষ জ্ঞানকে বিবেচনা করতে হবে। জনগোষ্ঠির জন্য পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিকল্প নির্ধারণের ক্ষেত্রে মডিউল-৫-এ এই তথ্যাদিকে কাজে লাগাতে হবে।

মডিউল ৩

মডিউল ৩: মডিউল-৩ পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত আচরণ পরিবর্তন ও এর চাহিদা সৃষ্টির বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্টনার বা অংশীজন নিয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়। **মডিউল-৫**-এ বর্ণিত পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের আগেই **মডিউল-৩** বাস্তবায়ন করতে হবে।

মডিউল ৪

মডিউল ৪: এলআইইউপিসি'র কার্যধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরাপদ পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও এর ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠিকে কীভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে দরকারি নির্দেশনা **মডিউল-৪**-এ তুলে ধরা হয়। **মডিউল-৪** ও **মডিউল-৫** একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মডিউল ৫

মডিউল ৫: এই মডিউল সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কাজ করে, যাতে তারা নিজেদের জন্য সর্বোত্তম পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনাটি বাছাইয়ের কৌশল ও এর অর্থায়নের ধরনটি সম্পর্কে জানতে পারে। **মডিউল-৫** ও **মডিউল-৪** একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে।

শর্তাবলি ও সংজ্ঞা

কেন্দ্রীয় পরিশোধন: একটি শহর বা পৌরসভার পয়োবর্জ্য এবং/বা বর্জ্য পানি পরিশোধনের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা

পয়োবর্জ্য ধারক: টয়লেটে বা ব্যবহারকারীর প্রান্তে যে মনুষ্যবর্জ্য বা পয়োবর্জ্য (মল-মূত্র) জমে তা সংগ্রহ, জমা রাখা ও সময় বিশেষে তা পরিশোধনের পদ্ধতি

বিকেন্দ্রীয় পরিশোধন: সংশ্লিষ্ট এলাকার দূরের বা কাছের কোনো স্থানে বর্জ্য পানি এবং/বা পয়োবর্জ্য পরিশোধনের এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা

নির্গত বর্জ্যপানি: সেপটিক ট্যাংক বা পরিশোধন স্থান থেকে নির্গত পয়োবর্জ্য মিশ্রিত তরল, যা স্যানিটেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কঠিন অংশ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে

এম্পটিয়ার বা বর্জ্য অপসারণকারী বা সংগ্রাহক: যে ব্যক্তি সেপটিক ট্যাংক বা পিটে জমা হওয়া পয়োবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিষ্কারের কাজটি করে থাকেন, তিনিই এম্পটিয়ার। পরিশোধনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য পরিবহণের কাজটিও সময়বিশেষে এই ব্যক্তিই পালন করতে পারেন।

খালিকরণ সেবা: সাধারণত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত সরকারি বা বেসরকারি সেবা, যারা সেপটিক ট্যাংক বা পিট থেকে পয়োবর্জ্য পরিষ্কারের জন্য এম্পটিয়ার নিয়োগের কাজটি করে। এই সেবার আওতায় অনেক সময় নিকটবর্তী পরিশোধনাগারে পয়োবর্জ্য পরিবহনের কাজটিও করা হয়।

পয়োবর্জ্য: অন-সাইট স্যানিটেশন (বাসা বাড়ির প্রাঙ্গন থেকে) ব্যবস্থার অন্তর্গত পিট বা সেপটিক ট্যাংকে জমা হওয়া মানুষের মল, পানি ও কঠিন বর্জ্যের মিশ্রণ।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী: নির্দিষ্ট শহর, ওয়ার্ড বা পৌরসভায় থাকা অন্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তারা সাধারণত কোনো জায়গায় অস্থায়ী এবং/অথবা ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাস করে। অনেক সময় এই নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর বসতিকে 'বস্তি' নামে অভিহিত করা হয়। এই ম্যানুয়ালটি ভাসমান জনগোষ্ঠির বিষয়ে লেখা হয়নি। স্মরণ রাখতে হবে যে, ভাসমান জনগোষ্ঠিও নিম্ন আয়ের, কিন্তু তাদের স্যানিটেশন চাহিদা ভিন্ন।

বস্তি: পাঁচ (৫) বা ততোধিত গুচ্ছ খানা যা বিক্ষিপ্তভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সরকারি, আধা-সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন খালি জমিতে গড়ে উঠে।

মাসিক বা ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (এমএইচএম): কিশোরী মেয়ে ও নারীরা ঋতুকালীন বা মাসিক ব্যবস্থাপনায় রক্ত শুষে নিতে পরিষ্কার উপকরণ ব্যবহার করতে পারে। একই সঙ্গে মাসিক চলাকালীন পুরো সময়ে যেন তারা এই উপকরণ যতবার প্রয়োজন ততবার গোপনীয়তার সঙ্গে বদলাতে পারে ও নিজেদের শরীর সাবান ও পানি দিয়ে প্রয়োজনমতো ধুতে পারে। পাশাপাশি ব্যবহৃত মাসিক ব্যবস্থাপনার উপকরণসমূহ যথাযথভাবে অপসারণের সুযোগও তাদের থাকে। সেই সঙ্গে কিশোরী মেয়ে ও নারীরা মাসিক বা ঋতুচক্রের সাথে মর্যাদাপূর্ণভাবে এবং কোনো রকম অস্বস্তি বা ভয় ছাড়াই মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যকার সংযোগটি বুঝতে পারে।

অফ-সাইট স্যানিটেশন: পয়োবর্জ্য উৎপন্নের স্থান থেকে তা সংগ্রহ ও পরিবহন করে অন্য কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়াকে অফ-সাইট স্যানিটেশন বলে। অফ-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থায় বর্জ্য পরিবহনের বিষয়টি মূলত ড্রেন বা পাইপ নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল।

অন-সাইট স্যানিটেশন: স্যানিটেশন অবকাঠামো, যা গৃহস্থালি চত্বরে মানুষের পয়োবর্জ্য সংগ্রহ, মজুত ও অপসারণের জন্য নির্মিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিসহ নানা ধরনের পিট ল্যাট্রিন।

পৌরসভা: বাংলাদেশের শহর ও নগর পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ।

প্রাক-পরিশোধন: পয়োবর্জ্য বা তরল বর্জ্যকে পরিশোধনের জন্য প্রস্তুত করার একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে পয়োবর্জ্য বা বর্জ্য তরলে থাকা প্যাথোজেনের পরিমাণ কমলেও তা নিরাপদ অপসারণের জন্য যথেষ্ট নয়।

নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা: উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাসমূহের ব্যবহার, যা অন্য পরিবারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয় না। যে পয়োবর্জ্য তৈরি হয় তা হয় ১) উৎপাদন স্থানেই পরিশোধন ও অপসারণ করা হয়, বা ২) ওই স্থানেই তৈরি করা পয়োবর্জ্য-ধারকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। নির্দিষ্ট সময় পরপর তা খালি করে সংগৃহীত বর্জ্য পরিবহন করে অফ-সাইট পরিশোধনাগারে পাঠাতে হয়, অথবা ৩) ড্রেন বা পাইপের মাধ্যমে তরলসহ পয়োবর্জ্য অফ-সাইটে পরিবহন করে নিয়ে যেতে ও পরিশোধিত করতে হয়।

(টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেভাবে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাসমূহের সংজ্ঞা দিয়েছে, তাতে এর সাথে পরিবীক্ষণের কথাও বলা হয়েছে। যার সঙ্গে যুক্ত আছে ফ্লাশ/পানি ঢেলে পরিষ্কার করার পদ্ধতি থেকে পাইপ/ড্রেনের মাধ্যমে পরিবহন নেটওয়ার্ক, সেপটিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিন; জৈবসার তৈরির টয়লেট অথবা স্ল্যাব দিয়ে ঢাকা পিট ল্যাট্রিন। অনুন্নত স্যানিটেশন সুবিধাসমূহ বলতে স্লাব বা পাটাতন ছাড়া পিট ল্যাট্রিন, ঝুলন্ত পায়খানা এবং বর্জ্য-ধারক হিসেবে বালতির ব্যবহারকে বোঝায়।)

স্যানিটেশন: এটি পয়োবর্জ্য-ধারক, খালিকরণ, পরিবহন, পরিশোধন এবং চূড়ান্ত ব্যবহার/অপসারণের ধাপগুলোর মধ্য দিয়ে পয়োবর্জ্য ও বর্জ্য তরল ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো। এই ম্যানুয়ালের মধ্যে সংযুক্ত আছে সেই সব ড্রেনের ব্যবহারের কথা, যা দিয়ে তরল বর্জ্য পরিবাহিত হয়। আবর্জনা বা রান্নাঘর ও গোসলখানার পানিতে যদি মানুষের পয়োবর্জ্য না মিশে থাকে, তবে তার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এ ম্যানুয়ালে সংযুক্ত হয়নি।

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা: এটি এমন এক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে পয়োবর্জ্য (অনেক সময় বৃষ্টির পানি, গোসলের ও রান্নাঘরের পানিও) একটি পাইপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পরিশোধনাগার পর্যন্ত বহন করা হয়, এবং পরিশোধনের পর পরিশোধিত পানি নিষ্কাশন করা হয়। এর মধ্যে পয়োবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও বর্জ্য পাম্প করার মতো সব অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত।

তরল বর্জ্য: মূলত মানুষের পয়োবর্জ্য এবং পানির তরল মিশ্রণ, যা পাইপ নেটওয়ার্ক/ড্রেন দিয়ে পরিবাহিত হয়। এই ম্যানুয়ালে সেপটিক ট্যাংক ও পিট থেকে বেরিয়ে আসা তরল ময়লা বোঝাতেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। (নির্গত বর্জ্য পানি দেখুন)

ভ্যাকুট্যাগ এমন এক ধরনের যন্ত্রযুক্ত বড় ট্যাংক যা সাধারণত: ইঞ্জিনচালিত গাড়ি যার ওপর বসানো থাকে। যান্ত্রিকভাবে বাতাসের চাপ সৃষ্টি করে অতি অল্পসময়ে পাইপের মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক থেকে মল সংগ্রহ করে গাড়ির ওপর স্থাপিত ট্যাংকে নেওয়া হয় এবং নিরাপদে বহন করে তা নিদিষ্ট স্থানে অপসারণ করা হয়।

ব্যক্তিগত টয়লেট: যখন কোন একটি টয়লেট শুধুমাত্র একটি পরিবারের সদস্যস্যরাই ব্যবহার করে তখন তাকে ব্যক্তিগত টয়লেট বলে।

যৌথ টয়লেট: বস্তি কিম্বা নিম্ন আয়ের জনগণের বসতিতে যখন দুই বা তিনটি পরিবার একটি মাত্র টয়লেট ব্যবহার করে তখন তাকে যৌথ টয়লেট বলে।

কমিউনিটি টয়লেট: যখন বস্তি কিম্বা নিম্ন আয়ের জনগণের বসতিতে চারের অধিক পরিবারের সকল সদস্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত টয়লেট ব্যবহার করে তখন তাকে কমিউনিটি টয়লেট বলে। কমিউনিটি টয়লেটের স্থানে একাধিক টয়লেট চেম্বার/প্রকোষ্ঠ থাকতে পারে। ব্যবহারের সুবিধার জন্য অনেক সময় সেখানে নারী ও পরুষের জন্য আলাদা টয়লেট নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ট্রান্সফার স্টেশন: ট্রান্সফার স্টেশন মূলত: একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা বড় আকারের একটি ট্যাংক বা ভ্যাকুট্যাগ বা ধারক যা বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা ছোট ট্যাংকের মল স্থানান্তর করার জন্য রাখা হয়।

ডিসেন্ট্রালাইজড ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পান্ট সিস্টেম (ডিওয়াটস): ডিওয়াটস একটি অন সাইট ট্রিটমেন্ট পান্ট। অর্থাৎ যেখানে তরল বর্জ্য তৈরি হয়, সেখানেই এই পানি পরিশোধন করা হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতি। এটি চালাতে কোন এনার্জি বা জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না। পান্টটিতে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বর্জ্য পানি শোধনের কাজ চলতে থাকে।

শব্দসংক্ষেপ তালিকা

এবিআর: অ্যানারবিক বাফেলড রিঅ্যাক্টর

বিসিসি: বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন

সিএপি (ক্যাপ): কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান

সিবিও: কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন

সিডিসি: কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি

ডিইডাব্লিউটিএস (ডিওয়াটস): ডিসেন্ট্রালাইজড ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম

আইআরএফ ফর এফএসএম: ইনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট (পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো)

এফএসএম: ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট

জিআইএস: জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম

এলআইসি: লো-ইনকাম কমিউনিটি (নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠি)

এলআইইউপিসি: লাইভলিহুডস ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পুওর কমিউনিটিস প্রোজেক্ট

এমসিএ: মাল্টি-ক্রাইটেরিয়া অ্যানালাইসিস

এনজিও: নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন

ওঅ্যান্ডএম: অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স

পিআইসি: প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি

এসএফডি: শিট ফ্লো-ডায়াগ্রাম

এসআইএফ: সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড

ডব্লিউএসএ (ওয়াসা): ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথোরিটি

সূচিপত্র

মডিউল-১: স্যানিটেশন কৌশল উন্নয়নে নেতৃত্ব পর্যায়কে উদ্বুদ্ধকরণ ১২
মডিউল ১-ক: নগর কর্তৃপক্ষকের কাছে এলআইসি স্যানিটেশন বিষয়ে অ্যাডভোকেসি ১৪
মডিউল ১-খ: এলাকাভিত্তিক নেতৃত্বদানকারীদেরকে এলআইসি স্যানিটেশন বিষয়ক পরামর্শ ২৭
মডিউল ১-গ: এলআইসির জন্য নগর পর্যায়ে স্যানিটেশন কৌশল উন্নয়ন ৩২
মডিউল ১-ঘ: এলআইসির জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে স্যানিটেশন কৌশল উন্নয়ন ৫০

মডিউল-২: বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন প্রযুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ৬৪
মডিউল ২-ক: নির্দিষ্ট অঞ্চল ও বাসাবাড়ির জন্য স্যানিটেশন প্রযুক্তি ৬৬
মডিউল ২-খ: কমিউনিটি ও গুচ্ছভিত্তিক স্যানিটেশনের ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও অর্থায়নের বিকল্প ৯২
মডিউল ২-গ: নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিরর স্যানিটেশনের জন্য সহায়ক অবকাঠামো ও সেবাসমূহ ১০১

মডিউল-৩: আচরণগত পরিবর্তন ও চাহিদা সৃজন ১১৫
মডিউল ৩-ক: স্যানিটেশন সম্পর্কিত আচরণগত পরিবর্তনে যোগাযোগ (বিসিসি) ১১৭
মডিউল ৩-খ: বিসিসি অংশীদারদের জন্য রেফান্সের শর্তাবলি (টিওআর) ১২৮
মডিউল ৩-গ: এম্পটিয়ারদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ১৩৪

মডিউল-৪: পর্যালোচনা, অনুমোদন ও সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি ১৩৮
মডিউল ৪-ক: নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য স্যানিটেশন বিকল্পগুলো পর্যালোচনা ও অনুমোদন ১৪০
মডিউল ৪-খ: বিভিন্ন স্যানিটেশন বিকল্পের বিস্তারিত নকশা ও ব্যয় প্রাক্কলন ১৪৩
মডিউল ৪-গ: কমিউনিটি স্যানিটেশনের জন্য সহায়তা ও অব্যাহত তত্ত্বাবধান ১৪৮
মডিউল ৪-ঘ: যাচাই-বাছাই ও জনগোষ্ঠির কাছে স্যানিটেশন অবকাঠামো হস্তান্তর ১৫১

মডিউল-৫: যথোপযুক্ত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাছাই, প্রয়োগ এবং এর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা ১৫৫
মডিউল ৫-ক: জনগোষ্ঠির জন্য স্যানিটেশন পদ্ধতি বাছাই ১৫৭
মডিউল ৫-খ: পর্যালোচনা এবং স্যানিটেশন নকশা ও এর নির্মাণ পদ্ধতি বিষয়ে ঐকমত্য ১৬৮
মডিউল ৫-গ: পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দায়িত্ব বন্টন ১৭৪
মডিউল ৫-খ: স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণের তত্ত্বাবধান ১৮০

সংযুক্ত টেবিলের তালিকা

টেবিল ১.১	শহর ও ওয়ার্ড পর্যায়ে স্যানিটেশন কৌশল উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্যের ধরন	৩৬
টেবিল ১.২	নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির (এলআইসি) এলাকায় বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থার মান বুঝতে প্রশ্নমালা	৩৮
টেবিল ১.৩	ওয়ার্ডভিত্তিক অগ্রাধিকার খুঁজে বের করতে বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা	৪৩
টেবিল ১.৪	ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্মপরিকল্পনার জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে	৬০
টেবিল ২.১	বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা বাছাইয়ের নির্দেশিকা	৮৮
টেবিল ৫.১	জরিপ পরিচালনার সময় যে প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা দরকার	১৬২

বিভিন্ন বক্সের তালিকা

বক্স ১.১	স্যানিটেশন ও বর্জ্য পানি সম্পর্কে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৬ নম্বর লক্ষ্য	৪৪
বক্স ২.১	নারীদের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত	৭৪
বক্স ২.২	প্রতিবন্ধীদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত	৭৬
বক্স ২.৩	বর্জ্যাধারে থাকা বর্জ্য পানির ব্যবস্থাপনা	৭৮
বক্স ২.৪	কমিউনিটি স্যানিটেশনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজ	৯৪
বক্স ২.৫	কমিউনিটি স্যানিটেশনের সহায়তায় সরকারকে যা করতে হবে	৯৫
বক্স ৩.১	বাংলাদেশের কমিউনিটি পর্যায়ে আচরণগত পরিবর্তনের (বিসিসি) লক্ষ্যে পরিকল্পনার জন্য দরকারি রেফারেন্স	১২১
বক্স ৪.১	বাছাইকৃত স্যানিটেশন বিকল্পটি ওয়ার্ড ও নগর পর্যায়ের স্যানিটেশন কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, তা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা	১৪২
বক্স ৪.২	ল্যাট্রিনের নকশার ক্ষেত্রে যা মাথায় রাখতে হবে	১৪৫
বক্স ৪.৩	ল্যাট্রিনের ব্যয় প্রাক্কলন	১৪৭
বক্স ৪.৪	কমিউনিটি স্যানিটেশনকে সহায়তা দিতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা	১৫০
বক্স ৫.১	সব পার্টনারদের নিয়ে পুরো প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখার প্রস্তুতি	১৫৯

এই ম্যানুয়ালের সঙ্গে যা থাকছে

মডিউল ১ক
সিটি লিডারশিপ গ্রুপের কাছে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন বিষয়ক পরামর্শ

- নগরীর নেতৃত্বদানকারীদেরকে স্যানিটেশন সম্পর্কিত পরামর্শ দিতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন
- বাংলাদেশের স্যানিটেশন সম্পর্কিত ফ্যাক্টশিট

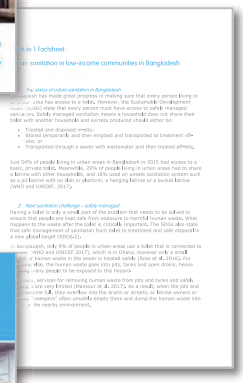

মডিউল ১খ
কমিউনিটির নেতৃত্বদানকারীদেরকে এলআইসি স্যানিটেশন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ

- কমিউনিটির নেতৃত্ব পর্যায়কে স্যানিটেশন সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন

মডিউল ২ক
বাসাবাড়ি ও কমিউনিটি পর্যায়ের জন্য স্যানিটেশন প্রযুক্তি

- বর্জ্য সংগ্রহ ও মজুত রাখার প্রযুক্তি সম্পর্কিত ফ্যাক্টশিট

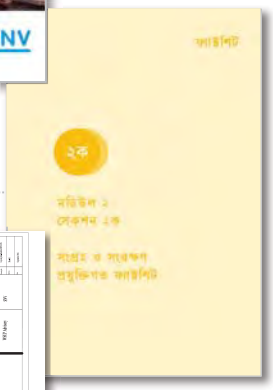

মডিউল ৪খ
কমিউনিটি স্যানিটেশনের বিভিন্ন বিকল্পের বিস্তারিত নকশা ও সম্ভাব্য ব্যয়

- স্যানিটেশন ব্যবস্থায় বিভিন্ন বর্জ্যাধারের টেকনিক্যাল ডিজাইন শিট

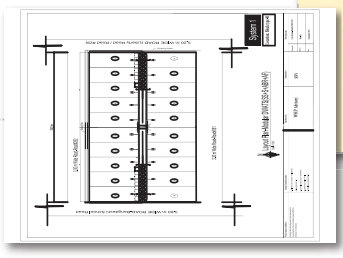

মডিউল ৫গ
পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দায়িত্ব বণ্টন

- পরিচালন ও তদারকির জন্য করণীয় এবং সার্বিক দায়িত্ব সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন

১

মডিউল ১

নগরীর নেতৃত্ব পর্যায়কে উদ্বুদ্ধকরণ ও স্যানিটেশন কৌশল উন্নয়ন

মডিউল ১

নগরীর নেতৃত্ব পর্যায়কে উদ্বুদ্ধকরণ ও স্যানিটেশন কৌশল উন্নয়ন

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির (এলআইসি) এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত করতে নেতৃত্ব পর্যায়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠিগুলোকে উৎসাহিত করা এই মডিউলের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে নগরজুড়ে একটি স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নগরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাও এর লক্ষ্য। এই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি সুপরিকল্পিত কৌশল থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। স্যানিটেশন সেবা কাঠামোয় কোনো ফাঁক বা বিচ্যুতি সৃষ্টি না করেই এর উন্নয়ন ঘটাতে হবে (মডিউল ২-১ দেখুন)।

এলআইসি এলাকায় নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে নেতৃত্বদানকারীদেরকে পরামর্শদান সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম এই মডিউলের অন্তর্ভুক্ত। নগর, ওয়ার্ড ও কমিউনিটি পর্যায়ে স্যানিটেশন অবকাঠামো তৈরি ও এর সেবার মান উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দিতে নগর ও ওয়ার্ড পর্যায়ের স্যানিটেশন কৌশল প্রণয়নও এর অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্যসমূহ

মডিউলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকারকে দিকনির্দেশনা দেওয়া:

- পুরো নগরীর কথা মাথায় রেখে এলআইসি এলাকার স্যানিটেশনের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নগরীর নেতৃত্ব পর্যায়কে সচেতন করে তোলা এবং এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন সমস্যার বিষয়ে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি আদায়ের পাশাপাশি নেতৃত্ব গড়ে তোলা ও এর শক্তিশালীকরণ।
- এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশনের উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষার ওপর এর প্রভাব বিষয়ে কমিউনিটি নেতৃত্ব পর্যায়কে সচেতন করে তোলা।
- এলআইসির জন্য নগর ও ওয়ার্ড পর্যায়ের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরুর দিকনির্দেশনা প্রদান।

প্রত্যাশিত ফলাফল

এই মডিউলের প্রয়োগের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে:

- নগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় এলআইসির জন্য স্যানিটেশন সেবার বিষয়টি সরকারি কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার তালিকায় প্রবেশের হার বাড়বে
- কমিউনিটি, ওয়ার্ড ও নগর নেতৃত্ব পর্যায়কে এটি এলআইসি এলাকায় বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা আরও ভালোভাবে অনুধাবনে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে স্যানিটেশন সেবার সম্পূরক বিভিন্ন বিষয়াদিও (বর্জ্য খালিকরণ, পরিশোধন ইত্যাদি) এর মাধ্যমে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে।
- সবার জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন কৌশল প্রণয়নে নগর-নেতারা ভূমিকা রাখতে পারবেন।

১-ক

মডিউল ১-এ

নগরীর নেতৃত্ব পর্যায়কে এলআইসি স্যানিটেশন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা

মডিউল ১-এ
নগরীর নেতৃত্ব পর্যায়কে এলআইসি স্যানিটেশন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা

সম্ভব্য অংশগ্রহণকারী

- মেয়র
- নগর পর্যায়ের প্রাসঙ্গিক স্থায়ী কমিটি
- ওয়াসার প্রতিনিধিবর্গ
- নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার প্রাসঙ্গিক বিভাগ
- সিডিসি ফেডারেশন

লক্ষ্যসমূহ

- নাগরিক পরিপ্রেক্ষিতে এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশনের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তৈরিতে নগর-নেতাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি
- এলআইসি এলাকার স্যানিটেশন সমস্যা আমলে নিতে নেতৃত্ব পর্যায়ের এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি

সারসংক্ষেপ

বাইরের একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় স্যানিটেশন বিষয়ে বিদ্যমান জ্ঞান, আইন ও বিধির মধ্যে থেকেই এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশনের উন্নয়নে নগর নেতৃত্বকে রাজি করাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন। এই পরিকল্পনায় থাকবে একটি কর্মশালার আয়োজন, যেখানে নগর-নেতারা স্যানিটেশন বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং এ সংকট সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন।

ধাপ ১: বহিস্থঃ বা বাইরের একজন বিশেষজ্ঞকে সম্পৃক্তকরণ

নেতৃত্ব পর্যায়কে কাজের সঙ্গে যুক্ত করার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য নগর পরিচালনা সম্পর্কিত বাইরের একজন বিশেষজ্ঞের (স্যানিটেশন বিষয়েও যাঁর কাছে ধারণা রয়েছে) অন্তর্ভুক্তি এ পর্যায়ের জন্য সহায়ক হবে। নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে নগর নেতৃত্বকে অবহিত করতে তিনি সহায়তা করতে পারেন। একই সঙ্গে কমিউনিটি নেতৃত্বকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও (মডিউল ১-বি) তিনি সহায়তা দিতে পারেন। পাশাপাশি একজন বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তাঁর উপস্থিতি নগর ও কমিউনিটি নেতৃত্বকে এ-সংক্রান্ত আলোচনায় মনোযোগ দিয়ে শোনা ও এতে অংশগ্রহণে আগ্রহী করবে।

ক্রিয়া ১
ক্রিয়া ২

ক্রিয়া-২: বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন

বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞকে শুরুতেই পুরো কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তাঁর কাছ থেকে কী ধরনের সহায়তা চাওয়া হবে, সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এই মডিউলের বিভিন্ন দিক আগেই পর্যালোচনা করতে হবে। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পর তাঁকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ জানাতে হবে:

বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে	স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক এনজিও থেকে	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে

ক্রিয়া-২: বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন

বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞকে শুরুতেই পুরো কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তাঁর কাছ থেকে কী ধরনের সহায়তা চাওয়া হবে, সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এই মডিউলের বিভিন্ন দিক আগেই পর্যালোচনা করতে হবে। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পর তাঁকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ জানাতে হবে:

- সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের লক্ষ্যগুলো (স্যানিটেশন সম্পর্কে নেতৃত্বদানকারীদেরকে বোঝানো, স্যানিটেশন স্টেকহোল্ডার ও আইনি বিষয়াদি সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং নগর ও ওয়ার্ড স্যানিটেশন কৌশল প্রণয়নে সহায়তা)
- একজন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের সহায়তা (বা তাঁদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের) কেন প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলোচনা

বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, যেখানে নিম্নোক্ত দায়িত্বগুলোর কথা উল্লেখ থাকবে–

১	২	৩	৪	৫
আইনি ও বিধি সম্পর্কিত পর্যালোচনা	স্যানিটেশন বিষয়ে পরামর্শমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পরামর্শমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন	নগর ও ওয়ার্ড স্যানিটেশন কৌশল তৈরির কাজ সহজীকরণ	এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয়াদি পরবর্তী ধাপগুলোতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

ধাপ ২: স্যানিটেশন সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা

স্যানিটেশনের আইন ও নিয়ামক সম্পর্কিত নথিগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে, যা স্যানিটেশন সমস্যার সমাধান বাস্তবায়নে পথ দেখাবে। স্যানিটেশন উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে সরকারের কোন বিভাগগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত, সে বিষয়েও এটি জানতে সহায়তা করবে। গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও নিয়ামক কাঠামোয় বিদ্যমান নগর নেতৃত্বের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত নথিগুলোর বিষয়ে যাবতীয় ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে এই ধাপে।

ক্রিয়া ১
ক্রিয়া ২

ক্রিয়া ১: বস্তি এলাকায় স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থানীয় বিধি ও সহায়ক আইন পর্যালোচনা

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সভা আহ্বানের আগেই সেবাদাতারা এই কাজটি সম্পন্ন করবেন।

কিছু শহর বা পৌরসভার স্যানিটেশন বা বস্তি এলাকায় সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় কিছু আইন ও বিধি থাকতে পারে। এই আইন ও বিধিগুলো সম্পর্কে স্যানিটেশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে স্যানিটেশন স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। একই সঙ্গে স্যানিটেশন সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের আইন ও বিধিগুলোও শহর ও পৌরসভাগুলোর মেনে চলা প্রয়োজন। পরবর্তী কার্যক্রমে এর একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত হবে।

মুখ্য তথ্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে স্যানিটেশন বা বস্তি পর্যায়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় কোনো আইন বা বিধি রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে জানতে হবে। এই মুখ্য তথ্য সরবরাহকারীদের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা থাকতে পারেন–

সিটি করপোরেশন	পৌরসভা	উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	পানি সরবরাহ ও পয়োঃবর্জ্য কর্তৃপক্ষ
স্যানিটেশন অন্তর্ভুক্ত এমন স্থায়ী কমিটি	দীর্ঘদিন ধরে কাউন্সিলরের দায়িত্বে রয়েছেন বা অনুরূপ কর্মকর্তাবৃন্দ	বস্তি এলাকা কিংবা স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও	বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রিয়া ১-এ (চলমান)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১. নগর বা পৌর এলাকায় কোন ধরনের স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণের অনুমোদন রয়েছে? নির্ধারিত মান অনুসরণ করে অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে কিনা, তা দেখভালের দায়িত্ব কার?

২. টয়লেট ব্যবস্থার পরিচালন ও তদারকির ক্ষেত্রে স্থানীয় কোনো বিধি রয়েছে কি?

৩. পিট ও সেপটিক ট্যাংক খালি করা, এ সম্পর্কিত সেবাদাতা ব্যবসা, এমন সেবার ফি, অপসারণের জন্য নির্ধারিত স্থানে মনুষ্যবর্জ্য পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় কোনো আইন রয়েছে কি?

৪. সরকারি খাস জমিতে গড়ে ওঠা বসতিতে স্যানিটেশন ও সহায়ক সেবা (পিট ও সেপটিক ট্যাংক খালিকরণ) প্রদানে কোনো বাধা রয়েছে কি? উদাহরণস্বরূপ শহর বা পৌর কর্তৃপক্ষের সেবা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট আবাসনকে বৈধভাবে নিবন্ধিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কি?

৫. নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর এলাকায় স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটি ও সেবার উন্নয়নের ওপর সরাসরি প্রভাব সৃষ্টি করে শহর বা পৌর কর্তৃপক্ষের এমন কোনো পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে কি?

৬. উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে কোনো রেফারেন্স নথি রয়েছে কি, যা সরবরাহ করা যায়?

স্যানিটেশন সম্পর্কিত যেকোনো স্থানীয় আইন বা বিধি লিপিবদ্ধ করতে হবে, যেমনটা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো পরবর্তী ক্রিয়ায় উপস্থাপন করা হবে।

ক্রিয়া-২: প্রেজেন্টেশন স্লাইড তৈরি করুন

প্রেজেন্টেশন স্লাইডে ক্রিয়া-১-এ শনাক্ত করা স্যানিটেশন সম্পর্কিত যেকোনো স্থানীয় আইন বা বিধিবিষয়ক তথ্য সংযুক্ত করুন। এই ম্যানুয়ালের ধাপ-৪ এ বর্ণিত অ্যাডভোকেসি প্রেজেন্টেশনে এই প্রেজেন্টেশন স্লাইডটি সংযুক্ত করা যাবে। নাগরিক স্যানিটেশন সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের আইন ও নীতি সম্পর্কিত একটি স্লাইড এরই মধ্যে অ্যাডভোক্যাসি প্রেজেন্টেশনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ধাপ-৩: উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

বাইরের বিশেষজ্ঞের সহায়তায় নগর নেতৃত্বকে (ও কমিউনিটি নেতৃত্ব মডিউল ২-বি দেখুন) স্যানিটেশন বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। স্যানিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করলে নগরে নেতৃত্বদানকারীগণ এ বিষয়টিকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন এবং এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন।

উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নগর নেতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করার সম্ভাব্য পথের ধারণা নিম্নোক্ত উপায়ে পাওয়া যাবে:

- নগর ও পৌর এলাকায় বিশেষত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর (এলআইসি) এলাকায় সম্প্রতি শেষ হওয়া বা চলমান কোনো স্যানিটেশন প্রকল্প রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে প্রথমে খোঁজ করতে হবে। এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে বিদ্যমান বাধা ও গুরুত্বপূর্ণ চলকগুলো সম্পর্কে জানতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এই প্রকল্পগুলোর জন্যও এ ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনা (অ্যাডভোক্যাসি প্ল্যান) গ্রহণ করা হয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া এ ধরনের প্রকল্পগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডও এ ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহার করা যেতে পারে।
- নগর নেতৃত্বের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করা উচিত, তা জানতে সম্পৃক্ত হওয়া বাইরের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। স্যানিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ বা পরামর্শমূলক পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে তিনি কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিতে পারেন।

নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

- **সাইট পরিদর্শন:** নগরের নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে নগর/পৌর এলাকার বা নিকটবর্তী নগরীর স্যানিটেশন প্রকল্প পরিদর্শনে যেতে হবে। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে নগর নেতৃত্ব অনুধাবন করতে পারবেন যে, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কীভাবে এলআইসিকে বদলে দেয়। এই ধাপে একই সঙ্গে দুর্বল স্যানিটেশন ব্যবস্থা রয়েছে, এমন এলআইসি এলাকাও পরিদর্শন করতে হবে। এর মাধ্যমে নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারবেন এই ব্যবস্থাটির অনুপস্থিতির কারণে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে।
- **বিশেষ অনুষ্ঠান বা আয়োজনে নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ:** বিশ্ব হাতধোয়া দিবস (১৫ অক্টোবর), বিশ্ব টয়লেট দিবস (১৯ নভেম্বর), বিশ্ব পানি দিবস (২২ মার্চ), ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা দিবসসহ (২৮ মে) স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সম্পর্কিত বিভিন্ন দিবসে স্থানীয় সরকার ও এনজিওগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসব অনুষ্ঠান নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ধারণার জন্যও ইতিবাচক। এ ধরনের অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে, যাতে তাঁরা স্যানিটেশন সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারেন এবং সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারেন।
- এনজিও বা নাগরিক সমাজের নেতাদের সঙ্গে সংযোগ: নগর নেতৃত্বকে বিভিন্ন এনজিও বা নাগরিক সমাজের নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাতে তাঁরা নগর নেতৃত্বকে দরিদ্র মানুষের জন্য উন্নত স্যানিটেশনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।
- নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সভা ও কর্মশালা: স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্য দিতে এবং এ-সংক্রান্ত পরামর্শমূলক তথ্য দিতে নেতৃবৃন্দের জন্য সভা (প্রেজেন্টেশনসহ), কর্মশালা কিংবা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ কাজ কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তা পরবর্তী ধাপে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

স্যানিটেশন উন্নয়নে নগর নেতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ধারণাগুলো উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্যানিটেশন বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরিতে এবং এ সম্পর্কিত একটি কর্মশালা পরিচালনার জন্য বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী ধাপে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এটিই পরিকল্পনায় থাকা একমাত্র উদ্বুদ্ধকরণ ক্রিয়া হওয়া উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার স্যানিটেশন অংশীদার ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এই পুরো কাজের সঙ্গে সহায়ক কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি করতে হবে।

ধাপ-৪: কর্মশালার জন্য প্রস্তুতি

এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশনের ওপর একটি কর্মশালা ও এ সম্পর্কিত প্রেজেন্টেশন কীভাবে তৈরি ও উপস্থাপন করতে হয়, তা এই ধাপে বর্ণিত হয়েছে। এ ধাপটি বাধ্যতামূলক নয়। এটি থাকবে কি থাকবে না, তা নির্ভর করে উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনার ওপর। নগরের নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রেজেন্টেশন বা কর্মশালার প্রয়োজন রয়েছে কিনা বা এটিই উত্তম পথ কিনা, সে বিষয়ে বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। যদি এটিই তুলনামূলক ভালো উপায় হয়ে থাকে, তবে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

- ক্রিয়া ১
- ক্রিয়া ২
- ক্রিয়া ৩

আয়োজক	সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার কর্মীদের সহায়তায় কর্মশালাটি বাইরের বিশেষজ্ঞ পরিচালনা করবেন।
উপকরণ	কম্পিউটার, প্রোজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট পেপার, মার্কার, খাতা, কলম ইত্যাদি।
সময়কাল	২-৩ ঘণ্টা

ক্রিয়া-১: প্রেজেন্টেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজের প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ

এই ম্যানুয়ালের সঙ্গে রয়েছে কিছু পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডের ছবি। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত এগুলোয় রয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট শহর বা পৌরসভা সম্পর্কিত আরও সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি এবং সুস্পষ্ট বক্তব্য সংযুক্ত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমন কিছু উৎস হতে পারে:

- সংশ্লিষ্ট শহর বা পৌরসভার দারিদ্র্যের মানচিত্র নির্মাণের সময় এলআইইউপিসি বা অনুরূপ প্রকল্প কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি
- বাংলাদেশ জনমিতিক স্বাস্থ্য জরিপ (১)
- বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকসের ওপর প্রতিবেদন (২)
- বাংলাদেশ বস্তি শুমারি ২০১৪ (৩)
- জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান (৪)
- স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে ডায়রিয়াজনিত রোগের তথ্য ও পরিসংখ্যান
- সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এলআইসির স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করা এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য যেকোনো অংশীদার/ পার্টনার বা স্টেকহোল্ডার

এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন প্রশ্নকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার জন্য নগরীর নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করতে কোন ধরনের যুক্তি বা বার্তা কাজে লাগতে পারে, তা খুঁজে বের করতে হবে। এসব বার্তা পরিসংখ্যানভিত্তিকই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এ ক্ষেত্রে এলআইসি এলাকার মানবিক গল্প সংবলিত বার্তা বা রাজনৈতিক বার্তা অনেক বেশি উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে।

[1] https://dhsprogram.com/Where-We-Work/Country-Main.cfm?ctry_id=1&c=Bangladesh
[2] http://www.bbs.gov.bd/site/page/ef4d6756-2685-485a-b707-aa2d96bd4c6c/Vital-Statistics
[3] http://www.bbs.gov.bd/site/page/cc276201-9150-4e9a-a4a8-7cda87287e13/-
[4] Http://www.bbs.gov.bd/site/page/2888a55d-d686-4736-bad0-54b70462afda/-

যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য পাওয়া গেলে নগরীর জন্য একটি শিট ফ্লো ডায়াগ্রাম (এসএফডি) তৈরি করার কথা ভাবা যেতে পারে। একটি ওয়ার্ডে মল বা মনুষ্যবর্জ্য কীভাবে কোন কোন দিক ঘুরে শেষে কোথায় গিয়ে শেষ হয়, তা বোঝার জন্য এই এসএফডি জরুরি। স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয়তা কিংবা এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রণয়নের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য এসএফডি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এসএফডি তৈরির জন্য বিস্তারিত দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে:
https://sfd.susana.org/knowledge/how-to-make-a-sfd/how-to-get-started.

ক্রিয়া-২: তথ্য হালনাগাদের জন্য প্রেজেন্টেশন স্লাইড পর্যালোচনা

এই ম্যানুয়ালের সঙ্গে থাকা পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডগুলো হালনাগাদ করতে হবে, যাতে এগুলো প্রাসঙ্গিক থাকে এবং নগরের নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করতে পারে। সংগৃহীত তথ্য ও ক্রিয়া-১-এ নির্ধারিত বার্তাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে নতুন স্লাইড যুক্ত করতে হবে প্রেজেন্টেশনে।

প্রেজেন্টেশন স্লাইডগুলোতে কিছু স্থান রয়েছে, যেখানে স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রেজেন্টেশনে ইতিমধ্যে তথ্য ও পরিসংখ্যান রয়েছে। এসব তথ্য ও পরিসংখ্যানের কোনোটি যদি পুরোনো হয়ে যায় এবং একই বিষয়ে আরও নতুন তথ্য পাওয়া যায় তবে সেগুলো হালনাগাদ করতে হবে।

ক্রিয়া-৩: স্লাইডে তুলে ধরা তথ্যগুলো অনুধাবন

এই ম্যানুয়ালের সঙ্গে যুক্ত ফ্যাক্টশিটগুলোয় রয়েছে পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে থাকা তথ্যাদির প্রেক্ষাপট ও সে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য। প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনের আগে এই ফ্যাক্টশিটগুলো পড়তে হবে, যাতে প্রতিটি স্লাইডকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

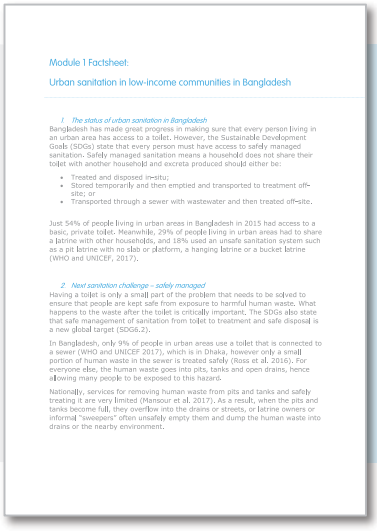
Module 1 Factsheet:

Urban sanitation in low-income communities in Bangladesh

1. The status of urban sanitation in Bangladesh

Bangladesh has made great progress in making sure that every person living in an urban area has access to a toilet. However, the Sustainable Development Goals (SDGs) state that every person must have access to safely managed sanitation. Safely managed sanitation means a household does not share their toilet with another household and excreta produced should either be:

- Treated and disposed in-situ;
- Stored temporarily and then emptied and transported to treatment off-site; or
- Transported through a sewer with wastewater and then treated off-site.

Just 54% of people living in urban areas in Bangladesh in 2015 had access to a basic, private toilet. Meanwhile, 29% of people living in urban areas had to share a latrine with other households, and 18% used an unsafe sanitation system such as a pit latrine with no slab or platform, a hanging latrine or a bucket latrine (WHO and UNICEF, 2017).

2. Next sanitation challenge – safely managed

Having a toilet is only a small part of the problem that needs to be solved to ensure that people are kept safe from exposure to harmful human waste. What happens to the waste after the toilet is critically important. The SDGs also state that safe management of sanitation from toilet to treatment and safe disposal is a new global target (SDG6.2).

In Bangladesh, only 9% of people in urban areas use a toilet that is connected to a sewer (WHO and UNICEF 2017), which is in Dhaka, however only a small portion of human waste in the sewer is treated safely (Ross et al. 2016). For everyone else, the human waste goes into pits, tanks and open drains, hence allowing many people to be exposed to this hazard.

Nationally, services for removing human waste from pits and tanks and safely treating it are very limited (Mansour et al. 2017). As a result, when the pits and tanks become full, they overflow into the drains or streets, or latrine owners or informal "sweepers" often unsafely empty them and dump the human waste into drains or the nearby environment.

ধাপ-৫: কর্মশালা উপস্থাপন ও তার পরবর্তী দলগত আলোচনা

কর্মশালা চলাকালে নগরের নেতৃত্ব পর্যায়ে থাকা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে, তার একটি তালিকা নিচের টেবিলে যুক্ত করা হয়েছে। স্যানিটেশন উন্নয়নের বিষয়ে দলগত আলোচনা ও প্রেজেন্টেশন হাজির করাটা এই পর্যায়ের মুখ্য উপকরণ। কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব শহর ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা লেখা ও তা স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান জানানো হবে।

সময়	কর্মকাণ্ড	উপকরণ
১০ মিনিট	**স্বাগতম** নগরীর মেয়র বা অন্য কোনো নেতার দ্বারা সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	
১৫ মিনিট	উপস্থাপনা স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধাপ-৩ এ বর্ণিত পন্থায় তৈরি। উপস্থাপন করবেন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ	পাওয়ারপয়েন্টে তৈরি করা (ওপরে দেখুন) অডিও ভিজুয়াল প্রযুক্তি
১৫-২০ মিনিট	ছোট ছোট দলে আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করতে হবে। প্রতিটি দলে থাকবে ৩৫--(?) জন করে। অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ দলে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করার এবং এগুলোর উত্তরগুলো কাগজে লিখে রাখার জন্য বলতে হবে: ১. প্রেজেন্টেশনে কোন বিষয়টি আপনার কাছে নতুন, বিস্ময়কর বা আগ্রহব্যঞ্জক মনে হয়েছে? ২. প্রেজেন্টেশনে এমন কিছু কি রয়েছে, যা সম্পর্কে আপনি আরও জানতে চান? ৩. আপনার শহর বা পৌর এলাকায় থাকা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে আপনি কোন ধরনের স্যানিটেশন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে দেখেছেন? ৪. এলআইসির স্যানিটেশনকে উন্নত করতে হলে কী পরিবর্তন জরুরি বলে মনে করেন? ৫. এই পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্বের কেমন ভূমিকা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন?	কাগজ, কলম
৩০-৪৫ মিনিট	মুক্ত আলোচনা ছোট দলগুলোর আলোচনা শেষ হলে, তাদের আবার একত্রিত করুন। প্রত্যেক দল থেকে একজন করে ব্যক্তিকে তাঁদের দলে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর কী এসেছে, তা সম্পর্কে বলতে বলুন। আলোচনা থেকে উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো আলাদা করে ফ্লিপ চার্ট পেপারে লিখে রাখুন, যাতে অংশগ্রহণকারীরা তা পড়তে পারেন। ছোট দলগুলো থেকে উঠে আসা বিভিন্ন প্রশ্ন ও বাড়তি তথ্য জানার অনুরোধে কর্মশালার সঞ্চালককে সাড়া দিতে হবে।	ফ্লিপ চার্ট পেপার, মার্কার
৬০ মিনিট	প্রাসঙ্গিক অংশীজন শনাক্তকরণ (এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত রয়েছে পরের পৃষ্ঠায়) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসম), সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ) সবাইকে অবহিত করা। একই সঙ্গে স্যানিটেশন সম্পর্কিত অংশীজনদের শনাক্ত করে তাদের সক্ষমতা ও আগ্রহের জায়গাগুলো পর্যালোচনা। এই কার্যক্রম সম্পর্কিত বিস্তারিত পরের অংশে আলোচনা করা হয়েছে।	ফ্লিপ চার্ট পেপার, মার্কার, স্টিকি নোট, কলম, আইআরএফ ফর এফএসএমের অনুলিপি
৩০ মিনিট	স্যানিটেশন উন্নয়নে নগরের নেতৃত্ব পর্যায়ে থাকা গোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতি নিজের শহর বা পৌরসভায় স্যানিটেশনের উন্নয়নে নিজেদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা লেখার জন্য আহ্বান জানান। এলআইসির জন্য স্যানিটেশন উন্নয়ন, নারী এবং প্রতিবন্ধী ও অন্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর সদস্যদের চাহিদা পূরণ এবং খালিকরণ, পরিশোধন ও অপসারণসহ যাবতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করুন। লেখা শেষে সব অংশগ্রহণকারীকে ঘোষণাটি স্বাক্ষর করতে বলুন।	

প্রাসঙ্গিক স্থানীয় অংশীদার/পার্টনার শনাক্ত

এলআইসির জন্য গৃহীত স্যানিটেশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করতে হলে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে হবে। নগর ও পৌর এলাকার মুখ্য স্যানিটেশন অংশীজনদের শনাক্ত করে তাদের কর্তব্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দিলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে কাজ করাটা তুলনামূলক সহজ হয়। এই অংশে এ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্রিয়া ১
ক্রিয়া ২

ক্রিয়া-১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ) সবাইকে অবহিত করা (আইআরএফ ফর এফএসএম)

এই পর্যায়ে সবাইকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো (আইআরএফ)-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে:

এই ম্যানুয়ালের সঙ্গে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো (আইআরএফ)-এর একটি সফটকপি রয়েছে, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। স্যানিটেশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কী হবে, তা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো (আইআরএফ)-এর ৪.২-৪.৬ অংশে তালিকা আকারে বর্ণিত রয়েছে।

এই পর্যায়ে এসে অংশগ্রহণকারীদের ৪.২-৪.৬ অংশ পাঠ করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিতে হবে, যাতে তারা লিপিবদ্ধ ভূমিকা ও দায়িত্বগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো (আইআরএফ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, যা:

১. পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) সেবা বাস্তবায়নের পথ শনাক্ত এবং
২. এফএসএম-এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো (আইআরএফ) শুধু অন-সাইট স্যানিটেশন (পিট, স্যাপটিক ট্যাংক ইত্যাদি) এবং যে স্থানে এই ব্যবস্থাটি রয়েছে, সে স্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি বিস্তৃত পরিসরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সংযুক্ত উপকরণ

ক্রিয়া-২: শহর বা পৌরসভার জন্য উপযুক্ত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী কাঠামোটি (আইআরএফ ফর এফএসএম) কেমন হবে, তা নির্বাচন

শহর বা পৌরসভার কোন ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো (আইআরএফ) এ বর্ণিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে, তা এর মাধ্যমে আরও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যাবে।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম ও শহর বা পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অংশীদার/পার্টনারদের (উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় এনজিও ইত্যাদি) নাম স্টিকি নোটসে (প্রতিটিতে একটি করে) লিখতে হবে। শহর বা পৌর এলাকায় কী ধরনের স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, সে সম্পর্কে সভায় অংশগ্রহণকারীদের ধারণা পেতে সহায়তা করার জন্য আইআরএফ ফর এফএসএম-এর তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা ব্যবহার করুন। স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবগ খুঁজে বের করার সময় ভাবুন, শহরে কে বা কারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত:

- অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ
- নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করা, টয়লেটগুলো হালনাগাদ করা, তদারকিসহ অন-সাইট স্যানিটেশন কাঠামোর ব্যবস্থাপনা
- অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার নকশা ও নির্মাণ নির্ধারিত মান মেনে হয়েছে, তা নিশ্চিতকরণ
- মলসহ কঠিন বর্জ্য খালিকরণ ও পরিবহণ
- মলসহ কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ
- অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও পরিশোধনাগার থেকে বের হওয়া তরল বর্জ্য তদারকি
- স্যানিটেশন উন্নয়নে অর্থসহ অন্যান্য সম্পদ বরাদ্দ
- স্যানিটেশনের নীতি ও এর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ
- স্যানিটেশন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন

এই লেখচিত্রে দুটি মাত্রা রয়েছে: ক্ষমতা ও আগ্রহ

- **ক্ষমতা:** তুলনামূলক ক্ষমতাবান স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সহজে আনতে পারে।
- **আগ্রহ:** স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মধ্যে যাদের আগ্রহ বেশি, তারা এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন উন্নয়নে অন্যদের চেয়ে বেশি তৎপর থাকে।

অংশীজনদের মধ্যে কার ক্ষমতা ও আগ্রহ কেমন, তার একটি মূল্যায়ন করতে হবে। এ জন্য নাম লেখা স্টিকি নোটগুলো ফ্লিপ চার্ট পেপারে আঁকা লেখচিত্রে স্থাপন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যে স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একই সঙ্গে অনেক বেশি ক্ষমতাবান ও আগ্রহী, তাকে লেখচিত্রের ডান দিকে ওপরের দিকে কোণায় স্থাপন করতে হবে। আবার যে স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতা অনেক, কিন্তু আগ্রহ অনেক কম, তাকে স্থাপন করতে হবে বাম পাশে ওপরের দিকের কোণায়।

১. সবগুলো স্টিকি নোট লেখচিত্রে স্থাপন করা হলে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন:

২. স্যানিটেশন সম্পর্কিত দায়িত্ব কোন স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পালন করতে সক্ষম? এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন উন্নয়নে তাদের কোনো আগ্রহ আছে কি?

৩. কোন স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না? তাদের এই সক্ষমতা নেই কেন?

৪. যেসব স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ কম: এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন উন্নয়নে তাদের আগ্রহী করে তুলতে কী করা প্রয়োজন?

৫. যেসব স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতা কম: এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন উন্নয়নে তাদের কে বা কারা সহায়তা দিতে পারে এবং তাদের কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন?

ছোট ছোট দলগুলো থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো টুকে নিতে হবে। এসব পয়েন্টকে ফ্লিপ চার্টে এমনভাবে লিখতে হবে, যাতে সবাই তা দেখতে পায়।

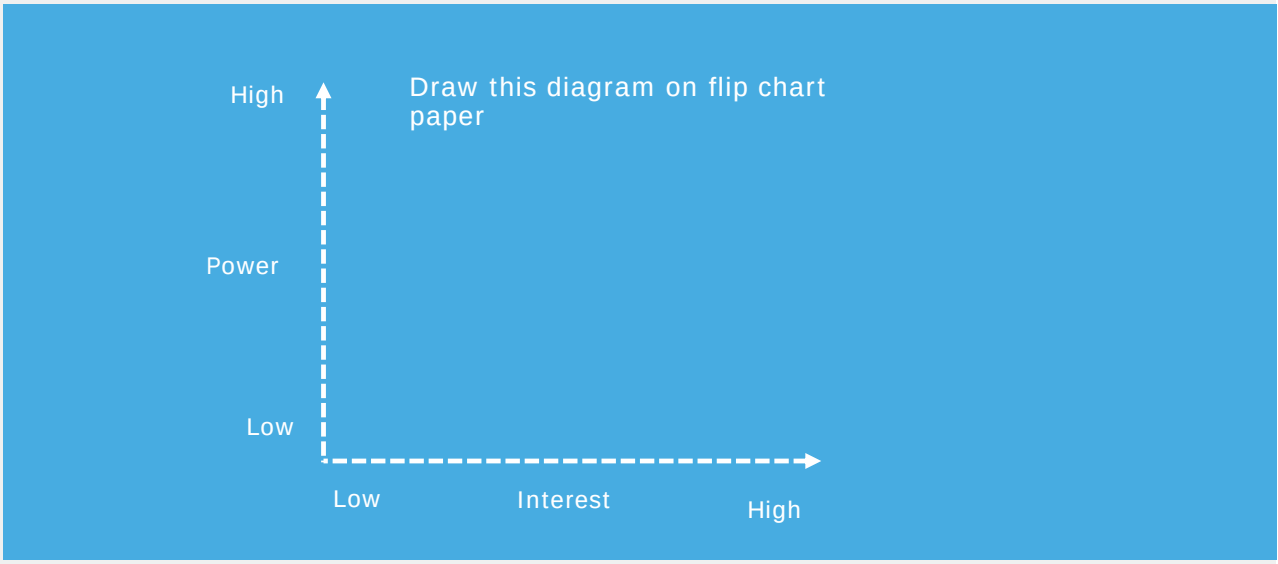

১খ

মডিউল ১খ

কমিউনিটি নেতৃত্বকে এলআইসি স্যানিটেশনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

মডিউল ১খ
কমিউনিটি নেতৃত্বকে এলআইসি স্যানিটেশনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

অংশগ্রহনকারী

- মেয়র
- ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ
- সিডিসি ক্লাস্টার কমিটি
- প্রাসঙ্গিক ওয়ার্ড কমিটি
- সিডিসি ও এলআইসি এলাকার কমিউনিটিভিত্তিক অন্য সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ

কমিউনিটি নেতৃত্বকে এলআইসি স্যানিটেশনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রয়োজন মর্মে পুরো শহরের ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি
- ওয়ার্ড নেতৃত্বকে শক্তিশালীকরণ ও এলআইসি এলাকার স্যানিটেশন সমস্যাকে বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতি আদায়

সারাংশ

স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিদ্যমান জ্ঞান, আইন ও নীতির ওপর ভিত্তি করে এলআইসি এলাকায় স্যানিটেশন উন্নয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতৃত্বকে উদ্বুদ্ধ করতে মডিউল ১-এর মতো পরিকল্পনা প্রণয়ন। এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে একটি কর্মশালা, যেখানে ওয়ার্ড নেতারা অংশ নেবেন এবং স্যানিটেশন সমস্যা নিয়ে আলোচনাপূর্বক তা সমাধানে প্রতিশ্রুত হবেন।

ধাপ ১ | ধাপ ২ | ধাপ ৩

ধাপ ১– বাইরের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ

নেতৃত্ব পর্যায়ের (ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সিডিসি ক্লাস্টার কমিটি, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিটি এবং সিডিসি ও এলআইসি এলাকার কমিউনিটিভিত্তিক নেতৃবৃন্দ) জন্য নিযুক্ত পরামর্শক দলের কার্যক্রমে সহায়তার জন্য নগর পরিচালনা সম্পর্কিত বাইরের একজন বিশেষজ্ঞের (স্যানিটেশন বিষয়েও যাঁর ধারণা রয়েছে) অন্তর্ভুক্তি এ পর্যায়ের জন্য সহায়ক হবে। নগর নেতৃত্ব পর্যায়ের জন্য নিযুক্ত পরামর্শক দল বা অন্য কোনো ব্যক্তি এ দায়িত্ব পেতে পারে। এই বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই ওয়ার্ড ও কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ধাপ ২– উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

কমিউনিটি নেতৃত্বের জন্য আরেকটি উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এটি নগর নেতৃত্ব পর্যায়ের জন্য তৈরি করা পরিকল্পনার অনুরূপ হতে পারে। তবে এটি এমনভাবে করতে হবে, যাতে তা ওয়ার্ড ও কমিউনিটি পর্যায়ের জন্য যথাযথ হয়।

বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কমিউনিটি নেতৃত্বকে স্যানিটেশন বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মডিউল ১-ক অথবা উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল অংশটি আবার দেখা যেতে পারে। তবে মডিউল ১-ক-তে উল্লেখিত কার্যক্রমের সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়াদিও এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে:

নগর নেতৃত্ব পর্যায় থেকে বার্তা দেওয়া: মডিউল ১ অনুযায়ী উদ্বুদ্ধকরণের কাজটি যদি সম্পন্ন হয়, তাহলে হয়তো নগর নেতৃত্বের মধ্যে এলআইসি এলাকাসহ পুরো নগরের স্যানিটেশনের উন্নয়নে একটি প্রতিশ্রুতি জন্ম নিতে পারে। তেমন হলে নগর পর্যায় থেকে কমিউনিটি পর্যায়ের নেতৃত্ব বরাবর স্যানিটেশনের উন্নয়নের বিষয়ে কোনো চিঠি দেওয়া গেলে এ বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা সহজ হবে।

কমিউনিটি নেতাদের সঙ্গে কমিউনিটির সদস্যদের আলোচনার ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়তা: কমিউনিটি নেতাদের সঙ্গে সিডিসি, কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন বা কোনো কোনো ব্যক্তি কথা বলতে চাইতে পারে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সিডিসি ফেডারেশনের মাধ্যমে এ ধরনের লোকগুলোকে শনাক্ত করতে হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সঙ্গে তাদের বৈঠক আয়োজনে সহায়তা করতে হবে।

কার্যক্রমের তালিকা প্রণয়ন: বাইরের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় কমিউনিটি নেতৃত্বকে স্যানিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে কী কী করা যায়, তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কে কোন দায়িত্বের জন্য নিযুক্ত হবে এবং কবে নাগাদ কোন কাজটি শেষ হবে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তালিকাটি সংরক্ষণের পাশাপাশি এর ভিত্তিতে কে বা কারা উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনাটি করবে, তা নির্ধারণ করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : উপস্থাপনা ও কর্মশালা

এলআইসি বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির কাছে কীভাবে একটি উপস্থাপনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করতে হবে, তা এই ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা, তার ওপর নির্ভর করে এই ধাপটি ঐচ্ছিক হিসেবে রাখা হয়েছে। নগরের নেতৃস্থানীয়দের বোঝানোর জন্য এই উপস্থাপনা ও কর্মশালা ভালো উপায় কিনা, তা বাইরের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। যদি ভালো উপায় হয়, তবে নিচের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে-

- ক্রিয়া ১
- ক্রিয়া ২
- ক্রিয়া ৩

আয়োজক	সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তায় বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এর আয়োজন করতে হবে।
উপাদান	কম্পিউটার, একটি প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট পেপার, মার্কার, কলম ও নোটখাতা
সময়কাল	অবশ্যই দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা

প্রথম কাজ: উপস্থাপনায় থাকা তথ্যাবলী হালনাগাদ করতে হবে কিনা, তা পরীক্ষা করা

জনগোষ্ঠির নেতৃস্থানীয়দের জন্য এই ম্যানুয়ালে বেশ কিছু পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড আছে। এগুলো হালনাগাদ করা প্রয়োজন, যাতে সেগুলো প্রাসঙ্গিক হয় এবং জনগোষ্ঠির নেতৃস্থানীয়দের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মডিউল ১এ-তে থাকা কিছু তথ্যাবলী এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত হতে হবে যে, সেই তথ্যাবলী যেন জনগোষ্ঠি পর্যায়ে উপযুক্ত হয়। উপস্থাপনার স্লাইডগুলোতে কিছু জায়গা আছে, যেখানে স্থানীয় ও আঞ্চলিক তথ্য যোগ করা প্রয়োজন। উপস্থাপনায় এরই মধ্যে প্রকৃত তথ্য ও পরিসংখ্যান যুক্ত করা আছে। যদি এসবের কোনো তথ্য পুরনো হয়ে যায়, এবং আরও সাম্প্রতিক তথ্য হাতের কাছে থাকে, তবে তা হালনাগাদ করতে হবে।

দ্বিতীয় কাজ: স্লাইডে যেসব তথ্যাবলী আছে, সেগুলো বোঝা

এই ম্যানুয়ালে যে ফ্যাক্টশিট আছে, তাতে পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে থাকা ঘটনার পেছনের সব তথ্যাবলী সংযুক্ত আছে। ফ্যাক্টশিটটি ভালোভাবে পড়লে, উপস্থাপনায় প্রতিটি স্লাইডের ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ হবে।

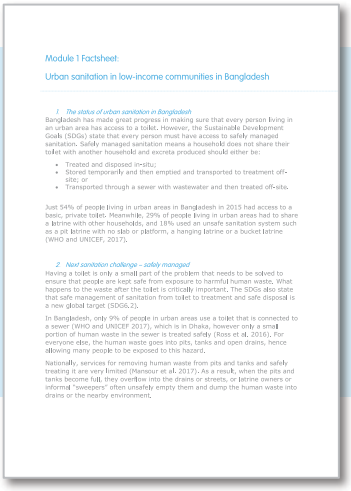
Module 1 Factsheet:

Urban sanitation in low-income communities in Bangladesh

1. The status of urban sanitation in Bangladesh

Bangladesh has made great progress in making sure that every person living in an urban area has access to a toilet. However, the Sustainable Development Goals (SDGs) state that every person must have access to safely managed sanitation. Safely managed sanitation means a household does not share their toilet with another household and excreta produced should either be:

- Treated and disposed in-situ;
- Stored temporarily and then emptied and transported to treatment off-site; or
- Transported through a sewer with wastewater and then treated off-site.

Just 54% of people living in urban areas in Bangladesh in 2015 had access to a basic, private toilet. Meanwhile, 29% of people living in urban areas had to share a latrine with other households, and 18% used an unsafe sanitation system such as a pit latrine with no slab or platform, a hanging latrine or a bucket latrine (WHO and UNICEF, 2017).

2. Next sanitation challenge – safely managed

Having a toilet is only a small part of the problem that needs to be solved to ensure that people are kept safe from exposure to harmful human waste. What happens to the waste after the toilet is critically important. The SDGs also state that safe management of sanitation from toilet to treatment and safe disposal is a new global target (SDG6.2).

In Bangladesh, only 9% of people in urban areas use a toilet that is connected to a sewer (WHO and UNICEF 2017), which is in Dhaka, however only a small portion of human waste in the sewer is treated safely (Ross et al. 2016). For everyone else, the human waste goes into pits, tanks and open drains, hence allowing many people to be exposed to this hazard.

Nationally, services for removing human waste from pits and tanks and safely treating it are very limited (Mansour et al. 2017). As a result, when the pits and tanks become full, they overflow into the drains or streets, or latrine owners or informal "sweepers" often unsafely empty them and dump the human waste into drains or the nearby environment.

তৃতীয় কাজ: উপস্থাপনা ও কর্মশালা

কর্মশালা পরিচালনার সময় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠির নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে যেসব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে তা নিচের টেবিলে উল্লেখ করা আছে। মূল উপাদানগুলো হলো : উপস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাষন ব্যবস্থা উন্নত করতে ছোট ছোট গ্রুপে আলোচনা এবং জনগোষ্ঠির নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা।

সময়	কর্মকাণ্ড	উপকরণ
১০ মিনিট	স্বাগতম (নগর পর্যায়ের কোনো নেতার হাতে কর্মশালার উদ্বোধনের দায়িত্ব দিতে হবে , যেমন: প্যানেল মেয়র বা স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান)	
১৫ মিনিট	উপস্থাপনা (মডিউল ১এ - তে বিস্তারিত আছে, এবং ওয়ার্ড লেভেল ও স্থানীয় বিষয় যুক্ত করতে হবে, অবশ্যই বাইরের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এটি উপস্থাপিত হতে হবে)	পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ও অডিও-ভিজুয়াল উপাদান
১৫-২০ মিনিট	ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের ৩ থেকে ৫ জনের ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে দিতে হবে। এরপর তাদের বলতে হবে, তারা যেন নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে নিজেদের গ্রুপে আলোচনা করেন এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো একটি কাগজে লিখে ফেলেন (পুরো ওয়ার্ড বিবেচনায় নেওয়ার কথা বললেও গুরুত্ব থাকবে এলআইসি বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির ওপর) ১. ওয়ার্ডেও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মানুষ কোন কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়? ২. সুবিধা পেতে এই ব্যবস্থার কোন কোন বিষয় মানুষকে সহায়তা করে? ৩. ওই সম্প্রদায়ের মানুষ কোন পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন সুবিধা পান? ৪. ওই ওয়ার্ডে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করতে স্থানীয় নেতারা কেমন পদক্ষেপ নিতে পারেন?	কাগজ, কলম
২০-৩০ মিনিট	মুক্ত আলোচনা ছোট ছোট গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা শেষ হয়ে গেলে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে বসতে হবে। প্রতি গ্রুপ থেকে যে কোনো একজনকে বেছে নিয়ে তাদের আলোচনা থেকে কী পাওয়া গেল, তা জিজ্ঞেস করতে হবে। আলোচনার মূল বিষয়গুলো ফ্লিপ চার্টে লিখে ফেলতে হবে, যেন অংশগ্রহণকারী তা দেখতে পায়। এরপর আলোচনা থেকে যা শেখা হলো সেগুলো যেন অংশগ্রহণকারীরা সিডিসি বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির অন্যদেরও জানান সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে।	ফ্লিপ চার্ট পেপার ও মার্কার
৪৫ মিনিট	জনগোষ্ঠির নেতাদের কাজের পরিকল্পনা ওয়ার্ডে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করতে স্থানীয় নেতারা কেমন পদক্ষেপ নিতে পারেন? - এই প্রশ্নটির উত্তরে বিভিন্ন গ্রুপে হওয়া আলোচনায় আসা উত্তরগুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের ভাবনা জানতে হবে। কোন কোন পদক্ষেপগুলো আগামী এক বছরের মধ্যে নেওয়া যাবে এবং প্রত্যেকটি কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে, তারপর তা কাগজে লিখে ফেলতে হবে। এবং কাগজে লেখার পর তার কপি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।	
১০-১৫ মিনিট	সমাপ্তি আয়োজকের পক্ষ থেকে পুরো আয়োজনের একটি সারাংশ উপস্থাপিত হবে, যাতে আগামী পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে, তার নির্দেশনা থাকবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।	

১গ

মডিউল ১গ

এলআইসি বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে কৌশলগত উন্নয়নে নগর পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা

মডিউল ১গ
কমিউনিটি নেতৃত্বকে এলআইসি স্যানিটেশনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

দর্শক

- মেয়র
- নগর পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক স্ট্যান্ডিং কমিটি
- ওয়াসা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ
- সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার বিভাগসমূহ
- সিডিসি ফেডারেশন

উদ্দেশ্যসমূহ

- নগর বা পৌরসভা এলাকার বর্তমান পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অবস্থা নিয়ে মূল্যায়ন
- পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কোন এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা চিহ্নিত করতে হবে
- নগর বা পৌরসভার পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্যসমূহ ও কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা

সারাংশ

এলআইসি বিষয়ক কৌশলে নগর পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার বিষয়ে নতুন ধারণা তৈরির জন্য যেসব অংশগ্রহণকারী কাজ করছেন, তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডের আয়োজন করা। এসব কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে আনা, কোন এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা চিহ্নিত করা এবং পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্যসমূহ ও কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা।

নগর বা পৌরসভাতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো এবং এসব লক্ষ্য পূরণের কৌশলগুলো একটি নগর পয়োনিষ্কাশন কৌশলে অন্তর্ভুক্ত থাকে। নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা কীভাবে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করতে নগর পয়োনিষ্কাশন কৌশলের উন্নতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং একটি সুসংহত পয়োনিষ্কাশন কর্মপরিকল্পনা তৈরির ভিত্তি স্থাপন করে এটি। এই অধ্যায়টি নগরব্যাপী পয়োনিষ্কাশন কৌশল গঠনের কয়েকটি মূল পদক্ষেপের রূপরেখা তুলে ধরেছে, যা এলআইসি-এর উন্নতির ওপর জোর দেয়।

একটি নগরব্যাপী পয়োনিষ্কাশন কৌশলের নকশা প্রণয়ন করা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এখানে পদক্ষেপগুলো সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে, কৌশলটির বিকাশ ও বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকবে। কৌশল বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করার সময় সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন এই বিভাগের শেষে দেওয়া আছে। এই প্রক্রিয়াটি সফল করার জন্য নগর নেতৃত্বের (মডিউল ১এ) কাছ থেকে সমর্থন ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

একটি নগরব্যাপী পয়োনিষ্কাশন কৌশলে যে তিনটি বিস্তৃত ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা উচিত তা এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. বর্তমান পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাটি কেমন এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র (আমরা এখন কী অবস্থায় আছি?);

২. নগর বা পৌরসভাতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যসমূহ, বিশেষত এলআইসি-র জন্য (আমরা কোন অবস্থায় যেতে চাই?);

৩. লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাছাই করা পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি (আমরা কীভাবে সেখানে পৌঁছাতে পারি?)।

(১). বর্তমান পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অবস্থা এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, নগর বা পৌরসভার পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বর্তমান অবস্থা বোঝা সাফল্যের ক্ষেত্রগুলো এবং যে ক্ষেত্রগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। নগরব্যাপী পয়োনিষ্কাশন কৌশল ঠিক করার আগে এসব কাজ করা উচিত।

মডিউল ১ক - এর ৪র্থ ধাপে যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেগুলো এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে নগর পয়োনিষ্কাশন কৌশলের জন্য সংগৃহীত তথ্য, নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীগুলোকে দেওয়া পরামর্শের জন্য ব্যবহৃত তথ্যের চেয়ে আরও বিশদ হওয়া উচিত।

পয়োনিষ্কাশন সম্পর্কিত তথ্যের প্রাপ্যতা যদি অপ্রতুল হয়, বিশেষ করে এলআইসি সম্পর্কিত - সেক্ষেত্রে আরও বেশি তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে। পয়োনিষ্কাশন সেবার বিভিন্ন দিকগুলোর যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মডিউল ১ঘ-তে সারণী ১.৪-এ প্রদর্শিত মডেল অনুসরণ করা উচিত, নগরব্যাপী পয়োনিষ্কাশন কৌশলের জন্যই এটি প্রয়োজন।

পদক্ষেপ ১- তথ্য সংগ্রহ

প্রথমে আপনার নগর বা পৌরসভাতে বিদ্যমান পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত পাওয়া যায় এমন যে কোনও তথ্য সংগ্রহ করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর পয়োনিষ্কাশন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করুন। এরই মধ্যে পরিচালিত জরিপগুলোর প্রতিবেদনে এসব তথ্য পাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনীয় ও বিভিন্ন প্রকারের তথ্য যেগুলো কাজে লাগতে পারে, সেগুলো সারণী ১.১ - এ পাওয়া যাবে।

এসব তথ্য যাচাই করতে এবং এর সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত করার প্রয়োজন আছে কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্য প্রধান তথ্যদাতার পরামর্শ নিতে হবে। প্রধান তথ্যদাতা এমন কেউ হবেন যিনি কিনা নগর বা পৌরসভার পয়োনিষ্কাশন অবস্থার সঙ্গে পরিচিত। এর মধ্যে থাকতে পারেন:

- ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ
- সিডিসি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নেতারা
- স্বাস্থ্য বা পরিবেশ বিভাগের সরকারি কর্মকর্তারা
- এনজিও প্রতিনিধিরা
- স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা

প্রধান বা মূল তথ্যদাতাদের জিজ্ঞাসা করুন যে, প্রাপ্ত তথ্যসমূহ হালনাগাদ, সম্পূর্ণ ও নিখুঁত কিনা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যথেষ্ট কিনা। যদি তারা মনে করেন এটি তা নয়, তবে পয়োনিষ্কাশন সুবিধা ও পরিষেবার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মূল তথ্যদাতাদের যে ধারণা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে, তা ব্যাখ্যা করতে বলুন। টেবিল ১.১-এ থাকা কোনো উপকরণের সঙ্গে মানানসই তথ্য যদি পাওয়া না যায়, তবে ওই সম্পর্কিত বিষয়ে মূল তথ্যদাতাদের কিছু জানা থাকলে, তা জানানোর অনুরোধ করুন।

মূল তথ্যদাতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নোট করে রাখুন, কারণ এগুলো পরবর্তী পদক্ষেপের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে এবং নগর ও ওয়ার্ড স্তরের পয়োনিষ্কাশন কৌশলগুলো (মডিউল ১ গ এবং ১ ঘ অবহিত করতে ব্যবহৃত হবে।

বিদ্যমান তথ্য দিয়ে নগরের একটি প্রোফাইল তৈরি করুন।

টেবিল ১.১ নগর ও ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশল নির্ধারণের জন্য যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে

তথ্যের প্রকারসমূহ	সম্ভাব্য উৎসসমূহ
o শৌচাগার ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া পরিবার বনাম যেসব পরিবার খোলা পায়খানা ব্যবহার করছে। o গোষ্ঠিগত বনাম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বনাম অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবহার করা শৌচাগারগুলোর অনুপাত। o শৌচাগারগুলোর প্রকার (যেমন: ফ্ল্যাশ করা যায় এমন, প্রাথমিক, অনুন্নত)। o শৌচাগারের জন্য পয়োবর্জ্য ধারকের প্রকারগুলো (উদাহরণ: পিট, সেপটিক ট্যাঙ্ক, সরাসরি ড্রেনে সংযুক্ত)। o পয়োবর্জ্য সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাপনা পরিষেবা এবং শোধনাগার ব্যবস্থার সহজলভ্যতা। o যেসব পরিবারের পিট বা ট্যাঙ্ক আগে খালি করা হয়েছে তাদের অনুপাত। o ওয়ার্ডের সেসব অঞ্চলগুলো যা পেশাদার পরিষেবা দিয়ে খালি করা হয়েছে। o শৌচাগারের পয়োবর্জ্য ধারক খালি করার ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থা ব্যবহার করা এবং পেশাদার পরিষেবার সাহায্য নেওয়া পরিবারগুলোর অনুপাত o যে অঞ্চলগুলোতে পয়োবর্জ্য ও বর্জ্যপানি সঠিকভাবে পরিত্যাগ করা হয়। o যে অঞ্চলগুলোতে পয়োবর্জ্য ও বর্জ্যপানি কৃষি বা জলজ চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। o বর্তমান পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাগুলোর প্রধান সমস্যা (উদাহরণ: অ-কার্যকরী অবকাঠামো)। o পয়োবর্জ্য পরিত্যাগের কার্যকরী ও আনুষ্ঠানিক এলাকা বা শোধনাগারের প্রাপ্যতা। o পানি, বিদ্যুৎ ও ড্রেনেজ বা নিকাশী ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা। o নতুন পরিকাঠামোর জন্য জমির প্রাপ্যতা। o বন্যার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। o ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উঁচুতে আছে যেসব অঞ্চলগুলোতে। o পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বাস্থ্যবিধি (উদাহরণ: হাত ধোয়া ও ঋতুস্রাবের স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার সুবিধা আছে এমন)। o ঘন ঘন রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এমন অঞ্চলগুলো (উদাহরণ: ডায়রিয়া)।	o এলআইইউপিসি পোভার্টি ম্যাপিং। o বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান জরিপ বা আদমশুমারি। o স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠিদের নিয়ে কাজ করা এনজিও ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন। o নগর বা পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান বা বিদ্যমান তথ্যভান্ডার বা জিআইএস ডেটা।

পদক্ষেপ ২- পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পরিষেবাগুলোর অবস্থার মূল্যায়ন

নগর বা পৌরসভার এলআইসি বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পরিষেবার অবস্থার মূল্যায়নের জন্য নগর পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাভোগীদের মধ্যে একটি সভা আহ্বান করতে হবে। এই সভা চলাকালীন, অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত, প্রাপ্য তথ্য এবং এই বিভাগের প্রথম ধাপের মূল তথ্যদাতাদের দেওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে নগর বা পৌরসভার পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করবে। পয়োনিষ্কাশন পরিষেবা সরবরাহের কোন কোন ক্ষেত্রগুলোকে উন্নত করা দরকার, তা শনাক্ত করতে সহায়তা করবে এটি।

ক্রিয়া ১
ক্রিয়া ২

নগর বা পৌরসভা স্তরে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখতে পারবে এমন যে কোনো সুবিধাভোগীকে আমন্ত্রণ জানান। এর মধ্যে থাকতে পারে:

- পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এমন স্থায়ী কমিটির সদস্যরা
- সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা ওয়াসার প্রতিনিধিরা
- সিডিসি ফেডারেশনের সদস্যরা

নগর বা পৌরসভাতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এবং এলআইসি বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে নিচের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করুন।

কার্যকলাপ ১: বিদ্যমান উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য জানান

নগর বা পৌরসভায় এলআইসি-তে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং সেবার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এই বিভাগের প্রথম ধাপ থেকে সংগৃহীত তথ্য সবাইকে জানান। তথ্য জানানোর সময়, সম্ভব হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করুন:

- যে ওয়ার্ড বা অঞ্চলগুলোতে সর্বনিম্ন স্তরের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বা পয়োবর্জ্য নিকাশের জন্য পরিষেবা রয়েছে।
- ডায়রিয়া বা পয়োবর্জ্য সম্পর্কিত রোগের প্রাদুর্ভাব যেসব এলাকাতে বেশি
- তথ্যের মধ্যে থাকা বড় ঘাটতিগুলো (উদাহরণ: পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পয়োবর্জ্য ধারক সম্পর্কিত তথ্য না থাকা)।
- এই বিভাগের প্রথম ধাপের মূল তথ্যদাতাদের দেওয়া মতামত ও পর্যবেক্ষণগুলো জানানো।
- যে অঞ্চলগুলোতে সম্প্রতি এলআইসি বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত উন্নতি করা হয়েছে এবং কী কী কারণে এই উন্নতি করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য সময় দিন এবং এলআইসিতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিস্থিতি সম্পর্কে যা জানা আছে, সে সম্পর্কে তাদের ভাবনাগুলো আলোচনা করুন।

কার্যকলাপ ২: এলআইসিতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবা সরবরাহের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নম্বর দিন

এই কার্যকলাপের উদ্দেশ্যটি হলো অংশগ্রহণকারীদের নগর বা পৌরসভার এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবা সরবরাহের বিভিন্ন দিকের গুণমান সম্পর্কে বিচার করা। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রকার সম্পর্কে জানবেন এবং সম্মিলিতভাবে প্রতিটি প্রকারের ক্ষেত্রে নম্বর দিয়ে বিচার করবেন।

নিচের সারণিতে প্রতিটি প্রকারের বিচারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলোর তালিকা রয়েছে। প্রশ্নের জবাবে অংশগ্রহণকারীরা সম্মিলিতভাবে প্রতিটি প্রকারকে ০ (দরিদ্র), ০.৫ (উন্নয়নশীল) বা ১ (ভালো) দিয়ে নম্বর দিতে হবে। এর বাইরে প্রতিটি প্রশ্নের আলোচনা থেকে আসা যেকোনো মূল ভাবনাও লিপিবদ্ধ করুন। প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিভাগের ১ম ধাপ এবং অংশীদার/স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আইনি মূল্যায়নের মডিউল ১এ পদক্ষেপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো দেখতে বলুন।

নীতিমালা | পরিকল্পনা | বাজেট | চাহিদা | সেবার পর্যায় বা ধাপসমূহ

টেবিল ১.২ নগর বা পৌরসভার এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নাবলী

বিচারের মানদন্ড	প্রশ্নাবলী	নম্বর	নম্বরের নির্দেশনা
নীতিমালা	নীতিমালা: নগরীর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কী কোনো নীতি (জাতীয় বা স্থানীয়) রয়েছে, যাতে পয়োবর্জ্য, পিট বা ট্যাঙ্কের দূষিত ও বর্জ্যপানি নিরাপদে সরিয়ে বা নিকাশ করা যায়?		• ১: এমন একটি অনুমোদিত নীতি রয়েছে যা শৌচাগার, পয়োবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থাপনা এবং প্রবাহমান/বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনার কথা বলে। • ০.৫: নীতিমালাটি কেবল খসড়া আকারে আছে, বা প্রবাহমান/বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনার কথা বলে না। • ০: কোনো উপযুক্ত নীতি নেই।
	নীতিমালা: নীতিমালাটি কি পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রধান সুবিধাভোগীদের দ্বারা স্বীকৃত?		• ১: মূল সুবিধাভোগীরা নীতিমালাটি স্বীকার করে। • ০.৫: কেবলমাত্র কিছু সুবিধাভোগীরাই নীতিটি সম্পর্কে সচেতন এবং এ সম্পর্কে জানে। • ০: নীতিমালাটি সম্পর্কে সাধারণভাবে জানাশোনা নেই এবং এ সম্পর্কে খুব একটা সচেতনতা নেই।
	অন্তর্ভুক্তি: নীতিমালাটি কি নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রয়োজনীয়তাগুলোকে স্বীকৃতি দেয়?		• ১: নীতিমালাটি স্বীকৃতি দেয় এবং বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন বিস্তৃত জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়। • ০.৫: ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নীতিমালাটি দুর্বলভাবে উল্লেখ করে বা কেবল একটি গোষ্ঠীতে মনোনিবেশ করে (উদাহরণ: শুধু নারী)। • ০: ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন বিস্তৃত জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা বা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার বহুমাত্রিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নীতিমালাটি কিছু উল্লেখ করে না।
	প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা: এলআইসি-তে পয়োবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থাপনা ও প্রবাহমান বা বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনাসহ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বগুলো কি নগরীতে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং অনুসরণ করা হয়েছে?		• ১: কী ভূমিকা পালন করতে হবে, তা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং অনুসরণ করা হয়। • ০.৫: ভূমিকাগুলো সংজ্ঞায়িত করা আছে, তবে সব সময় অনুসরণ করা হয় না বা ভূমিকাগুলো কেবল আংশিকভাবে সংজ্ঞায়িত আছে। • ০: ভূমিকা সংজ্ঞায়িত নেই।

1 This activity is based on the City Service Delivery Assessment method published by the World http://documents.worldbank.org/curated/en/461321468338637425/pdf/106805

টেবিল ১.২ নগর বা পৌরসভার এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নাবলী (চলছে)

বিচারের মানদণ্ড	প্রশ্নাবলী	নম্বর	নম্বরের নির্দেশনা
	লক্ষ্যসমূহ: এলআইসি-তে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার মান, পয়োবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থা এবং প্রবাহমান/বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য কি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে?		• ১: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, এতে পয়োবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থা এবং প্রবাহমান/বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। • ০.৫: এলআইসিগুলোতে টয়লেটগুলোর উন্নতির জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে পয়োবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থা এবং প্রবাহমান/বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নেই। • ০: এলআইসির জন্য কোনো লক্ষ্য নির্ধারিত নেই।
পরিকল্পনা	বিনিয়োগের পরিকল্পনা: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কি বার্ষিক বা মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে পয়োবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থা এবং প্রবাহমান/বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনার উন্নতির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত আছে?		• ১: এলআইসিগুলোতে পয়ঃবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থা এবং প্রবাহমান/বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনাসহ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা রয়েছে। • ০.৫: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা রয়েছে, তবে তাতে পয়োবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থা এবং প্রবাহমান/বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনা নেই। • ০: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোনো পরিকল্পনা নেই।
	অন্তর্ভুক্তি: বিশেষত নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর চাহিদা মেটাতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারের সুবিধা এবং মান উন্নত করার পরিকল্পনা কি আছে?		• ১: বিশেষত নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা রয়েছে। • ০.৫: কেবল একটি ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্বল গোষ্ঠীর (যেমন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) ক্ষেত্রে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। • ০: বিশেষত নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্বল গোষ্ঠীর জন্য পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনা নেই।
বাজেট	বাজেট: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নগর কর্তৃপক্ষের কি পর্যাপ্ত বাজেট আছে?		• ১: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বেশিরভাগ প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। • ০.৫: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল রয়েছে। • ০: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত খুব কমসংখ্যক চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল রয়েছে।
চাহিদা	পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার চাহিদা: পুরো নগরজুড়ে নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণ কি সচেতন?		• ১: নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে উচ্চ স্তরের সচেতনতা ও চাহিদা রয়েছে। • ০.৫: নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে মাঝারি চাহিদা রয়েছে, তবে পয়োবর্জ্য নিকাশের পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা ও নগরব্যাপী নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা অল্প। • ০: নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বা চাহিদা একেবারেই অল্প।

টেবিল ১.২ নগর বা পৌরসভার এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নাবলী (চলমান)

বিচারের মানদণ্ড	প্রশ্নাবলী	নম্বর	নম্বরের নির্দেশনা
সেবার পর্যায় বা ধাপসমূহ	বিভিন্ন ধরনের শৌচাগারের বিকল্প: এলআইসিগুলোর মানুষেরা কি তাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরণের বিকল্প শৌচাগার স্থাপন করার বিকল্প সুবিধা পায়?		• ১: এলআইসিগুলোতে গোষ্ঠীর সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে কোন ধরণের শৌচাগার তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে এবং একাধিক বিকল্প রয়েছে। • ০.৫: এলআইসিগুলোতে সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছে শৌচাগারগুলোর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিকল্প রয়েছে বা দুর্বলভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। • ০: এলআইসিগুলোতে সম্প্রদায়ের সদস্যদের কেবলমাত্র এক ধরণের শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এবং এর নকশা সম্পর্কে কোনো পরামর্শ দেওয়া হয় না।
	অংশীদারত্ব বনাম ব্যক্তিমালিকানাধীন: এলআইসিগুলোর বেশির ভাগ মানুষকে কি অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে শৌচাগার ভাগাভাগি করতে হয়, নাকি তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত শৌচাগার রয়েছে?		• ১: এলআইসিগুলোর বেশির ভাগ মানুষের ব্যক্তিগত গৃহস্থালি শৌচাগার আছে। • ০.৫: এলআইসিগুলোর প্রায় অর্ধেক মানুষের একটি ব্যক্তিগত শৌচাগার রয়েছে এবং অর্ধেক মানুষ যৌথ ভাবে ভাগাভাগি করে শৌচাগার ব্যবহার করে। • ০: এলআইসিগুলোর বেশির ভাগ মানুষেরা যৌথভাবে শৌচাগার ব্যবহার করছে।
	ধারক: এলআইসিগুলোতে শৌচাগারগুলো সাধারণত কোনো ধরণের ধারক বা শোধনাগারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, নাকি সেগুলো সরাসরি ড্রেনে যায়?		• ১: বিশেষত নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা রয়েছে। • ০.৫: কেবল একটি ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্বল গোষ্ঠীর (যেমন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) ক্ষেত্রে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। • ০: বিশেষত নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্বল গোষ্ঠীর জন্য পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনা নেই।
	বাজেট: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নগর কর্তৃপক্ষের কি পর্যাপ্ত বাজেট আছে?		• ১: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বেশিরভাগ প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। • ০.৫: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল রয়েছে। • ০: এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত খুব কমসংখ্যক চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিল রয়েছে।
	পয়োবর্জ্য নিকাশ ব্যবস্থা: পিট ও ট্যাঙ্কগুলো খালি করার জন্য পেশাদার ও নিরাপদ পরিষেবা কি এলআইসিগুলোতে পাওয়া যায় এবং সেগুলো কি ব্যবহার করা হয়?		• ১: পিট ও ট্যাঙ্কগুলো খালি করার জন্য পেশাদার ও নিরাপদ পরিষেবাগুলো এলআইসিগুলোতে পাওয়া যায় এবং বহুল ব্যবহৃত। • ০.৫: পেশাদার ও নিরাপদ পরিষেবাগুলো পাওয়া যায়, তবে খুব কমই এলআইসিগুলোতে ব্যবহৃত হয়। • ০: পেশাদার ও নিরাপদ পরিষেবাগুলো সাধারণত এলআইসিগুলোর মানুষেরা পায় না বা ব্যবহারের আর্থিক সক্ষমতা নেই।
	প্রবাহমান বর্জ্যপানির ব্যবস্থাপনা: এলআইসিগুলোর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা কী সেপটিক ট্যাঙ্ক ও পিটগুলো থেকে আসা দূষিত তরল পয়োবর্জ্য নিরাপদে নিকাশ করে এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় নিরাপদে অপসারণ করে?		• ১: সেপটিক ট্যাঙ্কগুলো থেকে আসা প্রবাহমান বর্জ্যপানি সাধারণত এমন স্থানে নিকাশ করা হয় বা ফেলা হয় বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়, যেখানে এটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির সংস্পর্শে আসতে পারে না এবং পিটগুলো সাধারণত পানীয় জলের উৎস থেকে কমপক্ষে ২০ মিটার দূরে থাকে। • ০.৫: কিছু সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে আসা প্রবাহমান বর্জ্যপানি খোলা ড্রেনে যায় বা কিছু শৌচাগার পানীয় জলের উৎস থেকে ২০ মিটার দূরে থাকে। • ০: সেপটিক ট্যাঙ্কগুলো থেকে আসা প্রবাহমান বর্জ্যপানি খোলা ড্রেনগুলোতে যায় বা পিটগুলো প্রায়শই পানীয় জলের উৎসের ২০ মিটারের মধ্যে থাকে।
	অপসারণ: এলআইসিগুলোতে পিট ও ট্যাঙ্ক থেকে নেওয়া পয়োবর্জ্য কি এমন স্থানে অপসারণ করা হয় যেখানে এটি মানুষ, পানীয় জলের উৎস বা খাদ্য উৎসগুলোর সংস্পর্শে কোনোভাবেই আসা সম্ভব নয়?		• ১: পয়োবর্জ্য সাধারণত কোনো শোধনাগারে বা সরকার অনুমোদিত কোনো স্থানে নিকাশ বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়, যেখানে কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই। • ০.৫: পয়োবর্জ্য সাধারণত জনগোষ্ঠীর পানীয় জলের উৎস এবং খাদ্য উৎস থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে স্থানটি অনুমোদিত থাকে না (উদাহরণ: একটি নদী)। • ০: পয়োবর্জ্য সাধারণত সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই (যেমন একটি ড্রেন) বা পানীয় জলের বা খাদ্যের উৎসগুলোর নিকটে (যেমন, কোনো প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই খামারের জমিতে) নিকাশ করা হয়।

টেবিল ১.২ নগর বা পৌরসভার এলআইসিগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নাবলী (চলমান)

বিচারের মানদণ্ড	প্রশ্নাবলী	নম্বর	নম্বরের নির্দেশনা
	প্রক্রিয়াজাতকরণ: পয়োবর্জ্য বা বর্জ্যপানির নিরাপদে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য কি নগরে কোনো স্থাপনা আছে?		• ১: পয়োবর্জ্য / বর্জ্যপানির শোধনাগার রয়েছে যা এলআইসিগুলো থেকে বর্জ্য গ্রহণ করতে পারে। • ০.৫: পয়োবর্জ্য / বর্জ্যপানির শোধনাগার রয়েছে, তবে এটি ভালোভাবে কাজ করে না বা বর্তমানে এলআইসিগুলো থেকে বর্জ্য পায় না। • ০: এলআইসিগুলো থেকে বর্জ্য নেওয়ার মতো কোনো পয়োবর্জ্য / বর্জ্যপানির শোধনাগার নেই।

পদক্ষেপ ৩ - পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষেবা সরবরাহের সবচেয়ে শক্তিশালী ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করুন

নগরীতে বর্তমান পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষেবা সরবরাহের শক্তিশালী ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হলে, তা কোন অঞ্চলে মনোযোগ প্রয়োজন সেটি চিহ্নিত করতে এবং অগ্রগতি সম্ভব কিনা তা দেখানোর ক্ষেত্রে নগর নেতাদের সহায়তা করতে পারবে।

নগর বা পৌরসভায় পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহের বিভিন্ন দিক বিষয়ে দেওয়া নম্বরগুলো দেখুন, যা গ্রুপটি দ্বিতীয় ধাপে করেছে।

নম্বরের ভিত্তিতে, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহের দিকগুলোর সবচেয়ে শক্তিশালী (১-এর স্কোর) দিকগুলো শনাক্ত করুন। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো বিবেচনা করুন:

- সেগুলো কি ৫ বা ১০ বছর আগের চেয়ে শক্তিশালী?
- এই দিকগুলো তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে কী অবদান রেখেছে (উদাহরণ: অংশীদারি, জাতীয় বা স্থানীয় উদ্যোগসমূহ, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি)?
- উন্নতির এই প্রভাবকগুলো কি এখন বা ভবিষ্যতে আবার ব্যবহার করা যেতে পারে? এর পর, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহের দুর্বল দিকগুলো (০ স্কোর) চিহ্নিত করুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো বিবেচনা করুন:
- মূল বাধাগুলো কী, যা এই দিকগুলোর উন্নতি বাধাগ্রস্ত করে?
- এই দিকগুলোর অবস্থা কি সব সময়ই এতো খারাপ ছিল, না সেগুলো আরও আগে কখনো ভালো ছিল? অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণ কী?
- এই দুর্বল দিকগুলো সমাধান করার জন্য কি বর্তমানে কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ রয়েছে?

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহের বিভিন্ন দিকগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনা করুন। অন্যগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কী আছে, বা অন্যগুলোর উন্নতি করার আগে কী কিছুর উন্নতি আগে করা দরকার?

যদি সম্ভব হয়, তবে নগর বা পৌরসভায় পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহের শীর্ষ দিকগুলোর একটি ক্রম তৈরি করুন এবং বর্তমানে সফলভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে এমন শীর্ষ দিকগুলোর একটি ক্রম তৈরি করুন।

নগরীতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে যে দিক বা বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন, তার একটি তালিকা তৈরি করুন, যা অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পদক্ষেপ ৪ - নগর বা পৌরসভার যে এলাকাগুলো অগ্রাধিকার দিতে হবে সেগুলো চিহ্নিত করুন

এটা হতেই পারে যে, নগর ও পৌরসভা জুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহের স্তর সমান নয়। প্রায়শই, নগরের অন্যান্য জায়গাগুলোর তুলনায় এলআইসিগুলোতে নিম্ন স্তরের বা মানের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকে। এটি এলআইসিগুলোতে বসবাসকারী এবং পুরো নগর বা পৌরসভার জন্য (মডিউল ১এ তথ্য দেখুন) নেতিবাচক পরিণতির কারণ হয়ে ওঠে।

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবাগুলো উন্নত করার জন্য সবচেয়ে তাৎক্ষণিক মনোযোগ প্রয়োজন, এমন অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা উচিত। এটি করার একটি উপায় হলো মাল্টি-ক্রাইটেরিয়া অ্যানালাইসিস (এমসিএ)।

এমসিএ পরিচালনা করার জন্য, প্রথমে নগর বা পৌরসভার ওয়ার্ড বা অন্যান্য অঞ্চলগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় কোন মানদণ্ডে বিবেচনা করা উচিত, তা নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, এগুলো মানদণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- কোন ওয়ার্ডগুলোতে খোলা জায়গায় মলত্যাগের হার সবচেয়ে বেশি?
- কোন ওয়ার্ডগুলোতে মাথাপিছু সবচেয়ে কম শৌচাগার রয়েছে?
- কোন ওয়ার্ডগুলোতে আবাসন ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি?
- কোন ওয়ার্ডগুলোতে শৌচাগারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শৌচাগার পয়োবর্জ্য সরাসরি ড্রেনের মধ্যে নিকাশ করে?
- কোন ওয়ার্ডগুলোতে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে প্রবাহমান পয়োবর্জ্য সরাসরি খোলা ড্রেনে পড়ার ক্ষেত্রে অনুপাত সর্বোচ্চ?
- কোন ওয়ার্ডগুলোতে পয়োবর্জ্যের ধারক পেশাদার সেবার মাধ্যমে খালি করার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হার রয়েছে?
- কোন ওয়ার্ডগুলো বন্যাকবলিত অঞ্চলে?
- কোন ওয়ার্ডগুলোতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দারিদ্র্য রয়েছে?
- কোন ওয়ার্ডগুলো উচ্ছেদের সর্বোচ্চ হুমকির সম্মুখীন?

এর পর, প্রতিটি মানদণ্ডের জন্য, প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১ - ৩ পরিমাপকে নম্বর দিন, যেখানে ১ সবচেয়ে ভালো ও ৩ সবচেয়ে খারাপ। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ ঘনত্বের একটি ওয়ার্ড ৩ নম্বর এবং কম ঘনত্বের একটি ওয়ার্ড পাবে ১ নম্বর।

কিছু মানদণ্ডের ক্ষেত্রে, যদি সেগুলো অন্যগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে বিচার করার ক্ষেত্রে প্রতিটি মানদণ্ডে আরও কিছু নম্বর যোগ করা যাবে। উচ্চতর নম্বর দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নম্বরকে অন্য মান দিয়ে গুণ করতে হবে।

প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য নম্বর যোগ করুন। যেসব ওয়ার্ড সর্বোচ্চ মোট নম্বর পাবে, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নিচের টেবিলটি একটি সাধারণ উদাহরণ:

টেবিল ১.৩ যেসব ওয়ার্ডকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা চিহ্নিত করার জন্য পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নম্বর দেওয়ার উদাহরণ

ওয়ার্ডসমূহ	বাসস্থান ঘনত্ব (ওয়েট: ১)	দারিদ্র্য (ওয়েট: ২)	শৌচাগারসমূহ (ওয়েট: ১)	মোট নম্বর
ওয়ার্ড - ১	২	৬	২	১০
ওয়ার্ড - ২	৩	৪	২	৯
ওয়ার্ড - ৩	২	২	১	৫

ওয়ার্ডভিত্তিক পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার তথ্য-উপাত্ত যতটুকু পাওয়া যায়, এবং নগর বা পৌরসভার পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মূল তথ্যদাতাদের দেওয়া মতামতগুলো মানদণ্ডের নম্বর দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এলআইইউপিসি কর্মসূচির আওতায় যেসব এলাকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ পাওয়ার জন্য যোগ্য ওয়ার্ড শনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। তবে লক্ষ্য করুন যে, এলআইইউপিসি কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার পাওয়া অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

নগর বা পৌরসভার জনস্বাস্থ্য ভালো রাখা ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য অবশ্যই নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে - যদি কোনো ওয়ার্ডের নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকে তবে তা পুরো নগর বা পৌরসভার সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে। তবে প্রথমেই, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন ওয়ার্ডগুলোতে মনোনিবেশ করা হলে সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হতে পারে।

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ওয়ার্ডগুলোকে তালিকাভুক্ত করে একটি নথি তৈরি করুন, যাতে এসব ওয়ার্ডকে বাছাই করার সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা থাকবে।

২. পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি দূরদৃষ্টি ও লক্ষ্যসমূহ

নগরব্যাপী পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা কৌশলপত্রে নগর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য দূরদৃষ্টি ও লক্ষ্যসমূহ থাকতে হবে। পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কোন ধরণের অবস্থা নগর নেতৃত্ব অর্জন করতে চায়, তার প্রতিনিধিত্ব করে দূরদৃষ্টি ও লক্ষ্যগুলো, এবং পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্যোগগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়।

পদক্ষেপ ১ - একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতি তৈরি করুন

গ্রুপটির একটি দূরদৃষ্টি তৈরি করা উচিত, যা ভবিষ্যতে আগামী ১০-১৫ বছরে নগর বা পৌরসভার পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা এক লাইনে বর্ণনা করবে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতিটি ন্যূনতমভাবে, পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬ লক্ষ্য (বক্স ১.১), পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বাংলাদেশের জাতীয় কৌশলপত্র এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বাংলাদেশের জাতীয় নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

বক্স ১.১

পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬ লক্ষ্য।

লক্ষ্য ৬.২

২০৩০ সালের মধ্যে, সবার জন্য পর্যাপ্ত এবং ন্যায়সঙ্গত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি পাওয়ার অধিকার অর্জন করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের বিষয়টি পুরোপুরি বন্ধ করা, নারী ও কিশোরীদের এবং দুর্বল/প্রান্তিক পরিস্থিতিতে যারা রয়েছে, তাদের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া।

সূচক ৬.২.১

সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদে পরিচালিত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবাগুলো ব্যবহার করে এমন জনসংখ্যার অনুপাত।

লক্ষ্য ৬.৩

২০৩০ সালের মধ্যে, দূষণ হ্রাস, ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য উপকরণগুলোর নিষ্কাশন কমিয়ে আনা ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে ফেলা বন্ধ করা, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাতকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং বিশ্বব্যাপী পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ পুনঃব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পানির গুণগত মান উন্নত করা।

সূচক ৬.৩.১

নিরাপদে শোধন করা বর্জ্যপানির অনুপাত

লক্ষ্য ৬.খ

পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নতিতে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর অংশগ্রহণকে সমর্থন ও একে আরো জোরদার করা।

সূচক ৬.খ.১

পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নীতি ও পদ্ধতিসহ স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর অনুপাত।

1 https://www.who.int/globalchange/resources/wash-toolkit/national-strategy-for-water-supply-and-sanitation-bangladesh.pdf
2 http://nda.erd.gov.bd/files/1/Publications/Sectoral%20Policies%20and%20Plans/National-Policy-for-Safe-Water-Supply-&-Sanitation-1998.pdf

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতিতে ন্যায়সঙ্গত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবাগুলোর জন্য একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা কমপক্ষে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ও এলআইসিগুলোতে বসবাসকারী মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করে। এসডিজির লক্ষ্য ৬.বি অর্জনে এ ক্ষেত্রে আরও আগ্রহী হওয়া উচিত:

- পৌরসভা বা ওয়ার্ড পর্যায়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের প্রভাব রাখার মাত্রায় উন্নতি আনা, এবং
- পৌরসভা বা ওয়ার্ড পর্যায়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে বঞ্চিত বা বর্জনের শিকার এবং/বা নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠিগুলোর প্রভাব রাখার মাত্রায় উন্নতি আনা।

উদাহরণস্বরূপ, একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতি এমন হতে পারে: "২০৩০ সালের মধ্যে, নগরে বসবাসকারী প্রত্যেকের জন্য নিরাপদে পরিচালিত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবাগুলো নিশ্চিত করা, এ ক্ষেত্রে ওয়ার্ড পর্যায়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত বা বর্জনের শিকার গোষ্ঠিগুলোর শক্তিশালী অংশগ্রহণ থাকবে।"

পদক্ষেপ ২ - দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতি অর্জনের জন্য লক্ষ্যসমূহ তৈরি করুন

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতি অর্জনের জন্য এর পরে গ্রুপটির লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা উচিত। লক্ষ্যগুলোকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতির চেয়ে অত্যধিক সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির হতে হবে এবং সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের অর্থ হলো যে, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতি অর্জন করা গেছে।

লক্ষ্যের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি না সবচেয়ে কম হবে সেটা লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য জরুরি নয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন লক্ষ্যের সংখ্যা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতি অর্জন করার জন্য যথেষ্ট হয়। তা যেন এমন বিশাল সংখ্যকও না হয় যা অর্জন করা কঠিন। লক্ষ্যগুলোতে নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা উচিত:

- **সুনির্দিষ্ট** - প্রতিটি লক্ষ্যকে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহের একটি নির্দিষ্ট দিকের ওপর নিবদ্ধ থাকবে।
- **পরিমাপযোগ্য** - তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করা যায় কিনা, তা খুঁজে দেখা উচিত।
- **অর্জনযোগ্য** - নগর বা পৌরসভা পর্যায়ে অর্জনের জন্য লক্ষ্যগুলো বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত।
- **প্রাসঙ্গিক** - লক্ষ্যগুলোকে নগরে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে।
- **সময়সীমা** - প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট তারিখ বা বছরভিত্তিক সময়সীমা থাকতে হবে।

এই বিভাগে লক্ষ্যগুলো অবশ্যই, মডিউল ১ডি ও এর আগে শনাক্ত করা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবা সরবরাহের যে দুর্বলতা বা ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেগুলো চিহ্নিত করবে। লক্ষ্যগুলোর অবশ্যই পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবা সরবরাহের চেইনের সমস্যাগুলো সমাধান করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ:

২০২৫ সালের মধ্যে, নগরের প্রত্যেকে এমন একটি শৌচাগার ব্যবহার করবেন, যা তাদের বাড়ি থেকে ১০ মিটারের বেশি দূরে থাকবে না।

২০২৫ সালের মধ্যে, নগরের কোনো শৌচাগার সরাসরি ড্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে না।

২০২৮ সালের মধ্যে, এলআইসিগুলোতে থাকা সেপটিক ট্যাঙ্কগুলোর ৭৫% এমন প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, যা ট্যাঙ্কগুলো থেকে আসা প্রবাহমান পয়োবর্জ্য শোধন করবে বা প্রক্রিয়াজাত করবে।

২০৩০ সালের মধ্যে, প্রত্যেকের জন্য পয়োবর্জ্য ধারক পরিষ্কারের জন্য যান্ত্রিক পরিষেবাগুলো সহজলভ্য হবে এবং এর মধ্যে স্বল্প আয়ের গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যেও সেবার ব্যবস্থা থাকবে।

২০২৬ সালের মধ্যে, দরিদ্রতম ওয়ার্ডেও পরিবারগুলোর ২৫% একটি ডিওয়াটস (ডিইডব্লিউএটিএস)-এ তাদের বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করবে।

২০৩০ সালের মধ্যে, নগরে উৎপাদিত পয়োবর্জ্যের ৭৫% প্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম একটি পয়োশোধনাগার চালু হবে।

লক্ষ্যগুলো অবশ্যই পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিষেবা সরবরাহের প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিকগুলোও চিহ্নিত করবে। উদাহরণস্বরূপ:

২০২৩ সালের মধ্যে, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কর্মপরিকল্পনা থাকবে।

২০২৩ সালের মধ্যে, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কমিটি থাকবে, যাতে কমপক্ষে ৫০% নারী সদস্য এবং এলআইসিগুলোর প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পয়োবর্জ্য ধারকের উন্নতি করা পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ধনী বসতির ওয়ার্ডের তুলনায় দরিদ্র বসতির ওয়ার্ডে মনোযোগ বেশি দিতে হবে এবং সব সময়ই এ কাজটি করতে হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে নগরের প্রধান নদীতে ই.কোলাই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি নিরাপদ পর্যায়ে কমিয়ে আনতে হবে

নগর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলো তালিকাভুক্ত করুন।

লক্ষ্যগুলোর একটি খসড়া তালিকা নিয়ে সরকারি সংস্থা, সিডিসি ফেডারেশন, সুশীল সমাজ গোষ্ঠিসমূহ এবং নগর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে কর্মরত এনজিওগুলোসহ বিভিন্ন সুবিধাভোগী বা স্টেকহোল্ডার গ্রুপগুলোর পর্যালোচনা এবং সত্যায়ন থাকতে হবে।

৩. লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্দিষ্ট পন্থা

তৃতীয় উপাদানটি হলো, পূর্ববর্তী বিভাগে লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য কৌশলগত পদ্ধতির যে সেট নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পন্থাগুলোয় প্রতিটি লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলো এবং সেগুলো কীভাবে নজরদারি করা হবে, তা বর্ণনা করা উচিত।

গ্রুপটি এক এক করে প্রতিটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে এবং প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রধান কৌশলগত পন্থা নির্দিষ্ট করবে। উদাহরণ স্বরূপ:

লক্ষ্য	কৌশলগত পদক্ষেপ
২০২৫ সালের মধ্যে, নগরের কোনো শৌচাগার সরাসরি ড্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে না	ধারকে নিরাপদে সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
	স্থানীয় উপ-আইন পাস করা, যা শৌচাগারগুলো থেকে পয়োবর্জ্য খোলা ড্রেনে নিকাশ করা নিষিদ্ধ করে এবং / অথবা নিরাপদ ধারক নির্মাণকে উৎসাহিত করে।
	উপযুক্ত ধারক প্রযুক্তি নির্মাণের জন্য সরকারি তহবিল বরাদ্দ করা।
২০২৮ সালের মধ্যে, এলআইসিগুলোতে থাকা সেপটিক ট্যাঙ্কগুলোর ৭৫% এমন প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, যা ট্যাঙ্কগুলো থেকে আসা প্রবাহমান পয়োবর্জ্য পরিশোধন বা পুনর্ব্যবহার করবে	এলআইসিগুলোতে নিরাপদ স্তরে সেপটিক ট্যাঙ্কের তরল পয়োবর্জ্য পরিশোধন করার জন্য প্রমাণিত প্রযুক্তির প্রকৌশল নকশা অনুমোদন করা।
	ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশলগুলোকে সমর্থন দিতে, কোথায় প্রবাহমান পয়োবর্জ্য ফেলা হচ্ছে তা চিহ্নিত করা।
২০২৩ সালের মধ্যে, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কর্মপরিকল্পনা থাকবে	নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সিডিসি দলগুলোর মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো।
	পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অবস্থা ও প্রযোজনীয়তাগুলো নির্ধারণের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে সভা আহ্বান করা।
২০২৩ সালের মধ্যে, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কমিটি থাকবে, যাতে কমপক্ষে ৫০% নারী সদস্য এবং এলআইসিগুলোর প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে	পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কমিটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের সমর্থন করা।
	কমিটিতে দায়িত্ব পালন করার জন্য নারী এবং এলআইসিগুলো থেকে লোক নিয়োগের জন্য সিডিসি এবং অন্যান্য গোষ্ঠিভিত্তিক সংস্থাগুলোর কাছে যাওয়া।

প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কাজগুলো করা প্রয়োজন, তার তালিকা নথিবদ্ধ করুন এবং সেই তালিকা নগর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করুন।

৪. লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিরীক্ষণ

প্রতিটি কৌশলগত পন্থায় লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি চিহ্নিত করার জন্য একটি অনুগামী পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার নকশায় বিবেচনা করা উচিত:

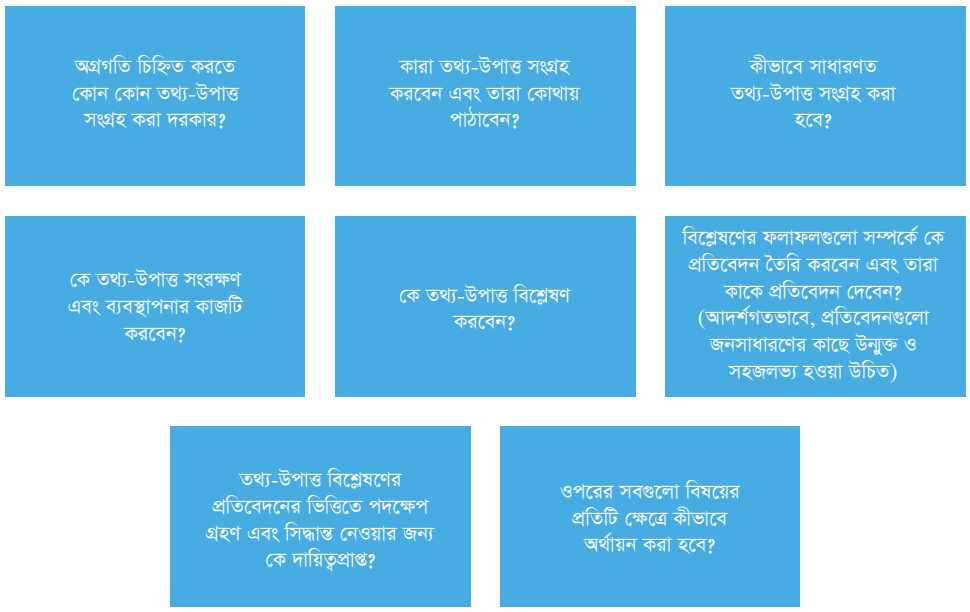

যদি কোনো পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ/তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আগে থেকেই বিদ্যমান থাকে, তবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

নগর বা পৌরসভায় বৈষম্য হ্রাস করতে এলআইসিগুলোতে পর্যাপ্ত অগ্রগতি হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন স্তরের সম্পদের তথ্য-উপাত্তকে আলাদা করে ভাগ করা উচিত। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এর অর্থ এই হতে পারে যে, বিভিন্ন পরিবারের সম্পদের মাত্রা নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ কৌশল নগর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কৌশলে নথিভুক্ত করা উচিত।

৫. লক্ষ্য ও পদক্ষেপগুলো সূত্রবদ্ধ করার সময় যেসব প্রশ্নগুলো বিবেচনা করতে হবে

নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশলগুলো বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। কৌশল বাস্তবায়ন বন্ধ করে দিতে পারে এমন জটিলতা এড়াতে, নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশল গঠন করার সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা উচিত:

১. জাতীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কী কৌশলটিকে সমর্থন করবে এবং তাদের কী নিজস্ব কোনো উদ্যোগ আছে, যা নগরগুলো অনুসরণ করবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করে?

২. কৌশলগত পদ্ধতি কি প্রথমে স্বল্প পরিসরে শুরু করা দরকার, অথবা এগুলো কী এখনই পুরো নগর বা পৌরসভাজুড়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

৩. নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশলটি কি কোনো একক সরকারি সংস্থা দিয়ে পরিচালিত হওয়া উচিত, নাকি বহুপাক্ষিক অংশীদারত্ব দ্বারা পরিচালিত হবে? এই প্রতিটি পদ্ধতির সুবিধা এবং ত্রুটিগুলো কী কী?

৪. নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশলটির প্রতিটি উপাদানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারে কি পর্যাপ্ত দক্ষতা, সক্ষমতা ও অনুপ্রেরণা রয়েছে?

৫. নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের সদস্যরা কতটুকু মাত্রায় জড়িত থাকবেন? তাদের এই জড়িত থাকার বিষয়টিতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশল কতটা উপকৃত হবে?

৬. নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন সরবরাহ কি পাওয়া যাবে? বা কীভাবে অর্থায়ন পাওয়া যাবে, তার একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা কি রয়েছে?

৭. নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশলে জড়িত প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে তাদের ভূমিকা পুরোপুরি সম্পন্ন করার জন্য কি যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে?

৮. নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশলটির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবৃতিটি কি যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী কিন্তু বাস্তবসম্মত?

নগরজুড়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশল তৈরির প্রক্রিয়ার পুরো সময়টাজুড়েই এই প্রশ্নগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হবে, পরিকল্পনাগুলোকে সফলভাবে বাস্তবায়নের উচ্চ সম্ভাবনা তৈরিতে সহায়তা করার জন্যই এটি করতে হবে।

1 Adapted from ISF-UTS & SNV (2016) 'Are we doing the right thing? Critical questioning for city sanitation planning'. Prepared by Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney and SNV Netherlands Development Organisation

১ঘ

মডিউল ১ঘ

এলআইসিগুলোর কৌশল উন্নয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

মডিউল ১ঘ
এলআইসিগুলোর কৌশল উন্নয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

দর্শক বা শ্রোতা

- ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ
- সিডিসি দলের কমিটিগুলো
- ওয়াসা
- এলআইইউপিসি
- অন্যান্য সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থার নেতারা

উদ্দেশ্য

- পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে ওয়ার্ডগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা।
- একটি ওয়ার্ডভিত্তিক পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণের জন্য কে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা দায়বদ্ধ, তা চিহ্নিত করা।

সারাংশ

এমন কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতে হবে, যাতে এলআইসিগুলোর কৌশলে ওয়ার্ড পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য অংশগ্রহণকারীরা সমন্বিতভাবে কিছু ধারণা তৈরি করেন। এই কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং সুযোগগুলো চিহ্নিত করার জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ, অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন এমন এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য সঠিক কর্মকাণ্ড শনাক্ত, এবং ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত যৌথ চুক্তি অন্তর্ভুক্ত আছে।

ধাপ ১ ধাপ ২ ধাপ ৩ ধাপ ৪ ধাপ ৫

ওয়ার্ড পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সমর্থন করার জন্য একটি ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশল ব্যবহার করা হয়। তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অবকাঠামো তৈরিতে মনোনিবেশ করে, যা সম্প্রদায় (কমিউনিটি) পর্যায়ের ওপরের স্তর। তবে ওয়ার্ড পর্যায়ের কৌশন শহর পর্যায়ের কৌশলগুলোর চেয়ে আরও সুনির্দিষ্ট এবং সহজে পরিচালনাযোগ্য। এই অংশটি ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়। প্রতিটি নগর বা পৌরসভায় একটি করে ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কৌশল থাকতে হবে, যাতে প্রতিটি নির্বাচিত ওয়ার্ডের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনার উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশল তৈরি করতে পাঁচটি পদক্ষেপ প্রয়োজন:

১. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডগুলো নির্বাচন করা।

২. পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাগুলো চিহ্নিত করতে ডেস্কভিত্তিক শনাক্তকরণ।

৩. বিদ্যমান সিএপিগুলোর মাধ্যমে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাগুলো মাঠ পর্যায়ে শনাক্ত করা।

৪. ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কর্মপরিকল্পনাগুলো উন্নত করা।

৫. ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কর্মপরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ।

ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশলটির নকশা ও বাস্তবায়নের তদারকি করার জন্য দুটি কমিটি গঠন করা অবশ্য পালনীয়:

- একটি প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশল সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে কৌশলটিতে পরিবর্তন আনার জন্য এবং কীভাবে উদ্ভূত বাধাগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়বদ্ধ থাকবে।
- কাজ বাস্তবায়ন, অগ্রগতি নিরীক্ষণ, কাজে আসা বাধা সমাধানের পথ বাতলানো, সিএপিগুলোর তদারককারী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা (মডিউল ৫খ দেখুন), এবং প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটিকে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে।

প্রতিটি কমিটিতে কে যোগ দেবেন, কতবার তারা সাক্ষাৎ করবেন এবং তাদের সঠিক দায়িত্বগুলো কী হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য নগর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় নেতৃত্ব দেবে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা।

প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- সিটি কর্পোরেশন: যেমন - মেয়র, সিইও, সিপিও বা সিসিও।
- নগর ওয়াসা: ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রধান ব্যক্তি।
- উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ: চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় বা প্রধান ব্যক্তি।
- সরকারি সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপারসন।
- যেসব ওয়ার্ডে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, সেখানকার ওয়ার্ড কাউন্সিলররা।
- প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য অন্যান্য সুবিধাভোগী বা স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে থাকতে পারে:
    - সরকারি মন্ত্রণালয়সমূহ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি)
    - বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
    - আইইবি (ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স অব বাংলাদেশ)
    - সিডিসি ফেডারেশন
    - এলআইইউপিসি প্রকল্পের প্রতিনিধি
    - এনজিও বা অন্যান্য সুশীল সমাজ সংস্থাগুলো থেকে আসা প্রতিনিধি

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে যেসব প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

- সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা: সিপিও ও সিসিও
- নগর ওয়াসা: পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তি
- নির্বাচিত ওয়ার্ডগুলোর সিডিসি দল
- এলআইইউপিসি প্রকল্পের প্রতিনিধি
- এনজিও বা অন্যান্য সুশীল সমাজ সংস্থাগুলো থেকে আসা প্রতিনিধি

পদক্ষেপ ১- অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড নির্বাচন

একসঙ্গে সবগুলো ওয়ার্ডকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা করার বদলে, প্রাথমিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট ওয়ার্ডকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুরু করা ভালো, কারণ প্রথম দিককার ওয়ার্ডগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির কাজটি সফল হলে, তার প্রতিরূপ অন্যান্য ওয়ার্ডগুলোতে আরও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

কোন ওয়ার্ডগুলোকে শুরুতে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা শনাক্ত করার জন্য নির্দেশাবলী দেয় মডিউল ১গ - ধাপ ৪। একটি ওয়ার্ড বা একবারে একাধিক ওয়ার্ডকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ওয়ার্ডগুলো নির্বাচন করতে হবে। ওয়ার্ডগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় যেসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে হবে সেগুলোর সম্ভাব্য উৎসগুলো সারণী ১.১-এ দেখানো হয়েছে।

প্রত্যেক ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে আসা রাজনৈতিক স্বার্থ ও চাপের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড নির্বাচন করা জটিল হতে পারে। নির্বাচনের মানদণ্ড নৈর্ব্যক্তিক ও স্বচ্ছ হতে হবে এবং মেয়র বা সিটি কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

পদক্ষেপ ২- পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাগুলোর ডেস্কভিত্তিক শনাক্তকরণ

কোথায় উন্নতি করা প্রয়োজন, তা বোঝার জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডগুলোতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নগর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কৌশল উন্নয়নের সময় কিছু তথ্য এরই মধ্যে সংগ্রহ করা হয়ে থাকতে পারে। তবে ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন পড়তে পারে।

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিদ্যমান তথ্যাবলী বিশদ আকারে পাওয়া যেতে পারে এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বা আগের সরকারি কর্মসূচিগুলো থেকে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ববর্তী পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই পত্র, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বা সম্প্রদায় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সরকারি আদমশুমারি বা গবেষণা থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

যেসব তথ্য কার্যকর হতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- জিআইএস মানচিত্রগুলো শৌচাগার, অন্যান্য পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো, রাস্তা ও ড্রেনগুলোর অবস্থান দেখাবে;
- জিআইএস মানচিত্রগুলো জলাবদ্ধ বা বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলো দেখায়;
- মডিউল ১গ-এর টেবিল ১.১-এ বর্ণিত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের ওয়ার্ড পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত;
- ওয়ার্ড পর্যায়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অভ্যাসাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

ওয়ার্কিং কমিটির উচিত হবে, আপনার শহরের এনজিওগুলো, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বা সরকারের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করা যে, তাদের কাছে ওয়ার্ড সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কিনা। নগর পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা কৌশলের জন্য সংগৃহীত তথ্যেও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিশদ তথ্য থাকতে পারে।

এর পর কার্যনির্বাহী কমিটি অবশ্যই বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত ওয়ার্ডগুলোর একটি খসড়া রূপরেখা তৈরি করবে এবং তৃতীয় ধাপে সংগৃহীত তথ্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যের একটি চেকলিস্ট তৈরি করা উচিত।

পদক্ষেপ ৩ - পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাগুলো মাঠ পর্যায়ে শনাক্তকরণ

ধাপ - ২ থেকে ওয়ার্ডে সংগ্রহ করতে না পারা বা মুলতবি থাকা উপাত্ত এবং তথ্যের ভিত্তিতে, দুটি পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে:

১. প্রতিটি সিডিসি এলাকায় সম্প্রদায় কর্মপরিকল্পনা (সিএপি) গড়ে তোলা, যা মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করবে, কিন্তু কেবল ওয়ার্ডের কিছু অংশে আঞ্চলিকভাবে তা করবে।

২. পুরো ওয়ার্ডের একটি সম্পূর্ণ পয়োনিষ্কাশন মানচিত্র তৈরি করা, যা সিডিসি এলাকার সীমা ছাড়িয়ে সামগ্রিক পয়োনিষ্কাশন পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরবে।

সিএপি প্রক্রিয়া অনুসারে, ওয়ার্ডের মধ্যে পৃথক সম্প্রদায়গুলো তাদের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তাগুলো শনাক্ত করবে এবং পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিকল্পগুলো নির্বাচন করবে, যা তাদের সিএপি-তে (মডিউল ৫ক) তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরপর সিএপিগুলো ওয়ার্ড পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে (মডিউল ৪ক)।

- এই সিএপিগুলোতে ওয়ার্ডগুলোর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে বর্তমানে থাকা শৌচাগারের অবস্থাসমূহ, পানির সরবরাহ ও বিদ্যুতের সহজলভ্যতা, বন্যা ও জমির প্রাপ্যতা সম্পর্কে তথ্য (মডিউল ৫ক-তে টেবিল ৫.১ দেখুন)। এতে আরও থাকা উচিত প্রতিটি জনগোষ্ঠির পছন্দসই পয়োধারকের ধরণ, শৌচাগারগুলোর সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী।
- এরই মধ্যে তৈরিকৃত কোনো পয়োনিষ্কাশন সিএপি থাকলে, ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশলে ব্যবহার করার জন্য সেগুলো সংগ্রহ করা উচিত।

পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত মানচিত্র তৈরির জন্য, জিআইএসভিত্তিক সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য একজন ঠিকাদার নিয়োগ করা যেতে পারে।

- রাস্তা, ড্রেন, পরিবার ও বাসিন্দাগণ, পয়োধারকের ধরণ ও পয়োনিষ্কাশন সুবিধা সম্পর্কিত সঠিক তথ্য পেতে এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করার জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন উপাত্তসমূহ হালনাগাদ করা গুরুত্বপূর্ণ। সিএপিগুলোর সময় সংগৃহীত তথ্যাবলী এই মানচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে যোগ করা উচিত।
- চূড়ান্তভাবে, একটি সম্পূর্ণ ওয়ার্ড রূপরেখা তৈরি করতে হবে, তবে কাউন্সিলররা যাতে সহজে পড়তে পারে, সেজন্য এটি যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত আকারে রাখতে হবে। এতে সংক্ষিপ্ত সারণী, মানচিত্র বিশ্লেষণ এবং সুসম্পাদিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, এটি যেন পরিস্থিতির একটি স্পষ্ট চিত্র সরবরাহ করে।

Step 4 – Development of Ward Sanitation Action Plans

A working committee should lead the following activities to develop a Ward Sanitation Action Plan for each of the prioritised wards.

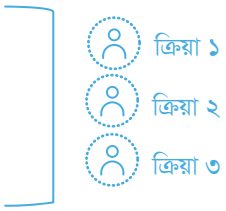

কার্যক্রম ১ : সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ

ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ওয়ার্ডে স্যানিটেশনের ওপর বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা উচিত। ধাপ ২ ও ধাপ ৩ চলাকালে সংগ্রহ করা বিদ্যমান তথ্য-উপাত্তগুলো পর্যালোচনা করা এবং পুরো ওয়ার্ডের সাপেক্ষে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা দরকার :

পয়োঃনিষ্কাশন অবকাঠামো

- ওয়ার্ডে বিদ্যমান প্রতি ধরনের শৌচাগার এবং পয়োবর্জ্য ধারক কোনটা কী পরিমাণে আছে?
- শৌচাগার বা পয়োবর্জ্য ধারকগুলো কোথায় নর্দমা/নদী/পকুরের সঙ্গে যুক্ত?
- কোনো এলাকা কি বর্তমানে পয়োনিষ্কাশন সেবার সংস্কারের আওতায় আছে, অথবা পরিকল্পনাধীন আছে?
- ওয়ার্ডে কোন বিকেন্দ্রীভূত পানি শোধনাগার ব্যবস্থা আছে বা স্থাপনের পরিকল্পনা আছে?
- সেখানে কোন ধরনের অব্যবহৃত শৌচাগার ব্লক বা স্যানিটেশন অবকাঠামো আছে যার সংস্কার বা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব?
- কমিউনিটি কোন ধরনের শৌচাগার বা পয়োবর্জ্য ধারক পছন্দ করে? (সিএপি অনুসারে, যদি থাকে)
- ওয়ার্ডে কোন বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার বা অন্য জনসমাগম এলাকা রয়েছে যেখানে স্যানিটেশন সুবিধার উন্নয়ন/সংস্কার দরকার?

ভূমি

- স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য (শৌচাগার ব্লক, পয়োবর্জ্য ধারক ইউনিট বা বিকেন্দ্রীভূত পানি শোধনাগার ব্যবস্থাসহ) কোন ধরনের জমি সহজলভ্য?
- এই সহজলভ্য জমির (যেমন- বেসরকারি মালিকানা, সরকারি মালিকানা, দখলকৃত বসতি) ভোগদখল মেয়াদের পরিস্থিতি কি?
- ওয়ার্ডের কোন অংশ বন্যা প্রবণ?
- ওয়ার্ডের কোন অংশ রোগ সংক্রমণের ঝুঁকিতে আছে?
- ওয়ার্ডের কোন অংশের জনগোষ্ঠি নতুন শৌচাগার এবং পয়োবর্জ্য ধারক নির্মাণ পছন্দ করবে (সিএপি অনুসারে, যদি থাকে)?

সেবা

- ওয়ার্ডের কোন অংশে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে?
- ওয়ার্ড বা শহরে পেশাদার বর্জ্য অপসারণ সেবা কি সহজলভ্য? বাসিন্দাদের জন্য কি সেটা সাশ্রয়ী?
- ওয়ার্ড বা শহরে বিদ্যমান পেশাদার বর্জ্য অপসারণ সেবা সেখানকার সব বাড়িতে যেতে পারে (রাস্তার প্রশস্ততা ও ভ্যাকুট্যাগ বা ময়লার গাড়ির আকার যাচাই করুন)? (যেখানে ময়লার গাড়ির যাওয়া সম্ভব না তার কারণ ব্যাখ্যা করুন)।

এসব প্রশ্নের উত্তর ওয়ার্ডের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে সহায়ক হবে (কার্যক্রম ২)।

পর্যাপ্ত উপাত্ত পাওয়া গেলে, ওয়ার্ডের জন্য একটি শিট ফ্লো ডায়াগ্রাম (এসএফডি) প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করুন। একটি এসএফডি হলো ওয়ার্ডের মধ্যদিয়ে বর্জ্য কীভাবে যাবে এবং কোথায় এর শেষ, তার একটি দৃশ্যরূপ তৈরির উপায়। অংশীদার এবং স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য অথবা স্যানিটেশনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত-গ্রহণে সহায়তার জন্য এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। এসএফডি প্রস্তুত করার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা এখানে পাওয়া যাবে:
https://sfd.susana.org/knowledge/how-to-make-a-sfd/how-to-get-started

কার্যক্রম ২ - ওয়ার্ডে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম প্রস্তুতকরণ

ধাপ - ১ থেকে পরবর্তীতে স্যানিটেশনের বিষয়ে সংগ্রহ করা তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় নেওয়া এবং তা বিশ্লেষণ করা। কার্যকরী কমিটি স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয়তা ও সেবায় ঘাটতিগুলো উল্লেখ করে কার্যক্রম প্রণয়ন করবে।

নারী ও প্রতিবন্ধীদের চাহিদা পূরণ করে এবং সবচেয়ে কম স্যানিটেশন সুবিধাপ্রাপ্ত কমিউনিটিগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে সম্পূর্ণ স্যানিটেশন সেবা শৃঙ্খল (মডিউল ২এ দ্রষ্টব্য)-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

ওয়ার্ড পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত এবং শুধু কমিউনিটি-নির্দিষ্ট চাহিদা (যেমন- সিএপি প্রক্রিয়ায় এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া নির্দিষ্ট শৌচাগারের নকশা ও নির্মাণ)-কে ফোকাস করা উচিত না। ছক ১.৪ এর উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

কার্যকরী কমিটি এটাও বিবেচনায় নেবে যে প্রস্তাবিত অবকাঠামো ও সেবা পরিচালনা ও তদারকি (ওঅ্যান্ডএম) এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কে থাকবে।

কার্যক্রমের তালিকার একটি খসড়া এবং অবকাঠামো ও সেবার ওঅ্যান্ডএম এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কে থাকবে তা এই কার্যক্রমের শেষে নথিভুক্ত হয়ে যাওয়া উচিত।

টেবিল ১.২ একটি ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমের উদাহরণ

ওয়ার্ড-পর্যায়ে স্যানিটেশন অবকাঠামো	পয়োবর্জ্য-নালা বা স্যুয়ার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করার জন্য সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিত করা: স্যুয়ার নেটওয়ার্ক থাকলে বা নির্মাণের প্রস্তাব করা হলে, ব্যয়-সাশ্রয় পদ্ধতি নিরূপণের জন্য সরল স্যুয়ার (মডিউল ২এ-র 'কনভিনিয়েন্স- সিমপ্লিফায়েড স্যুয়ারস' বিভাগ দ্রষ্টব্য) নির্মাণের মাধ্যমে ওয়ার্ডের অংশবিশেষ সংযুক্ত করার বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা চালানো যেতে পারে কি?
	স্বল্প খরচে বিকেন্দ্রীভূত স্যানিটেশন সমাধান অবকাঠামো নির্মাণে সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিত করা: ব্যয়-সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বহু বসতবাড়ি থেকে আগত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশে বিকেন্দ্রীভূত ময়লাপানি শোধনাগার ব্যবস্থা (মডিউল ২এ-র 'কালেকশন অ্যান্ড স্টোরেজ/প্রি-ট্রিটমেন্ট' বিভাগ দ্রষ্টব্য) নির্মাণ করা যেতে পারে কি?
	বসতবাড়ি এবং অন্যান্য স্থাপনায় পর্যাপ্ত শৌচাগার ও ধারক থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা: শৌচাগার ভালোভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, এবং ধারক যাতে নিশ্ছিদ্র থাকে ও চুইয়ে না পড়ে বা বেআইনিভাবে নর্দমা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত না থাকে তা নিশ্চিত করা।
	অচল, ব্যবহারহীন অবস্থায় থাকা এলাকাভিত্তিক শৌচাগার ব্লকগুলো আবার সচল বা ব্যবহার উপযোগী করা: এলাকাভিত্তিক পুরানো শৌচাগার ব্লক যদি ব্যবহারহীন অবস্থায় পড়ে থাকে, সেগুলোকে কি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে?
পাবলিক ভবন	বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার ও অন্যান্য সরকারি ভবন ও জনসমাগম স্থানে নিরাপদ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন স্যানিটেশন নিশ্চিত করা: সিএপি প্রক্রিয়ায় (মডিউল ৫ দ্রষ্টব্য) ওয়ার্ডের বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো পাবলিক ভবন অন্তর্ভুক্ত নাও থাকতে পারে। এসব স্থানের স্যানিটেশন সেবা উন্নয়নে কোন কার্যক্রম কি দরকার আছে?
কমিউনিটি থেকে বর্জ্য অপসারণ	কাঁচা মল বা পায়খানার জন্য ট্রান্সফার স্টেশন বা মল বর্জ্য স্থানান্তরের জায়গা বাস্তবায়ন চিহ্নিত করা: অনেক অনেক নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিতে, শুধু ছোটো ভ্যাকুটাগ সরু রাস্তায় চলাচলের উপযোগী এবং একটি পয়োবর্জ্য ধারককে পুরোপুরি খালি করার জন্য একাধিক ট্রিপ দরকার। সেক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ বা স্থায়ী ট্রান্সফার স্টেশন বা মল বর্জ্য স্থানান্তরের জায়গা কি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে একটি মধ্যবর্তী স্থানে মল বর্জ্য রাখার জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি বড় গাড়ি সেগুলোকে শহরের একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে না নিয়ে যায় (মডিউল ২সি দ্রষ্টব্য)?
	পেশাদার খালিকরণ সেবা চালু করা: ওয়ার্ডের বর্জ্য ধারক পিট ও ট্যাংক খালি করার জন্য পেশাদার সেবা হয়তো এরই মধ্যে কাজ করছে বা শহর-পর্যায়ের কৌশল পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত আছে। যদি তা না হয়, ওয়ার্ডে পয়োবর্জ্য ধারক ইউনিটগুলো খালি করার জন্য এবং একটি স্থানীয় ডিওয়াটস (ডিইডব্লিউএটিএস)-এ কাঁচা মল পরিশোধনে একটি অন্তর্বর্তী সমাধান কি দরকার?
চাহিদা সৃষ্টি ও আচরণে পরিবর্তন	আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ: নতুন স্যানিটেশন প্রযুক্তি (যেমন- বায়োফিল শৌচাগার, প্লাস্টিক সেপটিক ট্যাংক, ধারক-ভিত্তিক স্যানিটেশন) কি পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং স্যানিটেশনের জন্য আগ্রহ ও চাহিদা কি প্রদর্শিত হতে পারে?
	স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আচরণ বদলানো: হাত ধোয়া ও নারীর মাসিকের পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনগণের সচেতনতা ও অনুশীলন উন্নত করতে একটি আচরণ পরিবর্তন প্রচারাভিযান কি ওয়ার্ডে দরকার (মডিউল ৩ দ্রষ্টব্য)?
অর্থায়ন	নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোর জন্য অর্থায়ন কৌশল: দরিদ্রতম কমিউনিটি ও বসতবাড়িগুলো হয়তো স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করতে পারবে না, অথবা পেশাদার খালিকরণ সেবার জন্য খরচ দিতে অসমর্থ হবে। দরিদ্রতম জনগোষ্ঠি যাতে নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা নিতে পারে তা বাস্তবায়ন করতে অর্থায়ন কৌশল (যেমন- স্যানিটেশন কর বা সরকারি বাজেট থেকে বরাদ্দ) দরকার আছে কি?

কার্যক্রম ৩ - ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনা আদানপ্রদান ও চূড়ান্ত করা

কার্যক্রমের তালিকা জানানো এবং এই তালিকার বিষয়ে তাদের মতামত সংগ্রহ করা ও বাস্তবায়নে তাদের সম্মতি নেওয়ার জন্য ওয়ার্ডের কমিউনিটি অংশীজনদের/পার্টনারদের সঙ্গে একটি সভা করা উচিত। কর্মশালায় যেসব কমিউনিটি অংশীজনদের আমন্ত্রণ বা উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে তাদের মধ্যে আছেন:

- কার্যকরী কমিটির বাইরে থাকা অন্যান্য সিডিসি সদস্য।
- কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।
- ওয়ার্ডে অবস্থিত বিদ্যালয়, মসজিদ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো।
- অন্যান্য আগ্রহী নাগরিকেরা।

সভায়, কার্যকরী কমিটি ওয়ার্ডের স্যানিটেশন চাহিদা (ধাপ ২ ও ৩ এ চিহ্নিত করা হয়েছে) এবং এর উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমের তালিকা (ধাপ ৪) তুলে ধরবে। প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের যে কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত কমিটির এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত নেওয়া উচিত।

প্রস্তাবিত অবকাঠামো ও সেবার তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য কারা দায়িত্বে থাকবেন সে বিষয়েও কার্যকরী কমিটি প্রস্তাব দেবে । কারো ওপর কোন দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করা হলে তাকে সেটার বিষয়ে অবশ্যই সম্মতি জানাতে এবং কর্ম পরিকল্পনায় সই করতে হবে। প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের যে কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত কমিটির এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত নেওয়া উচিত।

কমিউনিটির অংশীজনদের/পার্টনারদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একটি ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করতে হবে । প্রতিটি কর্ম পরিকল্পনায় অবশ্যই রাখা উচিত:

কর্ম পরিকল্পনা তৈরির জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে তার একটি বিশদ বিবরণ;

- একটি ওয়ার্ড-পর্যায়ের এসএফডি বা শিট ফ্লো ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে স্যানিটেশন চাহিদা ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি চিহ্নিত করা;
- ওয়ার্ডে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমের তালিকা;
- প্রস্তাবিত অবকাঠামো ও সেবার জন্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সম্মতি; এবং
- বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা।
- প্রস্তাবিত ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনাটি সিটি কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপন ও তাদের মাধ্যমে অনুমোদন করানো উচিত।

ধাপ ৫ - ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও তদারকি

অংশীজনদের/পার্টনারদের সমন্বয়, পদক্ষেপের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ও অগ্রগতির তদারকির দায়িত্ব কার্যকরী কমিটি পালন করবে- এমনটাই পরামর্শ দেওয়া হয়। কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে সে বিষয়ে কার্যকরী কমিটিরই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কঠিন মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো (আইআরএফ ফর এফএসএম)- তে বলা আছে যে সিটি করপোরেশন/ পৌরসভা ও ওয়াসার সবসময় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে:

সিটি করপোরেশন/ পৌরসভার দায়িত্ব হচ্ছে সব ভবন ও জমির "বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ"-এর জন্য কঠিন মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা (সিটি করপোরেশন আইন ২০০৯) এবং প্রতিটি ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে মালিকরা যাতে যথাযথ স্যানিটেশন সুবিধা বজায় রাখেন তা নিশ্চিত তরা। এর মানে হলো সিটি করপোরেশন/ পৌরসভার দায়িত্ব পাবলিক স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা এবং খালিকরণ সেবার ব্যবস্থা করা (প্রয়োজনে আউটসোর্সিং বা বাইরের সহযোগিতায়) ও পরিশোধন বা ধ্বংস করার স্থানে বর্জ্য পরিবহন।

শহরের ওয়াসার দায়িত্ব হচ্ছে "স্যানিটারি বর্জ্য সংগ্রহ, পাম্প করা, পরিশোধন ও ধ্বংস করার জন্য নর্দমা ব্যবস্থাপনা নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা", যেখানে প্রচলিত নর্দমা নেটওয়ার্ক ও ডিইডব্লিউওএটিএস-এর মতো বিকেন্দ্রীভূত বা সরল নর্দমাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকছে। অর্থাৎ, নর্দমা নেটওয়ার্ক ছাড়াও, নির্গত বর্জ্য পানি ও কঠিন মানব বর্জ্য পরিশোধন ও ধ্বংস করার অবকাঠামোর দায়িত্বও ওয়াসা-র কাছে থাকছে।

কর্মকৌশল পরিকল্পনার প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য অন্যান্য ভূমিকা ও দায়িত্ব কাদের ওপর বর্তাবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সেগুলো নথিভুক্ত করা উচিত কমিটির।

সমন্বয়-এর ক্ষেত্রে, কার্যকরী কমিটির নিচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত:

- বিভিন্ন অগ্রগতি ও বাধা নিয়ে আলোচনা করতে কতোটা নিয়মিতভাবে কার্যকরী কমিটির বৈঠক করা উচিত?
- কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কোন অংশীজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার?
- স্যানিটেশন সেবা শৃঙ্খল বা চেইনের প্রতিটি অংশ (মডিউল ২ দ্রষ্টব্য) কি আলোচিত হয়েছে?
- কর্মপরিকল্পনার ধাপগুলো কি একটি নির্দিষ্ট ক্রমে বাস্তবায়ন করা দরকার (যথা- কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে অন্যগুলো করার আগে)?
- ওয়ার্ডে তাদের বিদ্যমান স্যানিটেশন প্রকল্পগুলো কি চলমান বা পরিকল্পনাধীন? যদি তেমনটি হয় সেক্ষেত্রে কীভাবে সেগুলোকে কৌশলপত্রে সন্নিবেশিত করা হবে?
- কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কার্যকরী কমিটির নেতৃত্ব দেবেন (যেমন- নিয়মিত কার্যকরী কমিটির বৈঠক নিশ্চিত করা, সদস্যদের বৈঠকে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কমিটির বৈঠকের পরিকল্পনা করা ইত্যাদি)?
- কর্ম পরিকল্পনার প্রতিটি অংশের অর্থায়ন কীভাবে হবে?
- কীভাবে কর্ম পরিকল্পনার সার্বিক অগ্রগতি এবং মোকাবিলা করা বাধাগুলো নথিভুক্ত করা হবে এবং শীর্ষ সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী কমিটিকে জানানো হবে?

২

মডিউল ২

বিভিন্ন স্যানিটেশন প্রযুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ

মডিউল ২
বিভিন্ন স্যানিটেশন প্রযুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এই মডিউলের সার্বিক লক্ষ্য হলো নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোতে নিরাপদভাবে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরি জ্ঞান গড়ে তোলা। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তারা স্যানিটেশনের দেখভালে নিযুক্ত তাদের জন্য এটা করা হয়েছে যাতে উপযুক্ত স্যানিটেশন পদ্ধতি বেছে নেওয়ার বিষয়ে তারা কমিউনিটিকে সহায়তা করতে পারেন। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীগুলোতে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা অর্জনে, কমিউনিটি ও বসতবাড়ি পযায়ে একটি বিস্তৃত পরিসরে স্যানিটেশন পদ্ধতি বিবেচনায় নেওয়া দরকার। পাশাপাশি, শহর-পর্যায়ে মানব পয়োবর্জ্য নিরাপদে খালিকরণ, পরিবহন ও অপসারণের জন্য পৌর অবকাঠামো ও সেবা, বা বিদ্যমান নালার নেটওয়ার্কে তা যুক্ত করার বিষয়গুলো নিয়েও ভাবা দরকার।

এই মডিউল স্যানিটেশন প্রযুক্তি এবং তাদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের তথ্য সম্বলিত, যার মধ্যে বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির প্রেক্ষাপটে সেগুলোর তুলামূলক সুবিধা ও অসুবিধাও অন্তর্ভুক্ত আছে। বাহ্যিক, আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতির বিবেচনায় বিভিন্ন কমিউনিটির জন্য কোন স্যানিটেশন প্রযুক্তি উপযুক্ত হবে তা কীভাবে যাচাই করতে হবে সে বিষয়েও এটা দিকনির্দেশনা দেবে।

লক্ষ্য

মডিউলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো স্থানীয় সরকার স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞকে নিম্নলিখিত বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া:

- বিভিন্ন স্যানিটেশন প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা বুঝতে এবং তাদের শহরের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোর জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক স্যানিটেশন প্রযুক্তিটির অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে।
- পরিচালনা ও রক্ষণ াবেক্ষণের কাজসহ কমিউনিটি স্যানিটেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন শর্তাবলী বুঝতে।
- শহর-পর্যায়ে সহায়ক সেবার (যেমন- কাঁচা মল অপসারণ, ট্রান্সফার স্টেশন, নালার নেটওয়ার্ক) প্রয়োজনীয়তা বুঝতে এবং সহায়ক সেবাগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে এবং/বা চলমান তা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা/কর্মসূচির প্রণয়নে এ বিষয়ে জানাতে।

প্রত্যাশিত ফল

আশা করা যায় যে এই মডিউলের বাস্তবায়ন:

- সবচেয়ে উপযুক্ত স্যানিটেশন পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোকে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করবে; এবং
- কমিউনিটির কাছে ব্যাখ্যা তুলে ধরতে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সক্ষম করবে: বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা; একটি সুনির্দিষ্ট পরিবেশে কোন পদ্ধতিটি সুবিধাজনক তা কীভাবে বুঝতে হয়; এবং তার সাথে সংযুক্ত আর্থিক বিষয়াদি ও ব্যবস্থাপনার কাজ।

২ক

মডিউল ২ক

বসতবাড়ি ও কমিউনিটির জন্য স্যানিটেশন প্রযুক্তি

মডিউল ২ক
বসতবাড়ি ও কমিউনিটির জন্য স্যানিটেশন প্রযুক্তি

বিভিন্ন স্যানিটেশন পদ্ধতি আছে এবং বসতবাড়ি ও কমিউনিটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোর জন্য সুবিধাজনক বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন প্রযুক্তি, এবং কমিউনিটির জন্য একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে শৌচাগার এবং কীভাবে মানুষের পয়োবর্জ্য ধারণ করা হবে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, শহর পর্যায়ে সরবরাহ করা সহায়ক অবকাঠামো ও সেবাও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে নিরাপদ রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ (যার বিবরণ রয়েছে নিচের 'স্যানিটেশন ভ্যালু চেইন' পরিচ্ছেদে)। সহায়ক অবকাঠামো ও সেবার বিষয়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে মডিউল ২সি-তে।

অংশগ্রহণকারী

- ওস্থানীয় সরকার স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ (রা) (যেমন- সিটি করপোরেশনে বা পৌরসভায়)।

লক্ষ্য

১. বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন পদ্ধতির বিষয়ে সরকারি স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ জানবেন/পরিচিত হবেন।

২. কখন কোন স্যানিটেশন প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত তা বলতে সরকারি বিশেষজ্ঞ সক্ষম হবেন।

সারাংশ

সংশ্লিষ্টসরকারি কর্মকর্তা (রা) এই অধ্যায়টি পড়বেন এবং এটার বিষয়ে নিজেদের অবহিত করে তুলবেন। অন্যদের সঙ্গে মিলে করার মতো কোনো কাজ এই অধ্যায়ে নেই। কমিউনিটিগুলোর জন্য স্যানিটেশন পদ্ধতি মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মকর্তা এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে কমিউনিটিকে, তাদের জন্য সবচেয়ে সহায়ক প্রযুক্তিটি বেছে নিতে সাহায্য করবেন। শহর ও ওয়ার্ড পর্যায়ে স্যানিটেশন কৌশল প্রণয়নে নিযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষেরও এই অধ্যায়টি পর্যালোচনা করা উচিত।

১. স্যানিটেশন ভ্যালু চেইন

নিরাপদ স্যানিটেশন শুধু বাসাবাড়িতে ব্যবহার করার শৌচাগারের বিষয় না। শহর ও মফস্বলে নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে, যথাস্থানে অন্যান্য প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ার দরকার আছে। কমিউনিটির জন্য স্যানিটেশন পদ্ধতি বাছাই করার ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের বিবেচনায় রাখা উচিত কীভাবে সেটা "স্যানিটেশন ভ্যালু চেইন"-এ যুতসই হবে।

স্যানিটেশন ভ্যালু চেইন সেই কারিগরি ব্যবস্থা গঠন করে, যেটা নিশ্চিত করে যে মানুষের পয়োবর্জ্য জনস্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে না। স্যানিটেশন সেবা শৃঙ্খলের উচিত স্যানিটেশন ব্যবহারে সৃষ্ট ফিকাল স্লাজ বা কঠিন মানব বর্জ্য ও দূষিত বর্জ্য পানি উভয়টিরই ব্যবস্থাপনা করা (ছবি ২.১):

ছবি ২.১

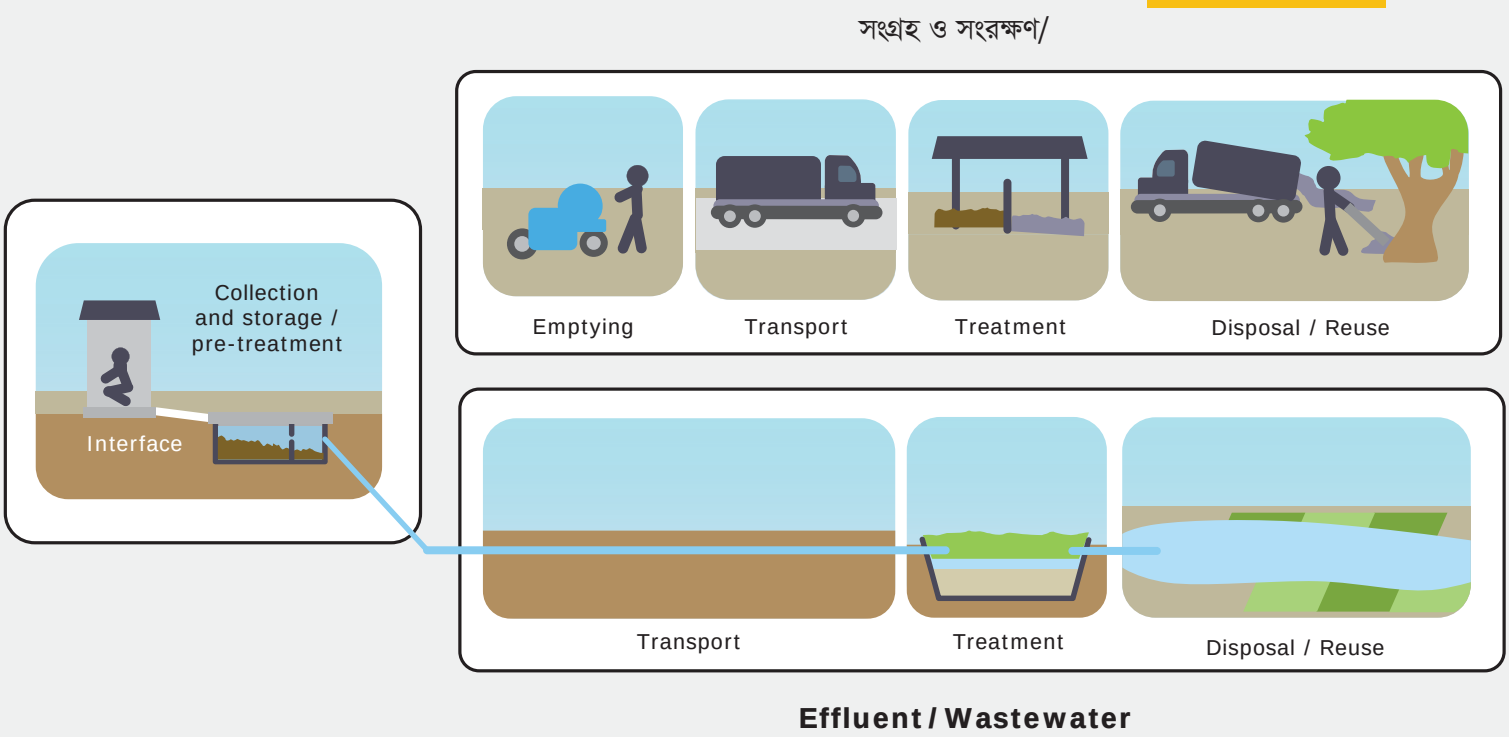

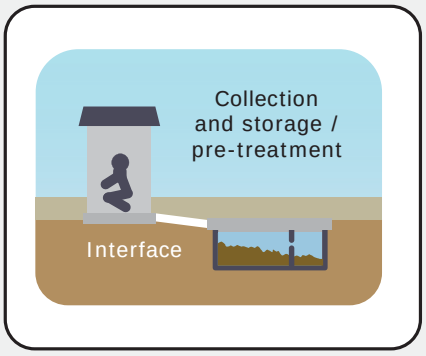

ইন্টারফেস এবং কনটেইনমেন্ট

ইউজার ইন্টারফেস হলো স্যানিটেশন শৃঙ্খলের অংশ যা শৌচাগার ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারী দেখে এবং স্পর্শ করে। এর মধ্যে আছে কিউবিকল বা শৌচাগার কক্ষ, মলত্যাগের প্যান ও হাত ধোয়ার জন্য ট্যাপ।

সংগ্রহ ও সংরক্ষণ/প্রাক-পরিশোধন বলতে বোঝায় বসতবাড়ি বা কমিউনিটি পর্যায়ে এমন একটি স্থান যেখানে কোন এক ধরনের ধারকে (সাধারণত একটি গর্ত বা ট্যাংক) মানুষের পয়োবর্জ্য ধারণ করা হয়। পয়োবর্জ্য ধারক ইউনিটগুলো সাধারণত ফিকাল স্লাজ বা কঠিন মানব বর্জ্য ধারণ করার জন্য নকশা করা হয়। খালি করার আগ পর্যন্ত ফিকাল স্লাজ বা কঠিন মানব বর্জ্য সেখানে ধারণ করা হয় এবং খালি করার পর কিছু তরল প্রবাহিত করার মাধ্যমে সেটা পরিশোধন করা হয়।

কঠিন মানব বর্জ্য বা ফিকাল স্লাজের জন্য স্যানিটেশন সেবা

খালিকরণ হলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ফিকাল স্লাজ বা কঠিন মানব বর্জ্যকে ধারক থেকে বের করে নেওয়া, যখন ধারকটি তার নকশা সীমা অনুযায়ী পূর্ণ হয়ে যায়। যন্ত্রের মাধ্যমেফিকাল স্লাজ বা কঠিন মানব বর্জ্য টেনে বের করেখালিকরণের কাজটি হওয়া উচিত। মাঝে মাঝে খালিকরণের কাজটি শ্রমিকদের দিয়ে করানো হয় রশি, বালতি ও শাবল ব্যবহার করে, কিন্তু এটা অনিরাপদ এবং শ্রম অধিকারের পরিপন্থি, তাই একে নিরুৎসাহিত করা উচিত (এম্পটিয়ারদের জন্য কর্মস্থলের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা বিষয়ে মডিউল ৩ দ্রষ্টব্য)।

পরিবহন হলো বসতবাড়ি থেকে ফিকাল স্লাজ বা কঠিন মানব বর্জ্য সরানোর ব্যবস্থা। এ কাজে সাধারণত ট্রাক ব্যবহার করা হয়, তবে মাঝে মাঝে সাইকেল বা প্রাণির মাধ্যমে টানাগাড়িও ব্যবহার করা হয়। যথেষ্ট পানি থাকলে নালার মাধ্যমেও ফিকাল স্লাজ বা কঠিন মানব বর্জ্য পরিবহন করা যেতে পারে।

পরিশোধন হলো শৃঙ্খল বা চেইনের একটি অংশ যেখানে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কঠিন মানব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ হয় যা বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অন্যান্য রোগজীবাণু ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ (নিউট্রিয়েন্ট) অপসারণ করে।

অপসারণ/পুনর্ব্যবহার করা হলো শৃঙ্খলের শেষ অংশ যেখানে পরিশোধিত কঠিন মানব বর্জ্য জলাধার বা জমিতে ফেলা হয় বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হয় যেমন শষ্যের জন্য সার, জ্বালানির কাঁচামাল বা মাছের খামারে মাছের খাদ্য হিসেবে।

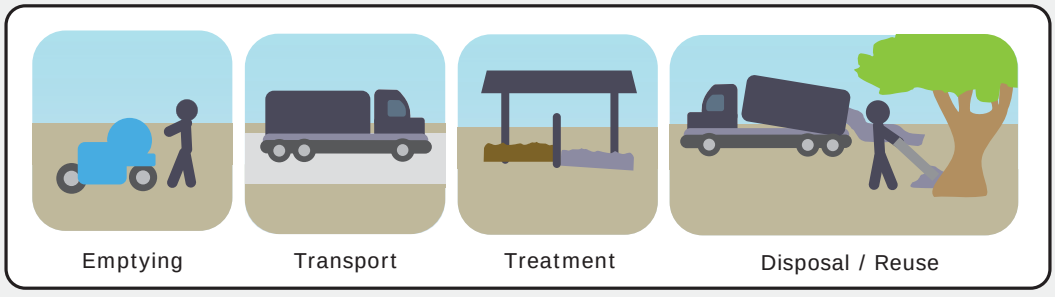

দূষিত পানি/নির্গত বর্জ্য পানির জন্য স্যানিটেশন সেবা

পরিবহন হলো একটি পয়োবর্জ্য ধারক/প্রাক-পরিশোধন ইউনিট থেকে তরল বর্জ্য/দূষিত পানিকে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া। সাধারণত তরল বর্জ্যের দূষিত পানি পয়োবর্জ্য ধারক ইউনিট থেকে একটি পাইপের মাধ্যমে বের হয়ে যায় অথবা, শোষণক্ষম গর্ত বা গর্ত শৌচাগারের ক্ষেত্রে, চারপাশের ঘিরে রাখা মাটিতে শোষিত হয় (এবং এই মাটি পরিশোধনের ধাপ গঠন করে)। ইউনিটের নকশার কল্যাণেই তরল বর্জ্যের দূষিত পানি পয়োবর্জ্য ধারক ইউনিট থেকে বের হয়ে যায় এবং সাধারণত এটা বের করার জন্য কোন মানুষের দরকার হয় না।

তরল বর্জ্য/দূষিত পানি আবদ্ধ পাইপের মাধ্যমে পরিশোধনের জন্য পরিবাহিত হতে পারে। সাধারণত তরল বর্জ্য/ দূষিত পানি মধ্যাকর্ষণ শক্তির টানেই প্রবাহিত হয় এবং এটা পরিবহনের জন্য আলাদা জ্বালানি উৎসের দরকার হয় না, যদিও হয়তো এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যেখানে পাম্প করার দরকার হতে পারে। বর্তমান চর্চায় মাঝে মাঝে তরল বর্জ্য/ দূষিত পানি সরাসরি খোলা নর্দমায় ফেলা হয়,তবে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় এই ধরনের চর্চা নিরুৎসাহিত করা হয়।

পরিশোধন হলো শৃঙ্খলের একটি অংশ যেখানে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তরল বর্জ্য/দূষিত পানি প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় যা বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অন্যান্য রোগজীবাণু ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ (নিউট্রিয়েন্ট, রাসায়নিক) অপসারণ করে। গর্ত পায়খানা ও শোষণক্ষম-গর্তের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য/দূষিত পানি মাটিতে শোষিত হয়, তবে এটা তখনই কার্যকর যেখানে গর্তের অবস্থান থেকে ভূপৃষ্ঠের পানির উৎস ও সুপেয় পানির পয়েন্টের মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব থাকে।

অপসারণ/পুনর্ব্যবহার করা হলো শৃঙ্খলের শেষ অংশ যেখানে পরিশোধিত তরল বর্জ্য/দূষিত পানি জলাধারে (খাল, নদী, পুকুর ইত্যাদি) ফেলা হয়, বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হয় যেমন চাষাবাদে সেচের পানি হিসেবে।

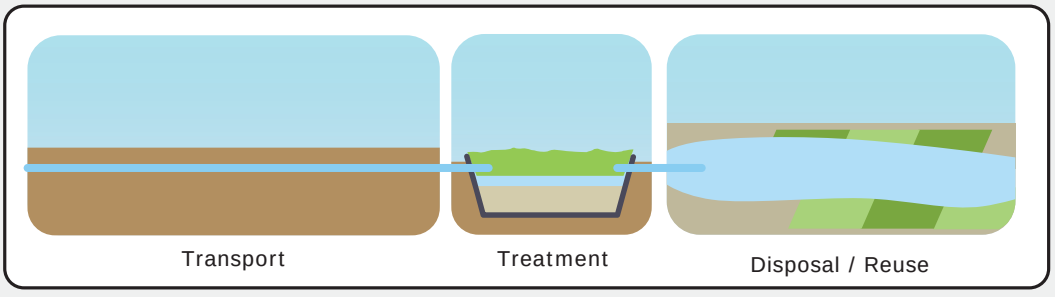

যেখানে কেন্দ্রীয় পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানে সাধারণত কোন উল্লেখযোগ্য পয়োবর্জ্য ধারক বা খালিকরণ পর্যায় থাকে না এবং এর পরিবর্তে পাইপের মাধ্যমে বর্জ্য পরিবাহিত হয়। মানব বর্জ্য শৌচাগার থেকে সরাসরি পরিশোধন কেন্দ্রে পরিবহন করা উচিত (যদিও বাস্তব চর্চায়, অনেক নালায় উল্লেখযোগ্যভাবে ছিদ্র থাকে বা সেখান থেকে পরিশোধন ছাড়াই বর্জ্য একটি জলাধারে গিয়ে মেশে)।

শহরজুড়ে নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে, স্যানিটেশন সেবা শৃঙ্খলের সব অংশে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক।

বাংলাদেশে শহরগুলোর অনেক নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিতে শৌচাগার আছে, কিন্তু পয়োবর্জ্য ধারক নেই বা থাকলেও না থাকার মতোই (মানব পয়োবর্জ্য সরাসরি একটি গর্তে বা একটি খোলা নর্দমায় চলে যায়)। অনেক কমিউনিটিতে পয়োবর্জ্য ধারক আছে, কিন্তু কখনোই সেগুলো খালি করা হয়নি তাই সেগুলো উপচে পড়েছে এবং আবারও, মানব বর্জ্য নর্দমায় বা একটি জনসমাগম এলাকায় চলে যাচ্ছে। এভাবে স্যানিটেশন সেবা শৃঙ্খল অসম্পূর্ণ থাকলে, এটা কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

মডিউল ২ক ও ২খ - তে ইউজার ইন্টারফেস (টয়লেটে ব্যবহারকারীর কাছাকাছি বা সংস্পর্শের মধ্যে যা থাকে), সংগ্রহ ও সংরক্ষণ/ প্রাক-পরিশোধন এবং কমিউনিটি ও ওয়ার্ডে পরিশোধন -এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংযুক্ত উপকরণ

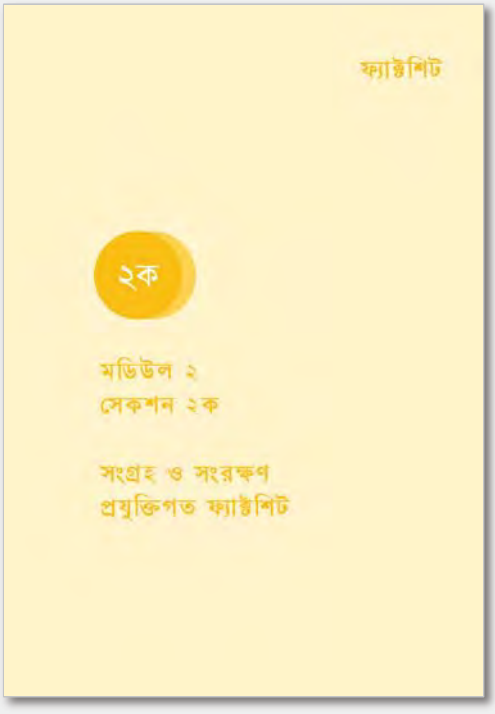

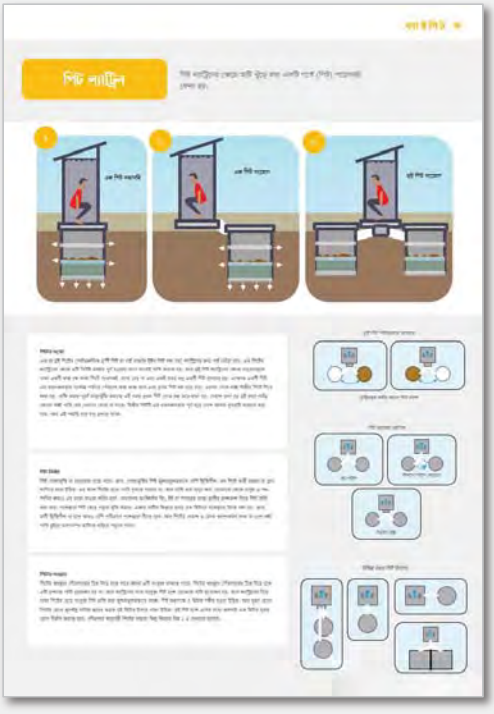

২. ইউজার ইন্টারফেস - মানুষ কীভাবে শৌচাগারে প্রবেশ ও তা ব্যবহার করবে

ইউজার ইন্টারফেস হলো হলো স্যানিটেশন শৃঙ্খলের অংশ যা শৌচাগার ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারী দেখে এবং স্পর্শ করে। এটা বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ কারণ নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষেরা যাতে শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে এবং সন্তুষ্ট থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য এই ইন্টারফেস ভালোভাবে নকশা করা দরকার। শৌচাগার সবার ব্যবহারের জন্য সহজ হয় তা নিশ্চিত করতে কিছু বিবেচ্য বিষয়াদি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ক. সাধারণ নকশার বৈশিষ্ট্য

মানুষ শৌচাগার ব্যবহারের জন্য গেলে তাদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা এবং পরিচ্ছন্ন হতে পারা উচিত। একটি শৌচাগার নির্মাণের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ যার মধ্যে রয়েছে:

- **পানির সরবরাহ:** পরিষ্কার হওয়া, শরীর ধোয়া, হাত ধোয়া ও শৌচাগারে পানি ঢালার জন্য পানি দরকার। শৌচাগারের কাছে পানি পাওয়া না গেলে, হয়তো মানুষ নিজেদের পরিষ্কার রাখতে পারবে না এবং রোগের সংক্রমণ ছড়াতে পারে। জনসাধারণ শৌচাগারটি ব্যবহার করাও ছেড়ে দিতে পারে, বা অপরিষ্কার থাকলে অস্বস্তিবোধ করতে পারে (শৌচাগার পরিষ্কারের দায়িত্বে কে থাকবে এ সম্পর্কে জানতে মডিউল ২খ দ্রষ্টব্য)।

- **হাত ধোয়ার জায়গা:** শৌচাগার ব্যবহারের পর জনসাধারণের পানির পাশাপাশি, সাবান ও হাত ধোয়ার একটি জায়গা দরকার হয়। হাত ধোয়ার জায়গায় একটি আয়না ব্যবহারকারীদের হাত ধোয়ার জায়গাটি ব্যবহারে উৎসাহিত করবে। হাত ধোয়ার পর ব্যবহার করা পানি একটি নালায় বয়ে যাওয়া উচিত এবং কোথাও জমে থাকা বা পানের জন্য পানির নির্ধারিত উৎসের কাছাকাছি প্রবাহিত হওয়া উচিত না।

- **ছিটকিনিযুক্ত দরজা:** দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে শৌচাগার ব্যবহারের সময় জনসাধারণ আড়াল ও নিরাপত্তা পায়। কমিউনিটির পছন্দ বা সুবিধা অনুযায়ী (মডিউল ৫ দ্রষ্টব্য), বাইরের দিকেও তালার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে, উদাহরণ হিসেবে যখন নির্দিষ্ট শৌচাগার কক্ষ একক কোন বসতবাড়ির জন্য বরাদ্দ করা হয়।

- **ভেন্টিলেশন বা বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা:** শৌচাগারের ভেতরের ও বাইরের গন্ধ নিয়ন্ত্রণে ভেন্টিলেশন পাইপ এবং/বা দেওয়ালের ভেন্টিলেটর স্থাপন করা উচিত।

- **স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা:** একাধিকের ব্যবহারের বা কমিউনিটির শৌচাগারের ক্ষেত্রে কোনটি নারীর ও কোনটি পুরুষের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সেটা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকা উচিত।

ক. সাধারণ নকশার বৈশিষ্ট্য (চলমান)

- **আলোর ব্যবস্থা:** নিরাপত্তা নিশ্চিতে ও রাতে দেখার সুবিধার জন্য সম্ভব হলে, শৌচাগারের ভেতরে ও বাইরে বাতি লাগানো উচিত। ঘরটিও এমনভাবে নকশা করা উচিত যাতে দিনে ভেতরে সূর্যের আলো যেতে পারে, কিন্তু বাইরে থেকে যাতে দেখা না যায়।

- **গোসলের সুবিধা:** জনগণের জন্য গোসলের একটা জায়গা থাকলে সেটা তাদের পরিষ্কার থাকতে সাহায্য করে। এই বৈশিষ্ট্যটি ঐচ্ছিক।

- **ময়লা ফেলার ধারক:** ঢাকনাযুক্ত একটি ময়লা ফেলার ধারক থাকা উচিত, মানুষকে শৌচাগারে মাসিকের জন্য ব্যবহার করা বস্তুসহ, ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য।

- **কাপড় ঝোলানোর হুক:** দেওয়ালে হুক থাকলে সেখানে কাপড় ও সঙ্গে থাকা জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখতে মানুষের জন্য সুবিধা হয়।

- **কতক্ষণ খোলা থাকবে তার সংকেত:** কমিউনিটি ও একাধিকের ব্যবহারের শৌচাগারের জন্য, সেটা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কয় ঘণ্টা বা কোন সময় খোলা থাকবে তার নির্দেশিকা (যদি শৌচাগার প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা খোলা না থাকে) জনসমক্ষে দৃশ্যমান থাকা উচিত।

এসব বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়, যেমন শৌচাগারের অবস্থান নিয়ে কমিউনিটির সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। কমিউনিটির সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মডিউল ৫-এ।

খ. নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বিবেচনা

স্যানিটেশনের জন্য নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধতকা সম্পন্ন মানুষের বিশেষ চাহিদা থাকে যা শৌচাগার নির্মাণের সময় প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। শৌচাগার ব্যবহারকারীর জন্য ইন্টারফেস নকশা করার সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে নারীর জন্য যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে তা নিচে বাঙ ২.১ এ দেখানো হয়েছে।

বক্স ২.১

স্যানিটেশনে নারীর জন্য বিবেচনায় রাখার বিষয়াদি

- **শুধু নারীর ব্যবহারের জন্য শৌচাগার:** একাধিক মানুষের ব্যবহারের জন্য বা কমিউনিটির জন্য নির্মিত শৌচাগারের জন্য, নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা উচিত। নারীর ও পুরুষের জন্য আলাদা দরজার ব্যবস্থা রাখা এবং দরজা যাতে মুখোমুখি অবস্থানে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া কোনটি নারীর ও কোনটি পুরুষের ব্যবহারের জন্য সেটা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকা উচিত।

- **নিরাপদ অবস্থান:** শৌচাগার এমন স্থানে নির্মাণ করা উচিত যেখানে নারীরা নিরাপদ বোধ করে, রাতেও। একটি নিরাপদ স্থান বাছাইয়ের সময় কমিউনিটির নারীদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত (মডিউল ৫ দ্রষ্টব্য)।

- **বড় আকারের শৌচাগার ঘর:** নারীদের শৌচাগারে বেশি জায়গা দরকার হয় পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য, ধোয়া ও কাপড় বদলানোর জন্য এবং সন্তানদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য।

- **নারী তত্ত্বাবধায়ক:** একাধিকজনের ব্যবহারের জন্য বা কমিউনিটির জন্য নির্মিত স্যানিটেশনে, নারীর শৌচাগারের দেখভালের জন্য দায়িত্বে থাকা মানুষটি একজন নারী হওয়া উচিত (ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিষয়ে মডিউল ২খ দ্রষ্টব্য)।

- **ভালো আড়ালের ব্যবস্থা:** সব শৌচাগারের নকশায় ভালোভাবে আড়াল করার ব্যবস্থা (যেমন- দেওয়ালে বা দরজায় কোন গর্ত বা ছিদ্র না রাখা যেখান থেকে বাইরের মানুষ ভেতরে দেখতে পারে) থাকা উচিত। নারীদের শৌচাগারের জন্য এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

- **মাসিকের পরিচ্ছন্নতার জন্য সুবিধা রাখা:** নারীদের শৌচাগারে, ঋতু বা মাসিকের পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার করা জিনিসপত্র ধোয়া ও নিজেদের পরিচ্ছন্ন করার জায়গা (কীভাবে ঋতু বা মাসিকের পরিচ্ছন্নতার সুবিধা নির্মাণ করতে হয় জানতে মডিউল ২ এর সঙ্গে থাকা উপকরণগুলো দ্রষ্টব্য) থাকা উচিত। মাসিকের পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার করা জিনিসপত্র ফেলার জন্য একটি ময়লা ফেলার ঢাকনাযুক্ত পাত্র রাখা উচিত। মাসিকের পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার করা জিনিসপত্র ওই পাত্রে ফেলার জন্য এবং শৌচাগারে না ফেলার নির্দেশনাসূচক চিহ্ন রাখা উচিত যা নারীদের এ বিষয়ে জানাবে। মাসিকের সময় ব্যবহারের ন্যাপকিন, প্যাডা ইত্যাদি জিনিসপত্র রাখার সুবিধার্থে একটি সেলফও রাখা উচিত।

ছবি ২.২ একটি নারীবান্ধব শৌচাগারের উদাহরণ (নেওয়া হয়েছে: স্মিট এট আল., ২০১৮ মেকিং দ্য কেস ফর অ্যা ফিমেল-ফ্রেন্ডলি টয়লেট। ওয়াটার, ১০, ১১৯৩)

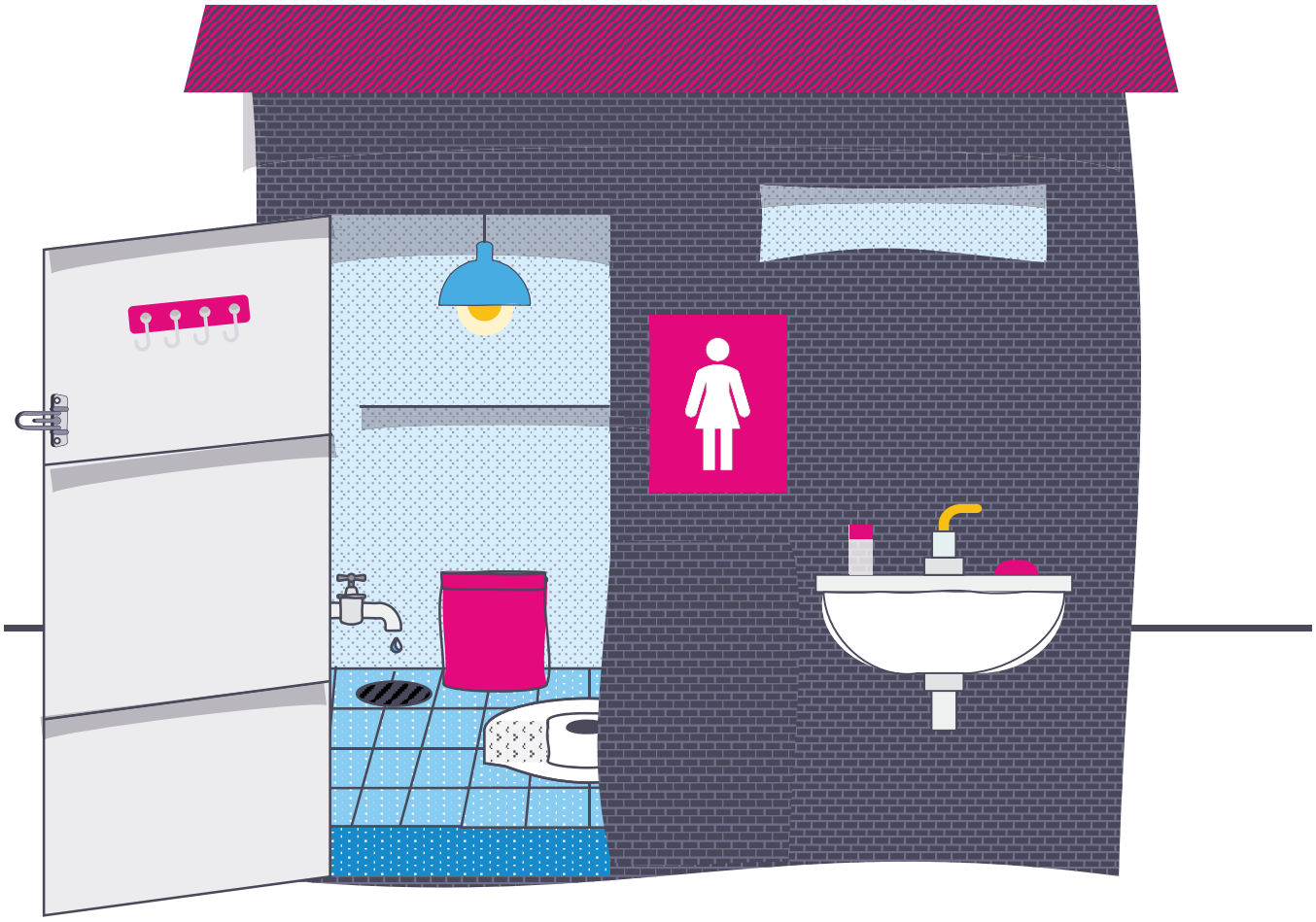

- শুধু নারীর জন্য
- নিরাপদ এলাকা
- বড় কক্ষ
- আড়ালের ভালো ব্যবস্থা
- পানির সুবিধা
- সাবান
- সিংক
- বাতি
- তালা/ছিটকিনি
- হুক
- সেলফ
- ডাস্টবিন

শৌচাগারের নকশা করার সময় কমিউনিটিতে বসবাসরত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষদের কথাও বিবেচনা করা উচিত। কমিউনিটির সঙ্গে পরামর্শ করার প্রক্রিয়া চলাকালে (মডিউল ৫ দ্রষ্টব্য), শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে জানতে চাওয়া উচিত যে শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের কি ধরনের সুবিধা দরকার। নিচের বাঙ ২.২ এ এই বিষয়ে কিছু বিবেচনার উল্লেখ রয়েছে।

নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষদের জন্য শৌচাগারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নকশা করার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করার পরই তা করা উচিত। পরামর্শ/আলোচনা করার প্রক্রিয়া মডিউল ৫ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

বক্স ২.২

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষদের স্যানিটেশনের জন্য বিবেচ্য বিষয়াদি

- **র‍্যাম্প:** কিছু মানুষ যদি সিঁড়ি ব্যবহার করে শৌচাগারে যেতে না পারে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ করতে হতে পারে।
- **প্রবেশপথ:** প্রবেশপথটি যথেষ্ট চওড়া হওয়া উচিত যাতে সবাই সেটা দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারে। বিশেষ করে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী বা ক্রাচ ব্যবহারকারী মানুষদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ।
- **দরজার হাতল:** দরজার হাতল ও ছিটকিনি এমন উচ্চতায় থাকা উচিত যাতে সবাই সেটা ধরতে পারে (শিশুরাসহ)।
- **ভেতরের জায়গা:** মানুষের পুরোপুরি ঘোরার জন্য শৌচাগারের ভেতরে যথেষ্ট জায়গা থাকা উচিত। উদাহরণ হিসেবে, ক্রাচ ব্যবহারকারী একজন মানুষের বেশি জায়গা দরকার হতে পারে যখন সে শৌচাগার ব্যবহার করে। এছাড়া কমিউনিটির যেসব মানুষের শৌচাগার ব্যবহার করার সময় দ্বিতীয় আরেকজনের সাহায্য দরকার তাদের কথা বিবেচনায় রেখে সে অনুযায়ী জায়গাও রাখা উচিত।
- **মেঝে:** শৌচাগারের মেঝে অসমতল বা এবড়ো-খেবড়ো হওয়া উচিত নয় যাতে ভেতরে চলাফেরার সময় সাচ্ছন্দ্যহীন মনে হয়।
- **হাতল:** শৌচাগারের ভেতরে ও বাইরে হ্যান্ডরেইল বা হাতল বসানোর প্রয়োজন হতে পারে, মানুষের ওঠানামা-চলাফেরায় সহায়তার জন্য বা পড়ে যাওয়া ঠেকাতে।
- **স্থান:** শৌচাগার এমন এলাকায় স্থাপন করা উচিত যাতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষেরা সহজে সেখানে যেতে পরধর। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষ ও তাদের পরিবারের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা উচিত (মডিউল ৫ দ্রষ্টব্য)।
- **আসন:** হাঁটু ভেঙে বা উবু হয়ে বসতে অসুবিধা সম্পন্ন মানুষের কথা বিবেচনা করে বিশেষ আসন বসানোর দরকার হতে পারে।

৩. সংগ্রহ ও সংরক্ষণ/প্রাক-পরিশোধন - অপসারণের আগে মানব পয়োবর্জ্য যেখানে ধারণ করা হবে

যে স্যানিটেশন পদ্ধতিতে মানুষের পয়োবর্জ্য ধারণ করার ধাপ আছে সেখানে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ/প্রাক-পরিশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই মডিউলের সঙ্গে সংযুক্ত ফ্যাক্টশিটে পাঁচটি আলাদা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ/প্রাক-পরিশোধন পদ্ধতির বিবরণ আছে যা বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোতে কাজে আসতে পারে:

- পিট ল্যাট্রিন বা গর্ত
- সেপটিক ট্যাংক
- কমিউনিটির সেপটিক ট্যাংক
- কমপোস্টিং
- অ্যানারোবিক (বাতাস বিহিন) ফিল্টার (অনেক সময় ডিওয়াটস-হিসেবেও পরিচিত)

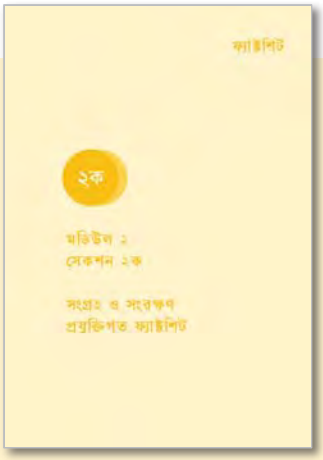

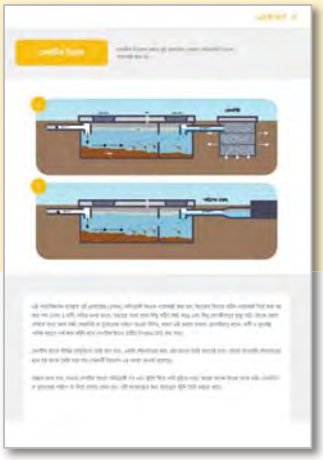

এই ম্যানুয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত ফ্যাক্টশিটে প্রতিটি বিকল্প পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে, এর সুবিধা ও অসুবিধার তথ্যসহ। তারপরেও, একটি বিকল্প বেছে নিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কমিউনিটিকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োজন।

নির্গত বর্জ্য পানি (দূষিত পানি হিসেবেও পরিচিত) যা পয়োবর্জ্য ধারক ইউনিট থেকে বের হয় তা দেখা যায় প্রায় সময়ই স্যানিটেশন নকশায় অবহেলিত হয়, কিন্তু এর নিরাপদ ব্যবস্থাপনা করতে হবে (বাক্স ২.৩ দ্রষ্টব্য)। এই মডিউলের সঙ্গে সংযুক্ত প্রযুক্তি ফ্যাক্টশিট এবং নিম্নলিখিত অধ্যায়ে, নির্গত বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বক্স ২.৩

পয়োবর্জ্য ধারক ইউনিট থেকে নির্গত বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা

একটি স্যানিটেশন পদ্ধতি নকশা করার সময় নির্গত বর্জ্য পানির ব্যবস্থাপনাকে অবহেলা করবেন না

পয়োবর্জ্য ধারণের জন্য একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়ার সময়, নির্গত বর্জ্য পানি (দূষিত পানি) কীভাবে সামলানো হবে তা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। নির্গত বর্জ্য পানির বেশিরভাগই মানব বর্জ্যের তরল অংশ যা কঠিন বর্জ্য থেকে আলাদা করা হয়েছে। যেমন, নির্গত বর্জ্য পানি একটি তরল যা সেপটিক ট্যাংক থেকে বের হয় বা তরল যা পিট ল্যাট্রিন বা গর্ত পদ্ধতিতে নির্মিত শৌচাগার থেকে মাটিতে শোষিত হয়। এছাড়াও নির্গত বর্জ্য পানি হচ্ছে বেশিরভাগ তরল বর্জ্য যা নর্দমায় বাহিত হয়।

নির্গত বর্জ্য পানিতে উচ্চমাত্রার বিপজ্জনক রোগজীবাণু থাকে যা মানুষকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। বাংলাদেশের অনেক শৌচাগারের নকশা করা হয়েছে যেটায় ফিকাল স্লাজ বা কঠিন মানব বর্জ্য থাকে, কিন্তু এর থেকে নির্গত বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এই ফ্যাক্টশিটে আলোচনা করা প্রতিটি পয়োবর্জ্য ধারক বিকল্পে কীভাবে নির্গত বর্জ্য পানির ব্যবস্থাপনা করা হবে সেজন্য একটি নির্গত বর্জ্য পানি পরিশোধনের ওপর অধ্যায় রাখা হয়েছে।

ক. নির্গত বর্জ্য পানি স্থানীয় পর্যায়ে পরিশোধনের পদ্ধতিসমূহ

সংগ্রহ এবং সঞ্চয়/প্রাক-পরিশোধন প্রযুক্তির নির্গত বর্জ্য পানি পরিশোধন করা দরকার। এই অধ্যায়ে কমিউনিটি পর্যায়ে নির্গত বর্জ্য পানি পরিশোধনের কয়েকটি প্রযুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় নির্গত বর্জ্য পানি পরিশোধনের জন্য তিনটি বিকল্প এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে:

সোকপিট	অ্যানারোবিক ফিল্টার	নির্মিত জলাভূমি

মেমব্রেন বায়োরিঅ্যাকটর বা ঝিল্লি জৈব চুল্লি অথবা ঘূর্ণায়মান বা রোটেটিং বায়োকন্ট্যাক্টরের মতো আরও জটিল প্রযুক্তি আছে যা রোগজীবাণু কমাতে খুবই কার্যকর হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোতে এগুলো সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রতিটি শৌচাগারের জন্য নিজস্ব পরিশোধন প্রযুক্তি থাকা জরুরি নয়। পাইপ বা আবৃত নালা দিয়ে একাধিক পয়োবর্জ্য ধারক ইউনিট থেকে নির্গত বর্জ্য পানি একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট/পরিশোধনাগারে পরিবহন করা যেতে পারে। এটা জায়গা এবং ব্যয় সাশ্রয়ে সহায়ক হতে পারে। যদি নির্গত বর্জ্য পানি নালার মাধ্যমে পরিবহন করা হয়, সেক্ষেত্রে নালা অবশ্যই ঢাকা থাকতে হবে, যাতে মানুষ এবং অন্য প্রাণি এই নির্গত বর্জ্য পানির সংস্পর্শে না আসে।

এটা বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই নালা দিয়ে শুধু তরলই পরিবহন করা হয়। কঠিন পদার্থ নয়, কারণ তাতে নালা অবরুদ্ধ এবং অকার্যকর করতে পারে।

এই প্রতিটি বিকল্পে, নির্গত বর্জ্য পানিতে বিপজ্জনক মাত্রায় রোগজীবাণু থাকা সম্ভব, এমনকি পরিশোধনের পরেও। তাই, একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে বের হওয়া নির্গত বর্জ্য পানি এমন এলাকায় যাওয়া উচিত নয় যেখানে মানুষ সেটার সংস্পর্শে আসতে পারে।

সোক পিট বা শোষণক্ষম গর্ত

একটি সোক পিট বা শোষণক্ষম গর্ত (বা শোষণক্ষম কূপ বা পরিশোধনকারী গর্ত) একটি ঢাকনা দেওয়া গর্ত, যার দেয়াল পানি শোষণ করতে পারে যা নির্গত বর্জ্য পানিকে ধীরে ধীরে মাটিতে শুষে নেয়। এটা হতে পারে লাইনযুক্ত (যেমন- কংক্রিট রিং বা ইট নির্মিত) ও খালি, অথবা লাইনবিহীন এবং পাথর ও নুড়িতে পূর্ণ যা গর্তের দেয়ালকে ধসে পড়া থেকে সুরক্ষা দেয়। বালি ও ছোটো নুড়ির একটি আস্তর ট্যাংকের তলায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নির্গত বর্জ্য পানি পয়োধারক ইউনিট থেকে সোক পিটে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে ছাঁকন পদ্ধতিতে ভিত আস্তরের মধ্যে দিয়ে ঘিরে রাখা মাটিতে শোষিত হয়। তাই শোষণক্ষম মাটিতে এটা ভালো কাজ করে। কাদামাটি, কঠিন মাটি বা পাথুরে মাটি এর জন্য উপযুক্ত নয়।

বন্যা বা ভারী বৃষ্টিপাত সোক পিট থেকে ভূ-পৃষ্ঠের জলাধার বা পানি সরবরাহকে দূষিত করার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এ ধরনের স্থাপনা পানির উৎস থেকে ৩০ মিটার দূরে রাখা উচিত। ভূ-পৃষ্ঠের পানি যদি কমিউনিটির পানের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সোক পিটের তলদেশ ভূ-পৃষ্ঠের পানির স্তরের চেয়ে সবসময় ২ মিটার উঁচুতে রাখতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য সোক পিট ঢাকনাসহ বানানো উচিত এবং যান চলাচলের এলাকা থেকে দূরে এর অবস্থান হওয়া উচিত। কারণ যানবাহনের চাপ মাটিকে সংকুচিত করে ফেলতে পারে এবং তাতে শোষণ ক্ষমতা হ্রাস হতে পারে। সোক পিট আটকে যেতে পারে যদি কঠিন পদার্থ ভেতরে চলে যায়। প্রাথমিক পরিশোধন কাঠামো (যেমন– সেপটিক ট্যাংক) নিয়মিত খালি করা না হলে যা প্রায়ই ঘটে থাকে।

ছবি ২.৩

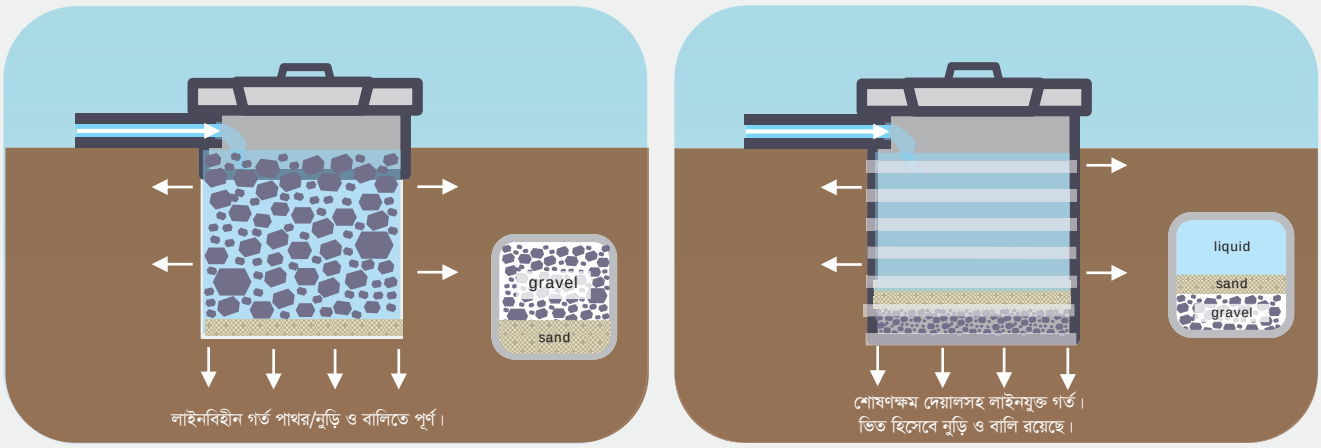

সুবিধা

+ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ
+ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সাশ্রয়ী
+ অন্যান্য পরিশোধন প্ল্যান্টের চেয়ে কম জমি দরকার হয়

অসুবিধা

- কঠিন পদার্থ ভেতরে গেলে সহজেই আটকে যেতে পারে
- ভূ-পৃষ্ঠতলের পানি দূষিত করতে পারে, বিশেষ করে যদি ভূ-পৃষ্ঠতলের পানির উচ্চতা বেড়ে যায় বা বন্যার সময়
- মাটি খুব ঘন হলে, তল সহজে মাটিতে দ্রুত শোষিত নাও হতে পারে এবং তরল কাদা উপচে পড়তে পারে

অ্যানারোবিক ফিল্টার

অ্যানারোবিক ফিল্টারের একাধিক চেম্বার বা খুপরি আছে। প্রতিটি চেম্বারে, নির্গত বর্জ্য পানি তলদেশ থেকে ওপরের দিকে যায়, যার মধ্যদিয়ে কণাগুলো তলায় জমা হয়। অ্যানারোবিক ফিল্টারের মধ্যে বেশ কয়েকটি স্তরের ডুবন্ত ছাঁকনি আছে যা পরিশোধন বাড়ায় যখন নির্গত বর্জ্য পানি ছাঁকনিতে জন্মানো বায়োমাসের সংস্পর্শে আসে। অ্যানারোবিক ফিল্টার শুধু একটি পরোক্ষ বা সহায়ক পরিশোধন ধাপ হতে পারে। অন্যথায় তারা দ্রুত কঠিন পদার্থে পূর্ণ হয়ে আটকে যাবে। ফিল্টার বা ছাঁকনিতে বড় পৃষ্ঠতল থাকতে হবে যেখানে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে, এবং নুড়ি, পাথরের টুকরো বা প্লাস্টিকের টুকরো এরমধ্যে থাকতে পারে।

অ্যানারোবিক ফিল্টার সেপটিক ট্যাংক বা এবিআরগুলোতেও যুক্ত করা যেতে পারে এবং তাতে একটি ফিল্টার বা একাধিক ফিল্টারের ক্রম দিয়ে সাজানো থাকতে পারে। এগুলো আকারে বড় তবে মাটির নিচে বা রাস্তার নিচে নির্মাণ করা যেতে পারে। এছাড়া, এগুলোতে বায়ু চলাচলের পথ থাকতে হয় গ্যাস নির্গমনের জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রবেশের ব্যবস্থাও রাখতে হয়।

ছবি ২.৪

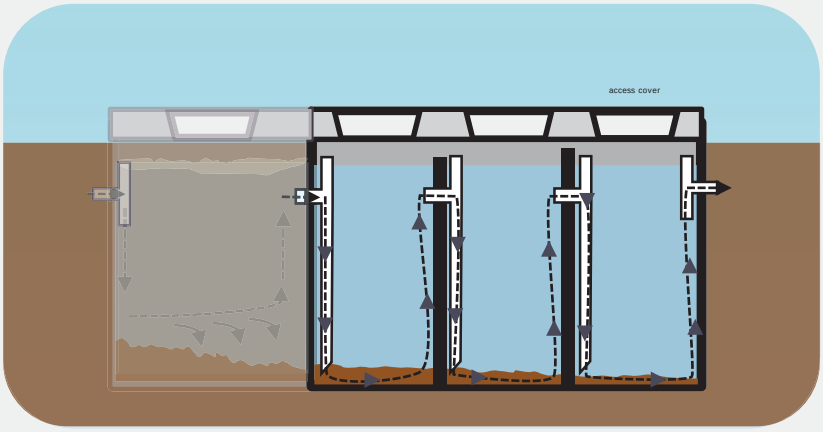

সুবিধা	অসুবিধা
+ মাটির ওপর বা নিচে নির্মাণ করা যায়	- নকশা ও নির্মাণের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ দরকার
+ অনেক পয়োবর্জ্য ধারক থেকে বিপুল পরিমাণ নির্গত বর্জ্য পানি ধারণের জন্য নকশা করা যেতে পারে	- অনেক বেশি কঠিন পদার্থ জমা হয়ে গেলে আটকে যেতে পারে, পর্যাপ্ত প্রাক-পরিশোধন জরুরি
+ নির্গত বর্জ্য পানিতে কঠিন পদার্থের পরিমাণ আরও কমে যায়	- রক্ষণাবেক্ষণ ও ফিল্টার থেকে জমাট বাধা কঠিন পদার্থ অপসারণের জন্য একজন প্রশিক্ষিত ব্যক্তি দরকার
	- রোগজীবাণু ও পরিপোষক কণা কম হ্রাস পায়

জলাভূমি নির্মাণ

একটি নির্মিত জলাভূমি হল মানব-সৃষ্ট একটি জলাভূমি, বা বিল, যাতে থাকে পানি, গাছপালা, নুড়ি এবং একটি শক্ত আবরণ। নির্গত বর্জ্য পানি ভূপৃষ্ঠের নিচে আনুভূমিকভাবে প্রবাহিত হয় যেখানে নুড়ি (বা একই জাতীয় ছাঁকন উপকরণ) কঠিন বর্জ্যকে ছেঁকে ফেলে। গাছপালা কিছু মাত্রায় পরিশোধনের কাজ করে এবং শেকড় ছাঁকন প্রক্রিয়ায় শোষণের কাজটি করে। পরিশোধিত বর্জ্য পানি পাইপের মাধ্যমে খাঁড়ির অন্যপ্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়।

নির্মিত জলাভূমির জন্য বিশাল জায়গা দরকার যা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে পাওয়া কঠিন হতে পারে। তবে অনেকগুলো পয়োবর্জ্য ধারকের বর্জ্য-পানি একটি কমিউনিটিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্মিত জলাভূমিতে বয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ছবি ২.৫

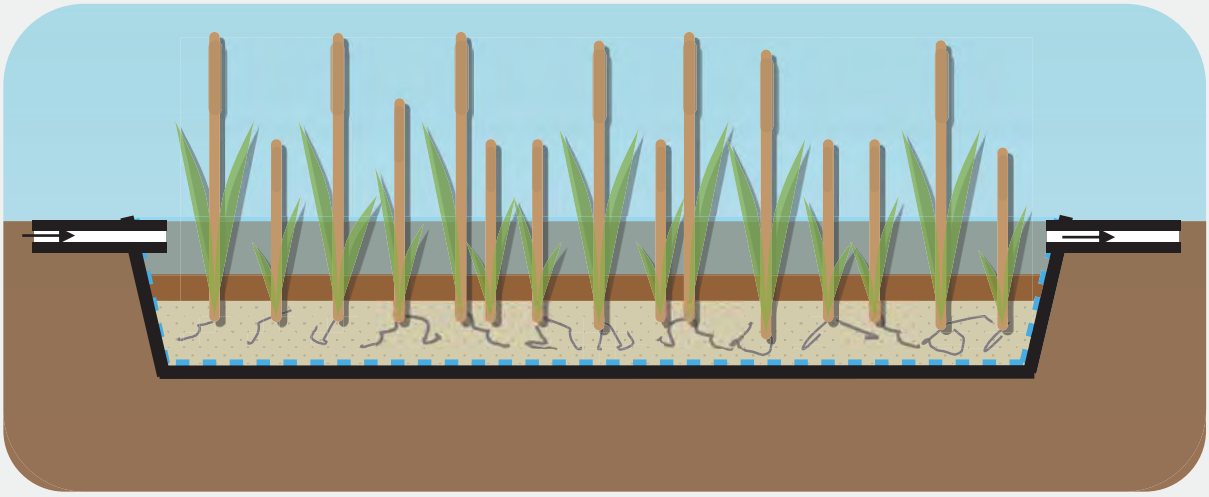

সুবিধা	অসুবিধা
+ দেখতে ভালো হবে এবং ঠিকভাবে নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে কোন বাজে গন্ধ ছড়াবে না	- নকশা ও নির্মাণের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ দরকার
	- স্থাপনের জন্য একটি বিশাল জায়গা দরকার হয়
+ অনেক পয়োধারকের থেকে নির্গত বর্জ্য পানি একটি একক জলাভূমিতে যুক্ত করতে পারে	- প্রি-ট্রিটমেন্ট বা প্রাক-পরিশোধনের ওপর নির্ভর করে, ময়লা আটকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে
+ পরিচালনার খরচ স্বল্প	- শুরুর সময় থেকে পুরো সক্ষমতায় সক্রিয় হতে দীর্ঘ সময় দরকার

৪. কমিউনিটির মধ্যে স্যানিটেশন ব্যবস্থা বেছে নেওয়া

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির (এলআইসি) জন্য কোন ধরনের শৌচাগার ও পয়োবর্জ্য ধারক যথাযথ হবে, সে সিদ্ধান্ত নিতে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। ওই কমিউনিটির মানুষের পছন্দের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত (দেখুন মডিউল ৫)। কমিউনিটির সঙ্গে পরামর্শ করার আগে স্থানীয় সরকারের স্যানিটেশন প্রকৌশলী বা বিশেষজ্ঞের বিবেচনা করা উচিত তিনি কি সুপারিশ করতে পারেন। কমিউনিটির জন্য কীভাবে স্যানিটেশন ব্যবস্থা বাছাই করা যায়, তা এই সেকশনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ক. যেসব বিষয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে

কমিউনিটির জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা বেছে নেওয়ার সময় কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে। সেগুলো হলো আর্থিক, কারিগরী, পরিবেশগত, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়।

- আর্থিক
- কারিগরী
- পরিবেশগত
- সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক

আর্থিক

স্যানিটেশন অবকাঠামোগত ব্যয়: গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও দীর্ঘ মেয়াদে তা ধরে রাখা। কমিউনিটির মানুষের মধ্যে যৌথ ভাবে ব্যবহার করা বা কমিউনিটি ফ্যাসিলিটিজিগুলো, যেমন সেপটিক ট্যাংক, সার্বিকভাবে বেশি ব্যয়বহুল হতে পারে; কিন্তু প্রতি বাড়িতে আলাদা করে সেপটিক ট্যাংক বসালে ব্যয় কমে আসতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়গুলোসহ বিবেচনায় আনতে হবে নিচের বিষয়গুলোও:

- নির্মাণসামগ্রীর ব্যয়
- নির্মাণ প্রক্রিয়ায় শ্রমের জন্য ব্যয় (বিশেষ করে যদি দক্ষ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে)
- পয়োবর্জ্য ধারক পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তা খালি করার জন্য ব্যয়
- শৌচাগারগুলো পরিষ্কার করার জন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া হলে তার মজুরির জন্য ব্যয় কিংবা ফি সংগ্রহকারীর (ভাগাভাগি করে ব্যবহারের শৌচাগারের ক্ষেত্রে) মজুরির জন্য ব্যয়
- পরিচালনা ব্যয় (বিদ্যুৎ বা পানির বিল, বর্জ্য অপসারণ, অপারেটর ফি)
- মেরামতকরণের বিল (ছোট ও বড়), যদি কোনো কিছু ভেঙে যায় কিংবা কোনো কিছু ব্লক বা আটকে যায় তাহলে সেটা সারানোর ব্যয়
- শৌচাগারে ফ্ল্যাশ করে পরিষ্কারের জন্য পানির ব্যয়

বিকল্পের ওপর নির্ভর করে প্রতি ব্যয়ই আলাদা হবে। যে বিকল্পটি নির্বাচন করা হবে, সেটার জন্য নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের দীর্ঘমেয়াদী পথ অবশ্যই থাকতে হবে।

ব্যয় নির্বাহের ইচ্ছা ও সামর্থ্য: কেমন ব্যয় হবে, সেটা বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি এটাও বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ওই ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিউনিটির মানুষ কতটা ইচ্ছুক বা তাদের সামর্থ্য কতটুকু।
কমিউনিটির মানুষের সম্পদের স্তরের ওপর নির্ভর করে স্যানিটেশন ও অন্যান্য বিষয়গুলো বুঝতে হবে। এই মানুষগুলোর মধ্যে স্যানিটেশন সেবার জন্য ব্যয়ের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে।

চলমান ব্যয়ের জন্য পরিপূরক তহবিলের প্রাপ্যতা: প্রায় সব ধরনের স্যানিটেশন বিকল্পেই চলমান ব্যয়ের অর্থায়ন কমিউনিটির বাইরে থেকে প্রত্যাশা করা হয়। এই ধরনের ব্যয়গুলোর জন্য স্থানীয় সরকার, করপোরেট দাতা বা অন্যান্য সূত্র তহবিল দেয়। চলমান ব্যয়ের বাইরেও মেরামতের জন্য বড় ধরনের খরচ বা জরুরি খরচের তহবিলও এই সূত্রগুলো থেকে পাওয়া যেতে পারে; তবে কোনটা সবচেয়ে সঠিক বিকল্প, সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

কারিগরী

জমি ও স্থানের প্রাপ্যতা: স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই পর্যাপ্ত জমি পেতে হবে। কিছু বিকল্প হতে পারে ভূগর্ভেও (যেমন: সড়কের নিচে)।

ব্যবহারকারীর সংখ্যা: এটা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যে, কত মানুষ নির্দিষ্ট ওই স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহার করবেন; কত মানুষ এটা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা এবং নতুন শৌচাগারের প্রতি অনেক মানুষ আকৃষ্ট হবে, এটাও বিবেচনায় নিতে হবে।

নির্মাণসামগ্রীর প্রাপ্যতা: নির্মাণকাজে যে সামগ্রীগুলো ব্যবহার করা হবে, সেগুলো অবশ্যই সহজলভ্য হতে হবে। কোনো কোনো স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য বিশেষ নির্মাণসামগ্রী প্রয়োজন হতে পারে, যেগুলো খুঁজে পাওয়া কঠিন।

পরিচালনার জন্য যা প্রয়োজন: কোনো কোনো স্যানিটেশন ব্যবস্থা বেশি মনোযোগ দাবি করে। বেশি ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় দাবি করে কমিউনিটির কাছে; কিংবা দক্ষ হাতের বিশেষ সেবার প্রয়োজন পড়ে ওই স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে।

নালা ব্যবস্থা: কিছু স্যানিটেশন ব্যবস্থায় ভালো নালা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এ জন্য স্থানীয় নালাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে যে সেগুলো শৌচাগার থেকে যাওয়া বর্জ্য নিরাপদভাবে নিষ্কাশন করতে পারবে কি না। এবং ওই স্যানিটেশন প্রকল্প সেই নালাগুলোও প্রকল্পের আওতায় আনতে পারে কিনা, যাতে মানুষ বা প্রাণীর বর্জ্য দূষণীয়ভাবে ছড়িয়ে না পড়ে।

পয়োনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক: প্রকল্প এলাকার শহর বা পাশে যদি প্রচলিত বা বিকেন্দ্রীকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকে, সেই নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে। সেটা প্রকল্পের আদর্শ এলাকার বাইরে হলেও পর্যবেক্ষণটা জরুরি। এটাও পর্যবেক্ষণ করার গুরুত্বপূর্ণ যে অদূর ভবিষ্যতে সেখানে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরির পরিকল্পনা আছে কি না।

পরিবেশগত

মাটি বা স্থানের ধরন: কিছু কিছু এলাকায় মাটি এতটাই শক্ত কিংবা এতটাই নরম যে গভীর গর্ত খনন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ছাড়া মাটির ধরন এবং ভূপৃষ্ঠের পানির পথ বা ভূগর্ভস্থ পানি দূরত্বের ওপর নির্ভর করে দূষিত হওয়ার কমবেশি আশংকা থাকে।

পানির সহজলভ্যতা: কিছু স্যানিটেশন ব্যবস্থার কার্যকর ব্যবহারের জন্য বেশি পানির প্রয়োজন হয়।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর: যেসব এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উঁচু, সেসব এলাকায় কিছু কিছু স্যানিটেশন ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব নয়।

পানি দূষণ: কোনো এলাকার জন্য বেছে নেওয়া স্যানিটেশন ব্যবস্থা যেন সেই এলাকার খাবার পানির উৎস বা পরিবেশ (পাশের নদীনালা) দূষিত না করতে পারে, সেটা বিবেচনায় নিতে হবে।

বন্যার সর্বোচ্চ স্তর: যেসব এলাকায় নিয়মিত (প্রতি বছর) বন্যা হয়, সেখানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণের সময় বিবেচনা করতে হবে; যাতে সর্বোচ্চ স্তরের বন্যার সময়ও সেই স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক

ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার: স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিউনিটির মানুষের বিশেষ প্রয়োজন বা অগ্রাধিকারমূলক কিছু বিষয় থাকতে পারে। সেটা হতে পারে তাদের প্রচলিত বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য, কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্কের কারণে, কমিউনিটির প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং কমিউনিটির মানুষের জীবনযাত্রার ধরনের জন্য। এ ছাড়া কমিউনিটির মানুষের সম্পৃক্ততায় সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কোন স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রয়োজন সেটা সফলভাবে বেছে নেওয়া সহজ হয়।

স্থানীয় আইন: কিছু কিছু শহর বা ওয়ার্ডে স্থানীয় আইন থাকতে পারে, যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ধরনের স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণে উৎসাহ দেওয়া হয় কিংবা নিরুৎসাহিত করা হয়।

নগর পর্যায়ের সেবা: কমিউনিটির স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিষয়ে সিদ্ধান্তে স্থানীয় ব্যবসায়ী, এনজিও বা স্থানীয় সরকার বিভাগগুলো প্রভাব ফেলতে পারে কারণ, তারা প্রয়োজনীয় সেবাগুলোর (ট্যাংক বা গর্ত খালি করা, মেরামতকরণ ইত্যাদি) ব্যবস্থা করতে পারে; কমিউনিটির মানুষকে সহায়তা করতে পারে।

মডিউল '৫-এ' তে কার্যক্রম বর্ণনা করার সময়, স্থানীয় সরকারের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞের উচিত স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিকল্পগুলো থেকে একটি বিকল্প পছন্দ করতে কমিউনিটির মানুষকে সহায়তা করা। আর সেই সহায়তার সময় স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞের উচিত, এই সেকশনে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নেওয়া এবং আরও প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় থাকলে তাও সংযুক্ত করা।

টেবিল ২.১ পথনির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে

টেবিল ২.১ দুর্যোগের আগাম বার্তাকোন পরিস্থিতিতে কী পদ্ধতি উপযোগী সে ধারণা পাওয়ার পথনির্দেশনা

● কম ● মাঝারী ● উচ্চ কোন পরিস্থিতিতে কোন পদ্ধতি বেশি উপযোগী, তা দেখানো হলো	জনসংখ্যার ঘনত্ব	ভূগর্ভস্থ খাওয়ার পানির জন্য কতটা ঝুঁকি	পানির প্রাপ্যতা কমপক্ষে	বন্যার ঝুঁকি	জমির সহজলভ্যতা	নির্মাণ কাজ ও পরিচালনার জন্য মানবসম্পদের সহজলভ্যতা	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামর্থ্য
পিট ল্যাট্রিন	উচ্চ	কম	কম	কম	কম	কম	কম
সেপটিক ট্যাংক (আরও ট্রিটমেন্টের জন্য প্রবহমান পাইপযুক্ত)	মাঝারী	মাঝারী/উচ্চ	মাঝারী	মাঝারী	কম	কম	কম
শোষণ গর্তসহ সেপটিক ট্যাংক	কম	কম	মাঝারী	কম	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী
কমিউনিটির সেপটিক ট্যাংক (আরও ট্রিটমেন্টের জন্য প্রবহমান পাইপযুক্ত)	উচ্চ	মাঝারী/উচ্চ	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী/উচ্চ	মাঝারী/উচ্চ
শোষণ গর্তসহ কমিউনিটির সেপটিক ট্যাংক	মাঝারী	কম	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী/উচ্চ	মাঝারী	মাঝারী
টয়লেট কমপোস্টিং	কম	উচ্চ	কম	কম	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী/উচ্চ
এবিআর (প্রবাহযুক্ত অ্যানারোবিক ফিল্টার)	মাঝারী/উচ্চ	মাঝারী/উচ্চ	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	উচ্চ	মাঝারী
সিম্পলিফাইড স্যুয়ারেজ	উচ্চ	মাঝারী/উচ্চ	উচ্চ	মাঝারী	কম	উচ্চ	মাঝারী

● অথবা যদি ভূগর্ভস্থ বা কোনো সড়কের নিচে

খ) ব্যক্তিগত, যৌথ বা কমিউনিটির জন্য শৌচাগারের বিকল্পগুলোর একটি বেছে নেওয়া

শৌচাগার বাড়ির জন্য হতে পারে, ভাগাভাগি করে ব্যবহারের জন্য হতে পারে, আবার কমিউনিটির জন্য হতে পারে। কত মানুষ ব্যবহার করতে পারবে, তার ওপর ভিত্তি করে এসব বিকল্প।

বাড়ির জন্য: এ ধরনের শৌচাগার শুধু একটি বাড়ির লোকজন ব্যবহার করবেন।

ভাগাভাগির শৌচাগার: এ ধরনের শৌচাগার দুই থেকে তিনটি বাড়ির (বা সর্বোচ্চ ২০ জনের জন্য একটি শৌচাগার) জন্য একটি হবে, তারা পাশাপাশি অবস্থানের হবেন; কিংবা ২/৩টি পরিবার একই ভবন বা চত্বরে বাস করেন, তাদের জন্যও এমন শৌচাগার হতে পারে।

কমিউনিটি শৌচাগার: এটা হলো শৌচাগারের ব্লক যা চারটি বা তার চেয়ে বেশি বাড়ির মানুষজন ব্যবহার করবেন। ব্লকে একই সুবিধাসম্পন্ন বেশ কয়েকটি শৌচাগার থাকবে। কখনো কখনো প্রতি পরিবার বা একাধিক পরিবার গ্রুপ করে ব্লকের নির্দিষ্ট একটি শৌচাগার ব্যবহার করতে পারেন।

প্রতি বাড়ির জন্য শৌচাগার নির্মাণই ভাগাভাগি কিংবা কমিউনিটি শৌচাগারের চেয়ে বেশি ভালো। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.২ মৌলিক বা নিরাপদ স্যানিটেশনের জন্য শৌচাগার ভাগাভাগি করে ব্যবহারের বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয় না। এর কারণ ভাগাভাগি করা ও কমিউনিটি শৌচাগারে নিচের সীমাবদ্ধতাগুলো থাকে:

- বাড়ির শৌচাগারের চেয়ে নোংরা থাকে এবং বাড়ির শৌচাগারের চেয়ে তুলনামূলক কম পরিষ্কার করা হয়ে থাকে
- ব্যবহারকারীকে বেশ কিছুটা হেঁটে এই শৌচাগারে পৌঁছাতে হয়
- এ ধরনের শৌচাগার কীভাবে পরিচালনা করা হবে এবং পরিচালনা ব্যয় কীভাবে মেটানো হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন পরিবারকে একমত হতে হয়
- বাড়ির শৌচাগারের চেয়ে এ ধরনের শৌচাগারে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হয়

এরপরও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য বাড়ি বাড়ি শৌচাগার নির্মাণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ:

- সব বাড়িতে পৃথক শৌচাগার নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমি পাওয়া যায় না
- অতি দরিদ্র পরিবারগুলো নিজেরা শৌচাগার ব্যবস্থাপনার খরচ দিতে অসমর্থ হতে পারে বা অনিচ্ছুক হতে পারে
- বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণে কেউ কেউ টাকা দিতে অনিচ্ছুক হতে পারেন, কারণ তাদের আশঙ্কা থাকে যে তাদের ওই বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। কিংবা জমির মালিক বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণে অর্থ দিতে অনীহা পোষণ করতে পারে।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্যও সম্ভব হলে বাড়ি বাড়ি শৌচাগার নির্মাণের বিকল্পটাই বেছে নেওয়া উচিত। এটা সম্ভব না হলে ভাগাভাগি বা কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণের দিকে যেতে হবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতি বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করা হলেও তার মানে এটা নয় যে, আলাদা করে প্রতিটির জন্য বর্জ্যধারক বা ট্যাংক তৈরি করতে হবে। শৌচাগার বাড়ির ভেতরে তৈরি করে একটি ট্যাংক ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা যেতে পারে (বেশ কয়েকটি বাড়ির মাঝখানে কমিউনিটি সেপটিং ট্যাংক নির্মাণ হতে পারে)।

কোন ধরনের শৌচাগার নির্মাণ করা হবে, জমির প্রাপ্যতার ওপর সে সিদ্ধান্ত প্রভাব ফেলতে পারে। শৌচাগার নির্মাণের জমি হতে হবে:

- ব্যবহারকারীদের যতটা সম্ভব কাছে হতে হবে (আদর্শ হলো ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ২০ মিটারের বেশি দূরত্ব না হওয়া)
- এমন জায়গা হতে হবে যা সন্ধ্যার পরেও নিরাপদ হয়
- শৌচাগার এমন জায়গায় হতে হবে, আশপাশের মানুষ যেন সেই শৌচাগার নির্মাণের কারণে মনক্ষুণ্ন না হয়
- সড়কে কাছাকাছি হতে হবে যাতে ট্যাংক থেকে বর্জ্য অপসারণের জন্য ট্রাক বা বাহন সেখানে পৌঁছাতে পারে
- এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে পানির সরবরাহ আছে এবং সম্ভব হলে বিদ্যুৎ সরবরাহও আছে।

কমিউনিটির মানচিত্র তৈরির সময় জমির প্রাপ্যতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে **মডিউল ৫.ক** -তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কমিউনিটি শৌচাগার হবে নাকি ভাগাভাগির শৌচাগার হবে, সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার সময়ে কমিউনিটির সদস্যদের পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কিছু বাড়ির মানুষ ভাগাভাগির শৌচাগারের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে কারণ, সেটা বাড়ির বেশি কাছে হবে ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয় বেশি সুরক্ষিত হবে। কেউ কেউ আবার কমিউনিটি শৌচাগারের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে কারণ এ ধরনের শৌচাগারের নির্মাণ ও পরিচালনা ব্যয় কম হবে; কারণ বেশি মানুষ এতে অংশ নেবে। কমিউনিটির মানুষের মধ্যে শৌচাগারগুলোর ধরন সম্পর্কে আলোচনার সময় এ বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে।

২খ

মডিউল ২খ

যৌথ এবং কমিউনিটি
শৌচাগারের ক্ষেত্রে
ব্যবস্থাপনা,
পরিচালনা এবং
আর্থিক বিকল্প উপায়

মডিউল ২খ
বসতবাড়ি ও কমিউনিটির জন্য স্যানিটেশন প্রযুক্তি

কমিউনিটি স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে স্যানিটেশন সিস্টেম যাতে দীর্ঘমেয়াদে কাজ করে, সেটা নিশ্চিত করার জরুরী। ব্যবস্থাপনায় যারা থাকবেন তাদের এই স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিচালনা ও আর্থিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

অংশগ্রহণকারী

- স্থানীয় সরকারের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ/বিশেষজ্ঞরা (যেমন: সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা)

লক্ষ্য

১. ভাগাভাগি করে ব্যবহারের শৌচাগার ও কমিউনিটির জন্য নির্মিত শৌচাগারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগুলো বোঝা-জানা

২. সেই কমিউনিটিগুলো সম্পর্কে জানা, যারা ভাগাভাগি করে ব্যবহারের শৌচাগার ও কমিউনিটির জন্য নির্মিত শৌচাগারের ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি নিজেরা করতে পারবে না

৩. ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, যাতে কমিউনিটিকে তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো ধরনটাই প্রস্তাব করা যায়

সারাংশ

সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা এই অধ্যায় পড়বেন এবং এর সঙ্গে পরিচিত হবেন। এই অধ্যায়ে অন্য কারও কার্যক্রম বিষয়ে কিছু নেই। বিভিন্ন কমিউনিটির স্যানিটেশনের বিকল্পগুলো সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যে সকল সরকারি কর্মকর্তার দায়িত্ব, তারা এই তথ্যগুলো ব্যবহার করতে পারেন। যা কমিউনিটির জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিকল্প উপায়গুলো বেছে নিতে সাহায্য করবে।

১. সাধারণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

স্যানিটেশন ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা টিমকে অবশ্যই শৌচাগারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ছোট-বড় সব ধরনের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। তাদেরকে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ফি আদায় করতে হবে এবং শৌচাগারের সুযোগ-সুবিধাদি উন্নতি পরিকল্পনা করতে হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, স্যানিটেশন ব্যবস্থাপকেরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং এই দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য ওই ব্যবস্থাপকদের রয়েছে। (বক্স ২.৪)

মডিউল ৫ গ-তে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কাজগুলো ব্যবস্থাপনা টিমের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়। এটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যণীয় একটা বিষয় যে, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য স্থানীয় সরকারকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

বক্স ২.৪

কমিউনিটি স্যানিটেশনের জন্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম

নিয়মিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ: যে কোনো প্রকার শৌচাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম মডিউল ২ এর সঙ্গে থাকা ফ্যাক্টশিটে দেখানো হয়েছে। তারপরও সব ধরনের শৌচাগারের জন্য কিছু সাধারণ কার্যক্রম প্রয়োজন হয়। কাউকে না কাউকে কার্যক্রম পরিদর্শনের দায়িত্ব নিতে হয়, অন্যান্য কাজ নিশ্চিত করতে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়:

- শৌচাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং কোথাও কোনো মলের দাগ, আবর্জনা বা দুর্গন্ধ থাকবে না
- শৌচাগারে যাতে কোনো কিছু আটকে না থাকে, বিশেষ করে বন্যা বা ভারী বৃষ্টির পরও যেন নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকে
- ব্যবহারকারীদের হাত ধোয়ার জন্য পানি ও সাবানের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- ঢাকনাযুক্ত পাত্র থাকতে হবে যেখানে স্যানিটারি ময়লা ফেলা যাবে, ময়লার পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার আগেই তা সরিয়ে ফেলতে হবে
- শৌচাগারের দরজা সঠিকভাবে বন্ধ করার জন্য তালা/ছিটকিনির ব্যবস্থা থাকবে
- শৌচাগারের দরজায় নারী ও পুরুষের ব্যবহারের জন্য আলাদা চিহ্ন থাকবে যা সহজেই চোখে পড়বে
- বাইরে থেকে শৌচাগারের ভেতরে দেখা যায়, এমন কোনো ছিদ্র/গর্ত থাকা যাবে না
- ছোটখাটো মেরামতের কাজ (যেমন: ট্যাপ লিক হওয়া) করতে হবে
- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের জন্য টয়লেট ব্যবহারকারীর বাড়ি থেকে ফি সংগ্রহ করতে হবে
- শৌচাগারের ভেতর লাইটের ব্যবহার থাকলে বাল্বগুলো যথাযথভাবে জ্বলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে

এই বিষয়গুলোর কোনো একটি পরিপূর্ণ না হলে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপককে যথাযথভাবে তা পূরণের পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে।

খালি করার বিষয়ে বিবেচনা: একটা সময় পর পর শৌচাগারের গর্ত বা ট্যাংক খালি করার প্রয়োজন হবে। ব্যবস্থাপকেরা স্থানীয় সরকারের সহায়তা নিয়ে ট্যাংক খালি করার ব্যবস্থা করবেন। ট্যাংক কখন খালি করতে হবে, সেটা জানার দায়িত্বও ব্যবস্থাপকদের। তারাই ট্যাংক খালি করার সেবাদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। প্রতিটি ধরনের স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটি খালি করার বিষয়ে তথ্য মডিউল ২-এর সঙ্গে থাকা ফ্যাক্টশিটে দেখানো হয়েছে।

বড় ধরনের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের উদ্যোগ: শৌচাগার বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হলে (যেমন: ঝড়ে, পুরোনো স্যানিটারি সামগ্রী ভেঙে যাওয়া বা নিম্নমানের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত) ব্যবস্থাপকদের স্থানীয় সরকারের সহায়তা নিয়ে তা সারানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ব্যবস্থাপকেরা ব্যবহারকারী কমিউনিটির সদস্যদের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে উন্নত স্যানিটেশনের পরিকল্পনা করতে পারেন। যেমন: শৌচাগারে বিশেষ চেয়ারের ব্যবস্থা করা যাতে কমিউনিটির প্রতিবন্ধীরাও ব্যবহার করতে পারেন।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য ফি সংগ্রহ: ভাগাভাগি করে ব্যবহার এবং কমিউনিটি শৌচাগারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য বাড়ি থেকে ফি তোলার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন ব্যবস্থাপকেরা। সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে রাখা, কে ফি দিল, কে দিল না তার রেকর্ড রাখা, কত টাকা ব্যাংকে জমা হলো, কত টাকা ব্যাংক থেকে তোলা হলো; এগুলোও নিশ্চিত করার দায়িত্ব ব্যবস্থাপকদেরই। কে এই তহবিলের অর্থ তুলতে পারবে এবং কিসে তা ব্যবহার করা যাবে, সে বিষয়ে নির্মাণ কাজের আগে একমত হতে হবে। আর্থিক উপায়গুলোর অধ্যায় দেখুন, সেখানে বিভিন্ন ধরনের খরচের ব্যাখ্যা রয়েছে যা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২. স্যানিটেশনের সাধারণ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমিকা

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠি প্রায়ই স্যানিটেশন ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা নিজেরা করতে হিমশিম খায়। তাই তাদের প্রয়োজন হয় সরকারি সহায়তা। সরকারি সহায়তা ছাড়া স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে পারে এবং শৌচাগার না থাকায় কিছু মানুষ টয়লেটের ব্যবহার ছেড়ে দিতে পারে। কিংবা সহায়তার অভাবে যেখানে সেখানে তাদের মলত্যাগ শুরু হবে।

কিছু দায়িত্ব আছে যেগুলোতে সরকারের উচিত কমিউনিটিগুলোকে সহায়তা করা (বাক্স ২.৫)। মডিউল ৪ সি. তে স্যানিটেশনে নিম্ন আয়ের মানুষকে স্থানীয় সরকারের সহায়তা ও তদারকির বিষয়ে আরও তথ্য রয়েছে।

বক্স ২.৫

কমিউনিটির স্যানিটেশন সহায়তায় সরকারের দায়িত্বগুলো

স্যানিটেশন প্রযুক্তিগুলো যথাযথভাবে কাজ করছে কি না তা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা করা: কমিউনিটির সদস্যদের অনেক সময় এই কারিগরী জ্ঞান থাকে না যে, কখন তাদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করবে না। স্থানীয় সরকারের উচিত একজন প্রকৌশলী বা যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার ব্যক্তিকে প্রতি বছর পরিদর্শনে পাঠানো। তারা পরিদর্শন করে নিশ্চিত করবেন শৌচাগারের ট্যাংক বা গর্তগুলি ঠিকভাবে কাজ করছে কি না। স্থানীয় সরকারের উচিত সিডিসি বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউকে দিয়ে পরিদর্শন করিয়ে নিশ্চিত করা যে, পুরো স্যানিটেশন ব্যবস্থায় কোনো সমস্যা আছে কি না।

কারিগরী সমস্যাগুলো সমাধানের পথ খুঁজতে সহায়তা করা: স্যানিটেশন প্রযুক্তিতে কোনো সমস্যা পাওয়া গেলে স্থানীয় সরকারের উচিত সেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে কমিউনিটির সদস্যদের সহায়তা করা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি শৌচাগারে ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়ায়, তাহলে একজন কারিগরী বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হতে পারে ওই সমস্যার কারণ খুঁজে বের করতে এবং তা সমাধান করতে। স্থানীয় সরকারের উচিত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে (সিডিসি) তাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তহবিলে (অর্থ ব্যবস্থাপনার অধ্যায় দেখুন) সুযোগ দেওয়া, যাতে তারা মেরামতের খরচ দিতে পারে।

সেপটিক ট্যাংক ও গর্ত খালি থাকার বিষয়টি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া: অনেক সময় কমিউনিটির সদস্যরা সচেতন থাকেন না যে, কখন শৌচাগারের সেপটিক ট্যাংক ও গর্তগুলো খালি করা প্রয়োজন হবে। কিংবা এটা জানে না যে, সেপটিক ট্যাংক বা গর্ত খালি করার সেবা কীভাবে কার কাছে পাওয়া যাবে। স্থানীয় সরকারের উচিত কমিউনিটির সদস্যদের সচেতন করা ও পরামর্শ দেওয়া যে, কীভাবে সেপটিক ট্যাংক ও গর্তগুলো নিরাপদভাবে খালি করা যায়। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের উচিত প্রতি বছর প্রতিটি কমিউনিটি পরিদর্শন করা এবং এটা নিশ্চিত করা যে কোন ট্যাংক বা গর্তগুলো খালি করতে হবে।

ভাগাভাগি করে ব্যবহার এবং কমিউনিটি শৌচাগারগুলোর নিয়মিত ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিগুলোর সঙ্গে কাজ করা: পরবর্তী অধ্যায়ে দেখানো হবে ভাগাভাগি করে ব্যবহার এবং কমিউনিটি শৌচাগারগুলোর ভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে। যে বিকল্পগুলো বেছে নেওয়া হবে, স্থানীয় সরকারের উচিত নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা যে, সেটা বাস্তবায়নে সঠিক ব্যবস্থাপনা চলছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কোনো কমিউনিটির সঙ্গে সহ-ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে যেতে পারে; যেখানে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগুলো গ্রহণ করবে। (ব্যবস্থাপনার উপায়গুলোর অধ্যায়ে সহ-ব্যবস্থাপনার অধ্যায় দেখুন)।

৩. যৌথ ব্যবহার এবং কমিউনিটি স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার বিকল্পগুলো

যৌথ ব্যবহার এবং কমিউনিটি টয়লেট ব্যবস্থাপনার নিশ্চিত করার বিভিন্ন উপায়গুলো নিচে তুলে ধরা হলো; এক বাড়ির জন্য নির্মিত শৌচাগারগুলোর ব্যবস্থাপনা সাধারণত নিজেরাই করে থাকে। এটা কমিউনিটির সহায়তায়ও হতে পারে, যা মডিউল ৫.সি তে বর্ণনা করা হয়েছে। নিচে কিছু তথ্য দেওয়া হলো যা থেকে ভাগাভাগি করে ব্যবহার এবং কমিউনিটি টয়লেট ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে ধারণা দেবে:

ক. সব ব্যবস্থাপনাই সরাসরি সিডিসি করবে

এই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সিডিসির সদস্যরা ব্যবস্থাপনার সব কাজের দায়িত্ব পালন করবেন। এর মানে হলো সিডিসির সদস্যরাই ভাগাভাগি/কমিউনিটি টয়লেট পরিষ্কার করবেন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তহবিলের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফি তুলবেন, তহবিল ব্যবস্থাপনা করবেন, টয়লেট পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনের সময় মেরামত ও সময়মতো ট্যাংক-গর্ত খালি করার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

কখন এটা ভালো বিকল্প হবে? এই ব্যবস্থাপনা শুধু ছোট কমিউনিটির ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর হবে। কারণ, ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্ব সিডিসির সদস্যদের হাতে। কিন্তু বড় কমিউনিটির ক্ষেত্রে সব দায়িত্ব সিডিসির সদস্যদের পক্ষে পালন করা সম্ভব না-ও হতে পারে। এই ব্যবস্থাপনা বড় কমিউনিটির ক্ষেত্রে জটিল হবে, সেখানে অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। যেমন: যেখানে পয়োনিষ্কাশনে বেশি পাইপের নেটওয়ার্ক আছে, বা অ্যানারোবিক ফিল্টার আছে বা টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে জলাভূমিতে।

খ. ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে সিডিসি কিন্তু পরিষ্কার করবে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা

এতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মেরামত ও ট্যাংক-গর্ত খালি করা এবং পরিদর্শন করার দায়িত্ব সিডিসির সদস্যরা পালন করবেন। কিন্তু নিয়মিত টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, টয়লেটে রক্ষিত স্যানিটেশন বর্জ্যের পাত্র খালি করা, যথাস্থানে নিয়মিত সাবান রাখা; এসব কাজ সিডিসির নিয়োগ দেওয়া এক বা একাধিক লোক করবে। এই লোক নিয়োগ দেওয়া যাবে কমিউনিটির ভেতর বা বাইরে থেকে। নারীদের টয়লেটের জন্য নারী কর্মী নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সিডিসি এই কর্মীদের মজুরি প্রদানের জন্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে অর্থ নেবে। সিডিসি এই পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের তত্ত্বাবধান করবে এবং পরিষ্কার কাজের জন্য যা লাগবে তা-ও সরবরাহ করবে।

এই ব্যবস্থাপনা কখন ভালো কাজ করবে? এই ব্যবস্থাপনা তখনই ভালো কাজ করবে, যখন সিডিসির সদস্যরা নিজ কমিউনিটির ভাগাভাগি করে ব্যবহার এবং কমিউনিটি টয়লেটগুলো নিজেরাই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু পরিষ্কার করার কাজটা করার মতো সময় তাদের হাতে নেই বা তারা এ কাজটা করতেও চান না।

গ. কিছু ব্যবস্থাপনা সিডিসি করবে, অন্য কাজগুলো কোনো তত্ত্বাবধায়ককে দেওয়া হবে

এই ব্যবস্থাপনায় সিডিসি গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যেমন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে অর্থ তুলে নেওয়া, কমিউনিটির কত সদস্য পরিচালনা ফি দেবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং টয়লেটের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বড় ধরনের পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের (যেমন: নতুন একটা ট্যাংক বসানো) মতো বিষয়।

এর বাইরে অন্য কাজগুলো করার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ককে দায়িত্ব দিতে পারে সিডিসি। সেই তত্ত্বাবধায়ক অন্য সব কাজ করবেন, যেমন: কমিউনিটি ও ভাগাভাগি করে ব্যবহারের টয়লেটগুলো যথাযথভাবে কাজ করছে কি না, প্রয়োজনে মেরামতের ব্যবস্থা করবেন, কমিউনিটির সদস্যদের কাছ থেকে ফি সংগ্রহ করবেন এবং ট্যাংক/গর্ত খালি করার সময়টা নিশ্চিত করবেন। সেই তত্ত্বাবধায়ক কর্মী নিয়োগ দেবেন ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের তত্ত্বাবধান করবেন। তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মজুরি পরিচালনা তহবিল থেকেই দেবে সিডিসি। একই কমিউনিটির সদস্যকেও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

এই ব্যবস্থা কখন কার্যকরভাবে কাজ করবে? সিডিসির কাছে যখন নানা ধরনের দায়িত্বের চাপ থাকে এবং সিডিসি টয়লেটগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেরা নিতে আগ্রহী না হন, তাহলে এটা খুবই ভালো একটা পদ্ধতি। এতে ভালো সমন্বয় এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করতে হয় এবং তত্ত্বাবধায়ককে টয়লেট সম্পর্কে যে কোনো বিষয় সিডিসিকে জানানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়।

ঘ. কমিউনিটিভিত্তিক আরেকটি সংগঠনকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কমিউনিটিভিত্তিক আরেকটি সংগঠনকে (সিবিও) দেওয়া যেতে পারে। এটা হতে পারে ইতিমধ্যে এমন সংগঠন কমিউনিটির মধ্যে আছে; নারীদের কোনো সংগঠন হতে পারে; একটি নতুন কমিটি হতে পারে (৫ জনের কাছাকাছি সদস্য) যা সুনির্দিষ্টভাবে টয়লেট ব্যবস্থাপনাই করবে। এই ব্যবস্থাপনা মডেলে সিডিসির পরিবর্তে সিবিও গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সিবিও তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচ্ছন্নতাকর্মী বাছাইও করতে পারবে।

এই ব্যবস্থাপনা কখন ভালোভাবে কার্যকর হবে? যদি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিতে এমন সিবিও থাকে যারা টয়লেট ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ভালোভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারে; তাহলে এই মডেল বিবেচনা করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি এমন একটা সিবিও থাকে যার নারী গ্রুপের সদস্যরা কোনো এনজিও থেকে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন; তাহলে তারা এই কাজে আগ্রহী হতে পারে এবং দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারবে। সিডিসি যদি টয়লেট ব্যবস্থাপনায় আগ্রহী না হয়, তাহলে এ জন্য কমিউনিটিতে নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের প্রয়োজন হতে পারে।

ঙ. ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জমির মালিকদের দেওয়া

যেখানে ব্যক্তিগত জমিতে টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে ভাগাভাগি করে (শেয়ারড) ব্যবহার করা ও কমিউনিটি টয়লেটের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জমির মালিকদের দেওয়া। যেখানে জমির মালিকেরা টয়লেট ব্যবস্থাপনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দেবেন।

কখন এই ব্যবস্থাপনা বেশি কার্যকর? যদি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা ও কমিউনিটি টয়লেটগুলো ব্যক্তিগত জমিতে স্থাপন করা হয়; তখন জমির মালিক এসব টয়লেট ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে রাজী থাকতে পারেন, এমনকি তিনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেওয়ার দাবিও তুলতে পারেন। তবে মালিককে অবশ্যই সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিতে যেতে হবে, যাতে টয়লেট ব্যবস্থাপনার সব কার্যক্রম যথাযথভাবে নিশ্চিত হয়। জমির মালিককে অবশ্যই এ ব্যাপারে রাজী হতে হবে যে, নতুন কোনো ফি আরোপ করবেন না এবং ভাড়া বাড়াবেন না; যা নিম্ন জনগোষ্ঠির মানুষ দিতে পারবে না।

চ. ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভাগাভাগি করা যেতে পারে সিটি বা ওয়ার্ড লেভেলের কোনো সংগঠনের সঙ্গে (সহ-ব্যবস্থাপনা)।

সহ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিউনিটির বাইরের অন্য সংস্থা বা সংগঠনগুলোর সঙ্গে টয়লেট ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভাগাভাগি করা যায়। এই বাইরের সংগঠনগুলো হতে পারে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, স্থানীয় কোনো এনজিও কিংবা ব্যবসায়ী। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটির সঙ্গে সেই সংগঠনের চুক্তি হতে হবে যে, সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্বগুলো তারা পালন করবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণত স্থানীয় সরকারের সঙ্গে কমিউনিটির হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার সেই সহায়তা দিয়ে থাকে, যেসব দায়িত্ব পালন করা কমিউনিটির নিজেদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যেমন: স্যানিটেশন বিষয়ে বিভিন্ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা, প্রযুক্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, বড় ধরনের মেরামত কাজ এবং ফি সংগ্রহের পদ্ধতি ঠিক করা।

কখন এই ব্যবস্থাপনা বেশি কার্যকর? সহ-ব্যবস্থাপনা সেখানেই বেশি কার্যকর, যেখানে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা কমিউনিটির সদস্যদের জন্য চ্যালেঞ্জিং (যেমন: ডিওয়াটস্ ডইডব্লিউএটিএস- সিস্টেম)। নিম্ন আয়ের মানুষের স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার কিছু দায়িত্ব নিতে বাইরের সংগঠনের (যেমন: স্থানীয় সরকার) ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন।

৪. স্যানিটেশনের জন্য আর্থিক উপায়গুলো

দীর্ঘমেয়াদে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল গড়া কঠিন। ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা টিমকে তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে টাকা সংগ্রহ এবং স্যানিটেশনে তা ব্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়।

ক. চলমান ব্যয় বিবেচনা

দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ ছাড়াও আরও যা প্রয়োজন:

- সবসময় ছোটখাট মেরামত (যথা: ভাঙা দরজা ঠিক করা, ট্যাপের লিকেজ সারানো, ক্ষতিগ্রস্ত ভেন্টিলেশন পাইপ ঠিক করা, ময়লা-আবর্জনা প্রবেশ রোধ করার সামগ্রী ইত্যাদি)
- হাত ধোয়ার সামগ্রী এবং সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা (যেমন: সাবান)
- পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মজুরি/বা তত্ত্বাবধায়কের মজুরি
- পানি ও বিদ্যুতের বিল
- স্যানিটেশনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি (যেমন: সিংক স্থাপন)
- সেপটিংক ট্যাংক বা গর্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তা খালি করার জন্য খরচ
- বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বিশেষজ্ঞের মজুরি (যেমন: ডিওয়াটসডিইডব্লিউএটিএস- সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন)
- বড় ধরনের মেরামতের জন্য খরচ (সেপটিক ট্যাংক ভেঙে যাওয়া বা বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া)

নতুন স্যানিটেশন প্রকল্প হাতে নেওয়ার সময় স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি এবং বাইরের যে কোনো তহবিলদাতাকে দীর্ঘমেয়াদে এসব খরচের সংস্থান কীভাবে হবে; সে বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে ফি সংগ্রহ করা এবং উপরোক্ত কাজের জন্য মজুরি শোধ কে করবে, তা কমিউনিটির মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে এবং বিষয়টি ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করতে হবে।

খ. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের জন্য তহবিল সংগ্রহের বিকল্পগুলো

যৌথ ও কমিউনিটি টয়লেটের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থাপনা টিম তিনটি সম্ভাব্য উপায়ে কমিউনিটির সদস্যদের কাছ থেকে ফি সংগ্রহ করতে পারে। সেটা হলো: মাসিক ভিত্তিতে, প্রতিবার ব্যবহারের ভিত্তিতে বা কর হিসেবে।

- **মাসিক ফি:** কমিউনিটির প্রতিটি বাড়ি বা পরিবারকে মাসিক ভিত্তিতে ফি পরিশোধের অনুরোধ জানানো হবে। এই ফি সরাসরি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফি কত হবে, সেটা স্থানীয় সরকারের সহায়তা নিয়ে কমিউনিটি ব্যবস্থাপনা টিমের ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। এই ফি নির্ধারণ এবং কীভাবে তা পরিশোধ করা হবে; সেটা টয়লেট নির্মাণের আগেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঠিক করে নিতে হবে। সবার জন্য সমান ফি নাও হতে পারে। কমিউনিটির সদস্যদের মতামতের এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত অভাবী পরিবারগুলো অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক কম ফি পরিশোধ করবে।

- **ব্যবহারপ্রতি ফি:** মাসিক ফি'র পরিবর্তে প্রতিবার ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে ছোট আকারে ফি পরিশোধ করতে পারে কমিউনিটির সদস্যরা। এ ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তিকে (তত্ত্বাবধায়ক বা একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী) সব সময় সেখানে থাকতে হবে ফি সংগ্রহের জন্য। স্যানিটেশনে কমিউনিটির সদস্যরা আরও কি সুবিধা চায়, সেটা পূরণে আলাদা ফি আরোপ করা যেতে পারে। প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত ফি সরাসরি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এটাও করা যেতে পারে যে, কমিউনিটির বাইরের কেউ টয়লেট ব্যবহার করলে তাদের কাছ থেকে ব্যবহারপ্রতি ফি সংগ্রহ করা এবং কমিউনিটির সদস্যদের কাছ থেকে মাসিক ভিত্তিতে ফি সংগ্রহ করা।

- **কর:** স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের জন্য সরকার কর আরোপ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পানির বিলের সঙ্গে বা অন্য কোনো সেবায় কর আরোপ করা যেতে পারে কিংবা জমি বা সম্পত্তির ওপর কর (লেভি) আরোপ করা যেতে পারে। এই কর-বাবদ আদায় করা অর্থ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে যুক্ত হবে।

২গ

মডিউল ২গ

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির স্যানিটেশনের জন্য সহায়ক অবকাঠামো ও সেবাসমূহ

মডিউল ২গ
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির স্যানিটেশনের জন্য সহায়ক অবকাঠামো ও সেবা

স্যানিটেশন সার্ভিস চেইনে (মডিউল ২.ক) দেখা যায়, ট্যাংক ও গর্ত থেকে মানববর্জ্য সরিয়ে নেওয়ার, পরিবহনের এবং ব্যবহারে একটা প্রক্রিয়া অবশ্যই থাকতে হবে (যা সহায়ক অবকাঠামো বা সেবা হিসেবে পরিচিত)। এই প্রক্রিয়া বা সেবাসমূহ ঠিক না থাকলে টয়লেটগুলো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে, বা বিপজ্জনক মানব বর্জ্য সেই ট্যাংক বা গর্তেই থাকবে বা পাশের কমিউনিটিতে চলে যাবে।

কমিউনিটির জন্য টয়লেট ও ট্যাংকের নকশা করার সময় সহায়ক অবকাঠামো ও সেবাগুলোর বিষয় বিবেচনায় আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সহায়ক অবকাঠামো ও সেবাগুলো নিশ্চিত করা সাধারণত কমিউনিটিগুলোর সামর্থ্যের বাইরে। এটা অবশ্যই সরকারকে বা বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ীদের করে দিতে হবে। এই বিষয়গুলো কমিউনিটির লোকজনদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। যদিও এটা নগরের উন্নয়নের সময় এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের স্যানিটেশন কৌশল ঠিক করার সময় (দেখুন মডিউল ১) নগরের নেতাদের সঙ্গে তাদের আলোচনা হওয়া উচিত।

অংশগ্রহণকারী

- স্থানীয় সরকারের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ/বিশেষজ্ঞগণ (উদাহরণ, সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা)

উদ্দেশ্য

১. সহায়ক অবকাঠামো ও সেবাসমূহের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জানা-বোঝা

২. ট্যাংক-গর্ত থেকে মানববর্জ্য সরিয়ে নেওয়া, পরিবহন ও ব্যবহারের নানা উপায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া

সারাংশ

সংশ্লিষ্ট যথাযথ সরকারি কর্মকর্তারা এই অধ্যায় পড়বেন এবং নিজেরা এর সঙ্গে পরিচিত হবেন। এই অধ্যায়ে অন্য কোনো কার্যক্রমের বিষয় আনা হয়নি। এই তথ্যগুলো সরকারি বিশেষজ্ঞরা নগর উন্নয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের স্যানিটেশন কৌশল উন্নয়নের সময় কাজে লাগাতে পারেন।

ধাপ ১ ধাপ ২

১. খালি করা ও পরিবহন; মানববর্জ্য ব্যবহারের জন্য সরিয়ে নেওয়া

স্যানিটেশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য টয়লেটের ট্যাংক এবং গর্ত খালি করার সেবা এবং মানববর্জ্য ব্যবহারের জন্য অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া জরুরি। ট্যাংক বা গর্তগুলো যথাসময়ে খালি না করলে সেগুলো ভরে যাবে এবং টয়লেট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন মানববর্জ্য কমিউনিটির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে রোগের প্রাদূর্ভাব ঘটাবে। মডিউল ৩. গ-তে ট্যাংক খালিকরণ পেশাদার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

মানববর্জ্য ধারকের বিভিন্ন ইউনিট (কঠিন ও তরল বর্জ্য অপসারণ) সাধারণত তিন উপায়ের মধ্যে এক উপায়ে খালি করা হয়। হাতে হাতে, আধা যান্ত্রিক ও পুরো যান্ত্রিক।

ক. খালি করার ধরনগুলো

- হাতে হাতে খালি করা
- আধা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খালি করা
- পরিপূর্ণভাবে যন্ত্র দিয়ে খালি করা

হাতে হাতে খালি করা

হাতে হাতে মানব বর্জ্য ট্যাংক থেকে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বেলচা, বালতি ও এ ধরনের হাতিয়ার প্রয়োজন হয়। **তবে হাতের সাহায্যে বেলচা-বালতি ব্যবহার করে ট্যাংক বা পিট খালি করার এ কাজ করা উচিত নয়।** কারণ এতে মানববর্জ্যের সংস্পর্শে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর অসুস্থ হয়ে পড়ার উচ্চমাত্রার ঝুঁকি থাকে। শুধু তাই নয়, বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এভাবে ট্যাংক খালি করা কমিউনিটির জন্যও নিরাপদ নয়। কারণ যে কোনো সময় দুর্ঘটনাবশত বিপজ্জনক এসব বর্জ্য সড়কে বা ড্রেনে পরতে পারে।

যেখানে ট্যাংক পরিষ্কারের কাজ এভাবে হাতে হাতে করার চর্চা আছে, সেখানে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আধা যান্ত্রিক কিংবা পরিপূর্ণ যান্ত্রিকভাবে কাজটি সম্পন্ন করার যথাযথ সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।

নকশা ২.৬

আংশিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খালি করা

আংশিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খালি করার ক্ষেত্রে এমন কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় যা হাত দিয়ে চালাতে হয়। এ ধরনের যন্ত্র সাধারণত পাম্প পদ্ধতিতে কাজ করে। এখানে যন্ত্রটি ঠেলে, সামনে পিছনে এগিয়ে পিছিয়ে কিম্বা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করে ট্যাংক থেকে বর্জ্য সরিয়ে নেওয়া হয়। কপিকল বা লিভারের মতো কাজ করে এটা (যেমন হস্তচালিত নলকূপ যেভাবে ভূগর্ভস্থ পানি বের করে আনে)। এই পাম্প বন্ধ ট্যাংকের ভেতরে সংযুক্ত করে মানব বর্জ্য বের করে আনে।

আংশিক যান্ত্রিকভাবে ট্যাংক থেকে মানব বর্জ্য অপসারণের প্রধান সুবিধাজনক দিক হলো এই পাম্পগুলো:

+ এগুলো হালকা ও সহজে বহনযোগ্য, যা ঘন বসতির এলাকায়ও নেওয়া সম্ভব
+ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতির চেয়ে কম ব্যয়বহুল ও পরিচালনা করা তূলনামূলক সহজ
+ এটা পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ বা জ্বালানির প্রয়োজন হয় না

আংশিক যান্ত্রিকভাবে ট্যাংক থেকে মানব বর্জ্য অপসারণের অসুবিধাজনক দিক হলো এই পাম্পগুলো:

- পরিপূর্ণ যান্ত্রিক পাম্পের তুলনায় কাজের গতি ধীর ও কম শক্তিশালী
- এটা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর শ্রম শক্তি নির্ভর
- ট্যাংক বা গর্তে আবর্জনা থাকলে এই পাম্প দিয়ে মানববর্জ্য অপসারণ কঠিন

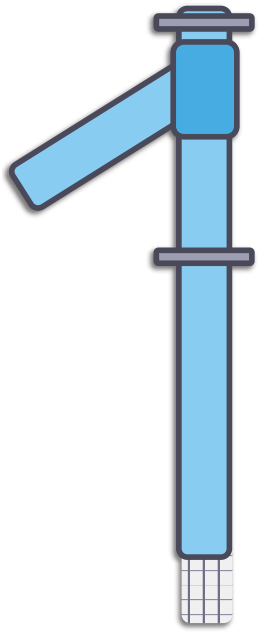

নকশা: ২.৭

পরিপূর্ণভাবে যন্ত্র দিয়ে খালি করা

এ পদ্ধতিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, সাধারণত পাম্পই ব্যবহার করা হয়; যা পুরোপুরি বিদ্যুৎ বা জ্বালানি তেল ব্যবহার করে চালাতে হয়। এই পাম্প বন্ধ ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করে মানব বর্জ্য বের করে আনা হয়। এসব পাম্পের মধ্যে কিছু বাক্সে করে বা হাতে করে নিয়ে টয়লেটের কাছে যেতে হয়।

কিছু বড় পাম্প আছে যেগুলো গাড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে ও গাড়ির সাহায্যেই পরিচালনা করতে হয় (কখনো কখনো ভ্যাকুটাগ বলা হয়)। ভ্যাকুটাগের ক্ষেত্রে ট্যাংক বা কনটেইনার থেকে মানববর্জ্য সরাসরি এর সঙ্গে সংযুক্ত গাড়িতে উঠে যায়। ভ্যাকুটাগ বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে:

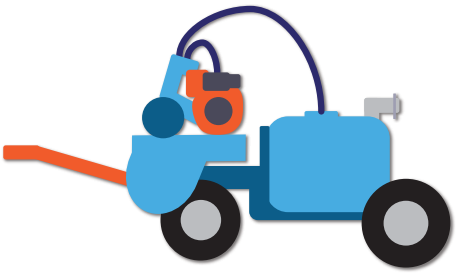

নকশা: ২.৮

অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ভ্যাকুটাগ, এমকে-২ (নকশা ২.৮) এবং এমকে-৪ (নকশা ২.৯) অপ্রশস্ত সড়কে চলতে পারে। এগুলো গৃহস্থালীর খুব কাছে যেতে পারে। এটা একটা বিশেষ সুবিধা কারণ নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠি যেখানে থাকে, সেখানে সড়ক সাধারণত অপ্রশস্ত হয় ও বেশি জায়গা থাকে না। তবে ছোট ভ্যাকুটাগে বর্জ্য ধারণের জায়গা কম থাকে এবং বেশি দূরত্বে চলতে পারে না।

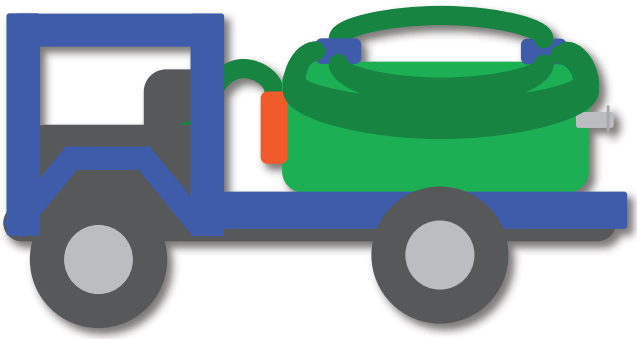

নকশা: ২.৯

পুরোপুরি যন্ত্রের সাহায্যে খালি করা (চলবে)

এমকে-VII (নকশা ২.১০) মডেলের বড় আকারের ভ্যাকুটাগ এক ট্রিপেই অনেকগুলো ট্যাংক বা গর্ত থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারে। কারণ বড় আকারের ভ্যাকুটাগে বর্জ্য ধারণের জন্য বড় জায়গা থাকে। এ ভ্যাকুটাগ সাধারণত ট্রাকের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অনেক ট্যাংক থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা ট্রিটমেন্ট এলাকায় নিতে পারে। তবে আকারে বড় হওয়ার কারণে অপ্রশস্ত সড়ক ও জায়গায় কারণে সব গৃহস্থালীর কাছে এটি নেওয়া সম্ভব হয় না।

ভ্যাকুটাগ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন:
https://www.fsmtoolbox.com/assets/pdf/243.pdf

নকশা: ২.১০

পুরোপুরি যান্ত্রিকভাবে খালি করার সুবিধাগুলো হলো:

+ এই পাম্পগুলি আধাযান্ত্রিক পাম্পগুলোর তুলনায় অনেক দ্রুত ট্যাংক থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারে
+ যারা খালি করার কাজটি করেন, পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতির কাজটা তারা খুব সহজেই করতে পারেন। আধাযান্ত্রিক পদ্ধতির কাজের চেয়ে এটা সুবিধাজনক তাদের কাছে
+ এই ভ্যাকুটাগে মেশিন ও কনটেইনার ট্রাকে যুক্ত থাকে বলে পরিবহন সুবিধানজনক

তবে পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতির কিছু সমস্যাও রয়েছে। সেগুলো হলো:

- এটা পরিচালনা ব্যয় আধাযান্ত্রিক পদ্ধতির চেয়ে বেশি
- পরিচালনা ব্যয় বেশি বলে এতে কোনো ভর্তূকি না থাকলে সেই ব্যয় মেটানো নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য কঠিন
- বড় আকারের প্রযুক্তিগুলো (যেমন: ভ্যাকুটাগ) নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির ঘনবসতিপূর্ণ বাসস্থলে নিয়ে যাওয়া কঠিন।

ভ্যাকুয়াম পাম্প প্রযুক্তির পাশাপাশি আরও অনেক ম্যানুয়াল এবং ম্যাকানিক্যাল/মটরচালিত যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়, যা দিয়ে ট্যাংক খালি করা যেতে পারে। এর কিছু উদাহারণ দেখুন:

https://www.un-ihe.org/sites/default/files/fsm_book_lr.pdf (পাতা ৭৪-৮৫)

খ. পরিবহনের ধরণ

ট্যাংক বা গর্ত খালি করে মানব বর্জ্য নিরাপদভাবে একটি বন্ধ কনটেইনারে নেওয়ার পর তা অবশ্যই পরিবহন করে এমন কোথাও নিয়ে যেতে হবে যেখানে এটা ব্যবহার করা হবে। পরিবহনের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিকল্প হলো: হাতে হাতে পরিবহন (ম্যানুয়াল) এবং যন্ত্রচালিত যানবাহনে পরিবহন।

পরিবহন কাজের সুবিধার জন্য ট্রান্সফার স্টেশন ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রান্সফার স্টেশন মূলত: একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা বড় আকারের একটি ট্যাংক/ভ্যাকুট্যাগ বা ধারক যেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা ছোট ট্যাংকের মল স্থানান্তর করার জন্য রাখা হয়। কমিউনিটি থেকে পরিশোধনের স্থানে বা ট্রিটমেন্ট লোকেশন পর্যন্ত যেতে ট্রান্সফার স্টেশনে পরিবহন ট্রিপ ভাঙা যেতে পারে। এতে পরিবহন ট্রিপ ছোট ও সহজ হয়।

পরিবহনের সময় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যাতে কোনোভাবেই পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও সাধারণ মানুষ সংগৃহীত এই মানববর্জ্যের (দেখুন মডিউল ৩. গ) সংস্পর্শে না আসে।

মানব বর্জ্য পরিবহনের সময় অবশ্যই ঢাকনাযুক্ত ও ছিদ্রমুক্ত কনটেইনার ব্যবহার করতে হবে এবং যথাযথ ট্রিটমেন্ট নিশ্চিত করতে হবে। ট্রিটমেন্টস্থল কোনোভাবেই খাওয়ার পানির উৎস, খাবারের উৎস বা মানুষের বসবাসস্থলের পাশে হবে না।

ম্যানুয়াল পরিবহন

মানব বর্জ্য ম্যানুয়াল পরিবহন ব্যবস্থায় কোনো একটা গাড়ি বা রিকশায় নিয়ে কোনো প্রাণী বা মানুষের মাধ্যমে ট্রিটমেন্টস্থলে নিয়ে যেতে হয়। যন্ত্রচালিত পরিবহনের চেয়ে এটা কম ব্যয়বহুল। এটা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার জন্য বেশি উপযোগী। যদিও যান্ত্রিক পরিবহনের তুলনায় ম্যানুয়াল পরিবহনে অল্প পরিমাণ বর্জ্য পরিবহন এবং কম দূরত্বে পরিবহন করতে হয়।

ঘনবসতিপূর্ণ যেসব এলাকায় পৌঁছানো কঠিন সেখানে ম্যানুয়াল পরিবহন ব্যবস্থাটাই বেশি উপযোগী। সাধারণত ম্যানুয়াল পরিবহন প্রয়োজন হয়, যান্ত্রিক পরিবহনের পরিপূরক হিসেবে। কিংবা মানব বর্জ্য ট্রান্সফার স্টেশনে পৌঁছানোর জন্য, যাতে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে যথাযথভাবে বর্জ্য পাওয়া যায়। (নকশা ২.১১)

নকশা: ২.১১

মোটর চালিত পরিবহন ব্যবস্থা:

মোটরচালিত পরিবহন ব্যবস্থায় মানব বর্জ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক বা এ ধরনের অন্য পরিবহন যুক্ত থাকে। মোটরচালিত পরিবহনের উদাহরণ হিসেবে ট্যাংক খালিকরণ অধ্যায়ে ভ্যাকুটাগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মোটরচালিত পরিবহন বিভিন্ন আকারের হতে পারে, বড় আকারের গাড়ি হলে বেশি পরিমাণ মানব বর্জ্য সংগ্রহ করে বেশি দূরত্বে পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু এ ধরনের পরিবহন কেনা ও পরিচালনা ব্যয় অনেক বেশি এবং অপ্রশস্ত সড়ক ও বেশি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এগুলো নিয়ে যাওয়া কঠিন।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি নগর বা শহরের ক্ষেত্রে মোটরচালিত পরিবহন বেশি প্রয়োজন হয়, যাতে বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে নিরাপদে মানব বর্জ্য সংগ্রহ করে তা ভালোভাবে পরিশোধন স্থলে পৌঁছানো যায়। (নকশা ২.১২)

নকশা: ২.১২

স্থানান্তর কেন্দ্র বা ট্রান্সফার স্টেশন

নিষ্কাশনকর্মীরা বিভিন্ন পয়োবর্জ্য ধারক (কনটেইনমেন্ট) থেকে অস্থায়ীভাবে মানববর্জ্য যেখানে জমা করে রাখতে পারেন সেই জায়গাগুলোকে স্থানান্তর কেন্দ্র বা ট্রান্সফার স্টেশন বলা হয়। ট্রান্সফার স্টেশন মূলত: বড় আকারের একটি ট্যাংক/ভ্যাকুট্যাগ বা ধারক যাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা ছোট ট্যাংকের মল স্থানান্তর করার জন্য রাখা হয়। একটি বড় ট্যাংকার ট্রাক সেই বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নিতে পারে এবং তা পরিশোধন কেন্দ্রে স্থানান্তর করে। পরিশোধন কেন্দ্রটির অবস্থান অনেক দূরে হলে এই ব্যবস্থা লাভজনক হয়। সে ক্ষেত্রে পরিশোধন কেন্দ্রে বর্জ্য পরিবহণে প্রয়োজনীয় গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে পরিবহণ খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

স্থানান্তর কেন্দ্রে ড্রাম, ট্যাংক অথবা উপযোগী অন্যান্য পাত্রে মানববর্জ্য রাখা থাকে যতক্ষণ না আরও বড় আকারের একটি ট্রাক এসে সেগুলো নিয়ে যায়। কোন কোন স্থানান্তর কেন্দ্রে মানববর্জ্যের প্রাথমিক পরিশোধন করা হয় যেমন সেগুলো শুকিয়ে ফেলা অথবা প্লাস্টিক ও অন্যান্য ময়লা অপসারণ ইত্যাদি।

স্থানান্তর কেন্দ্রগুলো স্থায়ী ভবনে হওয়ার দরকার নেই- ভ্রাম্যমাণ স্থানান্তর কেন্দ্রগুলোকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে যদি স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য কোনো জায়গা না থাকে।

স্থানান্তর কেন্দ্র সম্পর্কে আরও তথ্য রয়েছে এই ঠিকানায়:

https://www.uts.edu.au/sites/default/files/ISF- UTS_SNV_2016_A%20guide_to_sep-tage_transfer_stations.pdf.

নকশা: ২.১৩

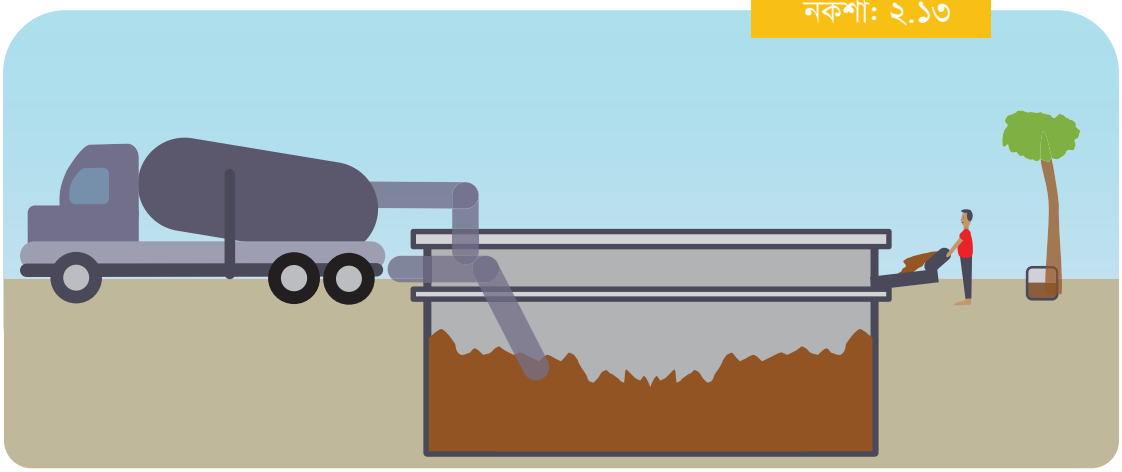

গ. ট্যাংক খালি করার জন্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবহণ

প্রতিটি নগর ও শহরের বিভিন্ন কূপ ও ট্যাংক খালি করে পয়োঃবর্জ্য নিরাপদে পরিশোধনাগারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি সেবাকর্মী বাহিনী প্রয়োজন। সরকার (সিটি করপোরেশন পৌরসভা, ওয়াসা,..) সিডিসি ফেডারেশন অথবা বেসরকারি ব্যবসায়ের মাধ্যমে এই সেবার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া যেতে পারে যেন তাঁরা নিজস্ব পাত্র ও ট্যাংকের বর্জ্য সরাতে পারেন। এ জন্য তাঁদের নিরাপদে কাজ করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিতে হবে। তবে পরিশোধনাগারে বর্জ্য পরিবহণের জন্য তাঁদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

বর্জ্য অপসারণের কাজগুলো চালু রাখতে এবং তার পাশাপাশি নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিকে (এলআইসি) নিরাপদ সেবা দেওয়ার কাজে যুক্ত কর্মীরা যাতে পর্যাপ্ত মজুরি পায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য সার্থক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় তার মধ্যে রয়েছে:

- কাজের খরচ জোগাতে এমনভাবে ভাড়া নির্ধারণ যাতে সেটা সবচেয়ে দরিদ্র গ্রাহকদের সাধ্যের মধ্যে থাকে বর্জ্য অপসারণ সেবার বিপণন এবং তাদের জন্য জনগোষ্ঠির সদস্যদের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি (মডিউল ৩ দেখুন)
- কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার হবে এবং কোন কোন এলাকায় সেগুলো থাকবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- মানববর্জ্য গ্রহণের জন্য একটি পরিশোধন কেন্দ্র প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
- পয়বর্জ্য নিষ্কাশণে আইনের প্রয়োগ বা পুরস্কার প্রদানের বিধিমালা প্রণয়ন যাতে নিষ্কাশনকর্মীরা নিরাপদ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করে (মডিউল ৩গ দেখুন) এবং বেআইনি ভাবে পয়োঃবর্জ্য যত্রতত্র না ফেলে

নগর ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বর্জ্য নিষ্কাশন (স্যানিটেশন) কৌশলপত্রে (মডিউল ১) বর্জ্য অপসারণ সেবার জন্য ব্যবসায়িক মডেল গঠনের অঙ্গীকার থাকা উচিত যদি সেটা শহরে আদৌ না থাকে

২. পরিশোধন ও নিষ্কাশন/পুনর্ব্যবহার– মানববর্জ্য নিরাপদ করা

জমা করার আগে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের আগে সব ধরনের মানববর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে নিরাপদ করে নিতে হবে। মানববর্জ্যের দুটি অংশ আছে যেগুলোকে পরিশোধন করে নিতে হবে: বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শক্ত অংশ (কাদার মতো মল) এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তরল (বর্জ্য পানি বা প্রস্রাব)। কখনো কখনো এই পরিশোধনের কয়েকটি ধাপ নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠির ভেতরেই সম্পন্ন করা যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, পরিশোধনের পুরোটাই সমস্ত নগর বা শহরটির জন্য তৈরি করা সুনির্দিষ্ট একটি জায়গার মধ্যে করা হয়ে থাকে।

ক. মল পরিশোধন ও নিষ্কাশন

কাদারূপী মল বিপজ্জনক ও অতিমাত্রায় রোগজীবাণুর ধারক। যদি এই বর্জ্য সরাসরি কোনো নদী বা ভূমিতে জমা করা হয়, সেটা খাবার পানি সরবরাহ ও খাদ্য সরবরাহ দূষিত করতে পারে এবং বিভিন্ন রোগের বিস্তারের কারণ হতে পারে। এটা পরিবেশও ধ্বংস করতে পারে যার পরিণামে মাছ ধরা ও খামারের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মলজাতীয় বর্জ্য পরিশোধনের মানে এটাকে কম বিপজ্জনক করে তোলা যাতে করে বর্জ্যটিকে নিরাপদে কোনো জলাশয়ের অংশ অথবা ভূমিতে নিষ্কাশন করা যেতে পারে।

বড় আকারের পরিশোধন ব্যবস্থা

মলজাতীয় বর্জ্য পরিশোধন ও নিষ্কাশন প্রায়শই একটি বড় পরিশোধন কেন্দ্রে সম্পন্ন করা হয় যা কোনো নগর বা শহরের সব অংশের বর্জ্য নিয়ে কাজ করে থাকে। এই বৃহৎ পরিশোধন কেন্দ্রের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নগরের আকৃতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা প্রয়োজন এবং সেটা কেবল নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

মল বা পয়োবর্জ্য পরিশোধনের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া রয়েছে। একটি উদারহণ হলো খুলনা নগরের ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যেখানে 'প্ল্যান্টেড গ্র্যাভেল ফিল্টার বেড প্রযুক্তি' বা নুড়ি পাথরের (এখানে বিশেষ প্রজাতির গাছ রোপন করা হয়) ফিল্টার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে সম্পূর্ণ পরিশোধনের বিষয়টি প্রাকৃতিক উপায়ে হয়ে থাকে। (চিত্র ২.১৪)

খুলনার পয়োবর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্রে ভ্যাকুটাগ পয়োবর্জ্যকে একটি নির্গমন পাত্রে (ইনলেট বক্স) দিয়ে অপসারণ করা হয়, যেমনটা উপরের ছবির সামনের অংশে দেখা যাচ্ছে। এই ইনলেট বক্সের ভিতরে অপসারিত বর্জ্য একটি ছাঁকনির ভেতর দিয়ে অপসারিত হয়। এর ফলে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বড় আকারের আবর্জনা ছেঁকে নেয়া যায়। তাতে সেগুলো কোথাও আটকে গিয়ে গোটা ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। স্থাপিত আস্তরণের (পাথরের ফিল্টার) ওপর এই বর্জ্য ফেলে দেওয়া হয় এবং তা নুড়িপাথরের ছাঁকনির (ফিল্টার) ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে তলানিতে গিয়ে পড়ে যেখানে সেটা স্যুয়ারেজ পাইপের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। আস্তরণগুলোর মধ্যে সংযোগ (লাইন) রয়েছে বলে বর্জ্য পানি চুঁইয়ে মাটিতে যায় না। এই প্রক্রিয়ায় কাদারূপী পয়োবর্জ্য থেকে ধীরে ধীরে রোগজীবাণু ও পুষ্টি উপাদান অপসারিত হয়। অপর প্রান্তে, সিস্টেম থেকে পরিশোধিত তরল বেরিয়ে যায় এবং একটি ধারায় প্রবাহিত হয়, আর কঠিন বর্জ্যগুলো উপরিতলে ধীরে ধীরে স্তুপ হয়। প্রতি কয়েক বছর পর পর সেগুলো সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

নকশা: ২.১৪

বড় আকারের পরিশোধন ব্যবস্থা (চলমান)

আরেকটি উদাহরণ কুষ্টিয়া জেলার কো-কম্পোস্টিং ফিকাল স্লাজ প্ল্যান্ট বা সহ-মিশ্রসার উৎপাদনকারী পয়োবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (চিত্র ২.১৫)। এই প্ল্যান্টে কাদারূপী মল একটি নিষ্কাশন কুঠুরিতে (২.১৫ চিত্রের নিচে দৃশ্যমান) ঢেলে ফেলা ে হয়।

তরল পয়োবর্জ্য যাতে শুষ্ককরণ আস্তরণগুলোর (এখানে একটি ইটের ভিত্তির সঙ্গে দৃশ্যমান) ওপর প্রবাহিত হয় সেজন্য গেট খুলে দেওয়া হয় যেখানে কঠিন বর্জ্য উপরিতলে থেকে থেকে শুকিয়ে যায় এবং তরল বর্জ্য ফিল্টার হয়ে ইটের নিচের পাইপে চলে যায়। তরল বর্জ্য পাম্প করে নারকেলের ছোবড়া পরিপূর্ণ একটি ছাঁকনি বা ফিল্টারে পাঠিয়ে আরও পরিষ্কার করার পর পলিশিং পন্ডে (????) ফেলে দেওয়া হয়। শুষ্ক বর্জ্য প্রতি সপ্তাহে অপসারণ করা হয় এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট বা গাছের মতো জৈব বর্জ্যের সঙ্গে মিশিয়ে সেগুলোও একই জায়গায় ফেলা হয়। এগুলো কাঠের গুঁড়ার সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয় এবং একটা সময় পেরিয়ে গেলে পরে প্রাকৃতিক তাপ ও শুষ্ককরণের কারণে বিপজ্জনক রোগজীবাণু মরে যায়। একবার মিশ্রণটি নিরাপদ পরিশোধন হয়ে গেলে সেটা সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এগুলো বাংলাদেশে সফল পয়োবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার দুটি উদাহরণ, তবে আরও অন্যান্য ধরনের নকশার পরিশোধন ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য প্ল্যান্টের নকশায় আরও দ্রুত বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অধিকতর জটিল প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে, তবে সেগুলো আরও ব্যয়বহুল এবং চালনার জন্য আরও ভালোভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী প্রয়োজন। যেকোনো ধরনের পরিশোধন প্ল্যান্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

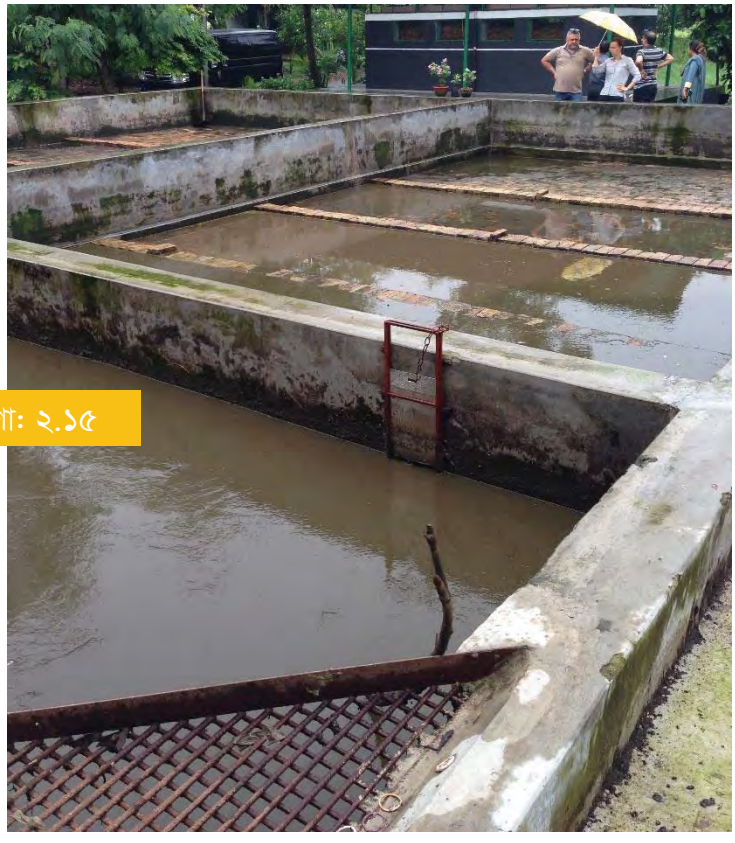

নকশা: ২.১৫

বড় আকারের পরিশোধন ব্যবস্থা (চলমান)

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে পয়োবর্জ্য কমিউনিটি বা ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিশোধন করা যেতে পারে। তবে, স্থান সংকুলানের অভাবে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে এটা প্রায়শই সম্ভব নয়।

কমিউনিটি বা ওয়ার্ড পর্যায়ে সম্ভাব্য একটি উপায় হচ্ছে প্ল্যান্টেড ড্রাইং বেড বা শুষ্ককরণ আস্তরণ বা বেড স্থাপন পদ্ধতি। এতে কয়েক স্তরের নুড়িপাথর (গ্র্যাভেল), বালি এবং কখনো কখনো প্ল্যান্ট (স্থাপিত ও অস্থাপিত শুষ্ককরণ বেড দুটোই সম্ভব) থাকে, সঙ্গে নিচে পাইপ বসানো। পয়োবর্জ্য ওই বেডের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়। বালি ও নুড়িপাথর পয়োবর্জ্য থেকে তরল শুষে নেয় এবং সেটা নিচের পাইপের মাধ্যমে তলানিতে চলে যায়।

শুষ্ককরণ বেড চালনা ও দেখাশোনার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী প্রয়োজন। বেডের নিচ থেকে যে তরল বের হয় সেটার আরও পরিশোধন দরকার হয়।

নকশা: ২.১৬

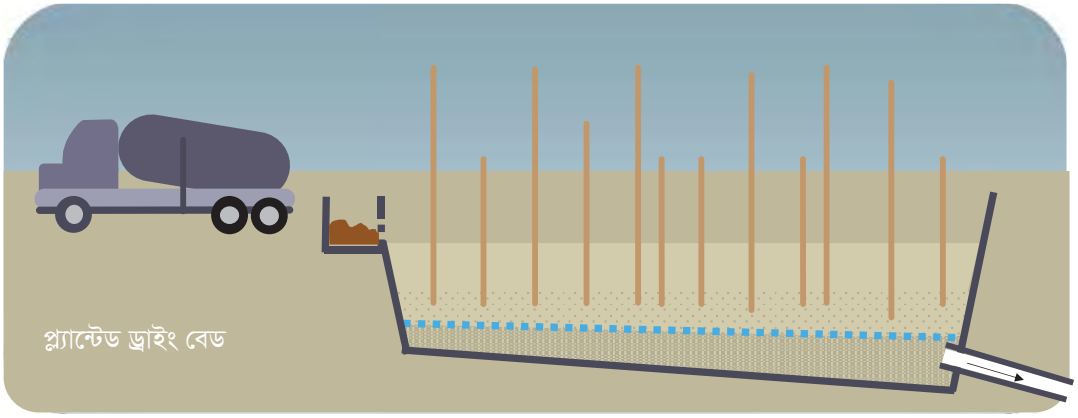

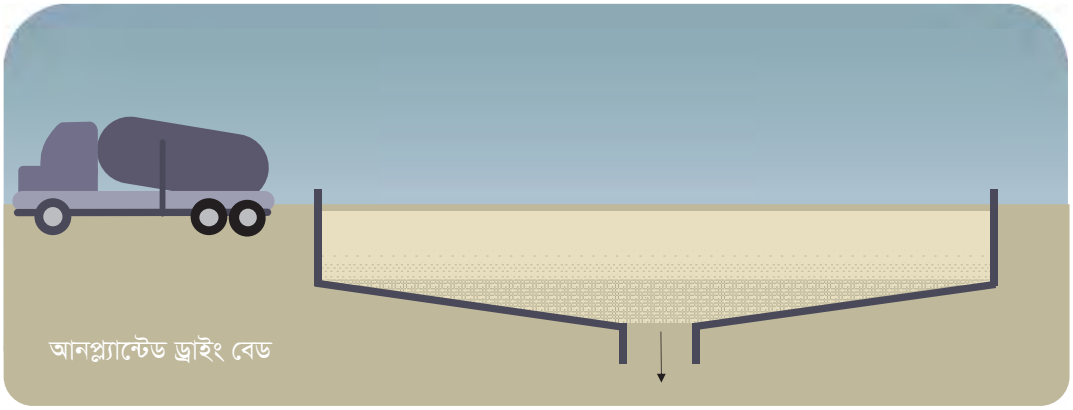

৩

মডিউল ৩

আচরণ
পরিবর্তন এবং
চাহিদা সৃষ্টি

মডিউল ৩
আচরণ পরিবর্তন এবং চাহিদা সৃষ্টি

এই মডিউলের সামগ্রিক লক্ষ্য স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত চাহিদা তৈরি এবং আচরণ পরিবর্তনের কৌশলপত্র নির্দেশ করা। শুধু পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো তৈরি করে দিলেই মানববর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে না। বরং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী এবং বর্জ্য নিষ্কাশনকর্মীদের মধ্যেও স্বাস্থ্যবিধি পালনের চর্চা এবং সুষ্ঠু পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

এসব কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোতে বসবাসরত লোকজনের নিরাপদ পয়োনিষ্কাশনের চাহিদা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নারীর মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত পয়োবর্জ্যের কূপ ও ট্যাংকগুলো খালিকরণ। নিষ্কাশনকর্মীদের পেশাদারি আচরণের উন্নয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই মডিউলে পয়োনিষ্কাশনের সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি ও আচরণসমূহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের শর্তাবলি নির্ধারণের সুযোগ করে দেয় । এর ফলে সরকারের সঙ্গে অংশিদারির ভিত্তিতে আচরণগত পরিবর্তনের কৌশল ও প্রয়োগও সম্ভব হয়। পাশাপাশি এটি নিষ্কাশনকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল নির্দেশ করে। একটি নগর ও ওয়ার্ড নেতাকে উদ্দেশ করে উন্নত পয়োনিষ্কাশন সচেতনতা ও চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন তৎপরতা মডিউল ১-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উদ্দেশ্যসমূহ

স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে দিক-নির্দেশনা প্রদান এই মডিউলের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য যাতে করে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো সহায়তা পায়:

- বসতবাড়ির জন্য নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ধারকের পক্ষে যোগাযোগ
- গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ এলাকায় শৌচাগার ব্যবহারকারীদের সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পক্ষে যগোযোগ
- নারীর নিরাপদ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার চর্চার পক্ষে যোগাযোগ
- কূপ ও ট্যাংক নিয়মিত খালিকরণ সেবার চাহদিা তৈরি
- নিষ্কাশনকর্মীদের মধ্যে সুষ্ঠু পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা চর্চার অনুশীলন

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ

আশা করা যায় যে এই মডিউলের বাস্তবায়ন:

- আশা করা হয় এই মডিউল বাস্তবায়ন করলে তা: স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো (মডিউল ২) ও সেবার পাশাপাশি সুষ্ঠু স্বাস্থ্যবিধি চর্চায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ধারণা দেবে
- স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলোকে সহায়তা করবে: আচরণ পরিবর্তনের ধরনের জন্য একটি সাধারণ প্রক্রিয়া বুঝতে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, শৌচাগার নিষ্কাশনকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশিক্ষণে সহযোগিতার জন্য স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসতে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে

৩ক

মডিউল ৩ক

পয়োনিষ্কাশন আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগ

মডিউল ৩ক
পয়োনিষ্কাশন আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগ

বাংলাদেশের নীতিমালার আলোকে এই মডিউলের সূচনা এবং জাতীয় পর্যায়ে আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপর এটি পয়োনিষ্কাশনের ব্যাপারে চারটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ চিহ্নিত করে এবং 'আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগ' কথাটির অর্থ এবং স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে। শেষ অধ্যায়ে আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগ কর্মসূচি প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ উপলব্ধির জন্য গঠনমূলক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারী

- স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ (যেমন: সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ বিষয়ে নীতিমালার আলোকে উপলব্ধি সৃষ্টি

২. আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগের গুরুত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় উপলব্ধি সৃষ্টি

সারাংশ

পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান কেন প্রয়োজন সে সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া এই মডিউলের উদ্দেশ্য। স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞরা এই অধ্যায়টি পড়বেন। এতে দায়িত্ব নেওয়ার কোনো কার্যক্রম নেই

১. বাংলাদেশের জাতীয় নীতিমালা প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের সরকার মনে করে যে আচরণগত পরিবর্তন যেকোনো পয়োনিষ্কাশন কর্মসূচির একটি জটিল অংশ। জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কৌশলপত্র (এনএইচপিএস) ২০১১-২০২৫ স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন ও আচরণগত পরিবর্তনের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। নিচের উদ্বৃতিগুলো এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে:

> *"আমি আনন্দিত এ জন্য যে জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কৌশলপত্র (ন্যাশনাল হাইজিন প্রোমোশন স্ট্র্যাটেজি - এনএইচপিএস), ২০১২ খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২৫ -এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া 'স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন' নিবিড়ভাবে পানি সরবরাহ ও পয়োব্যবস্থাপনা চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত যা জনগণের স্বাস্থ্যসচেতন আচরণ নির্দেশ করার পাশাপাশি তাদের একটি ওয়াকিবহাল এবং উপযুক্ত পথ বেছে নেওয়ার সামর্থ্য দেয়।"*[১]
>
> *আবু আলম মো. শহীদ খান, সচিব - স্থানীয় সরকার*

এনএইচপিএস আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগ (বিসিসি) প্রয়াসগুলোর উন্নয়নেও সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে:

> *কার্যকর স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন... একটি কার্যকর যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়, যাতে স্বাস্থ্যবিধি চর্চায় আচরণগত বৈসাদৃশ্য শনাক্তকরণের একগুচ্ছ পদ্ধতি ও উপকরণ থাকে এবং তা যোগাযোগের বিভিন্ন বার্তা তৈরি করে এবং কাঙ্ক্ষিত আচরণগত চর্চা ও নেতিবাচক সামাজিক নিয়মকানুন পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি বৈচিত্র্যময় যোগাযোগমাধ্যম গড়ে তোলে।"*[২]

[১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১২) ন্যাশনাল হাইজিন প্রোমোশন স্ট্র্যাটেজি ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর ইন বাংলাদেশ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মুখবন্ধ*

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১২) ন্যাশনাল হাইজিন প্রোমোশন স্ট্র্যাটেজি ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর ইন বাংলাদেশ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৃষ্ঠা ১৪*

'পানি ও পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধের কাঠামো' নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিসিসির গুরুত্বের প্রতিও এনএইচএইচপিএস জোর দিয়ে থাকে (চিত্র ৩.১ দেখুন)।

চিত্র ৩.১

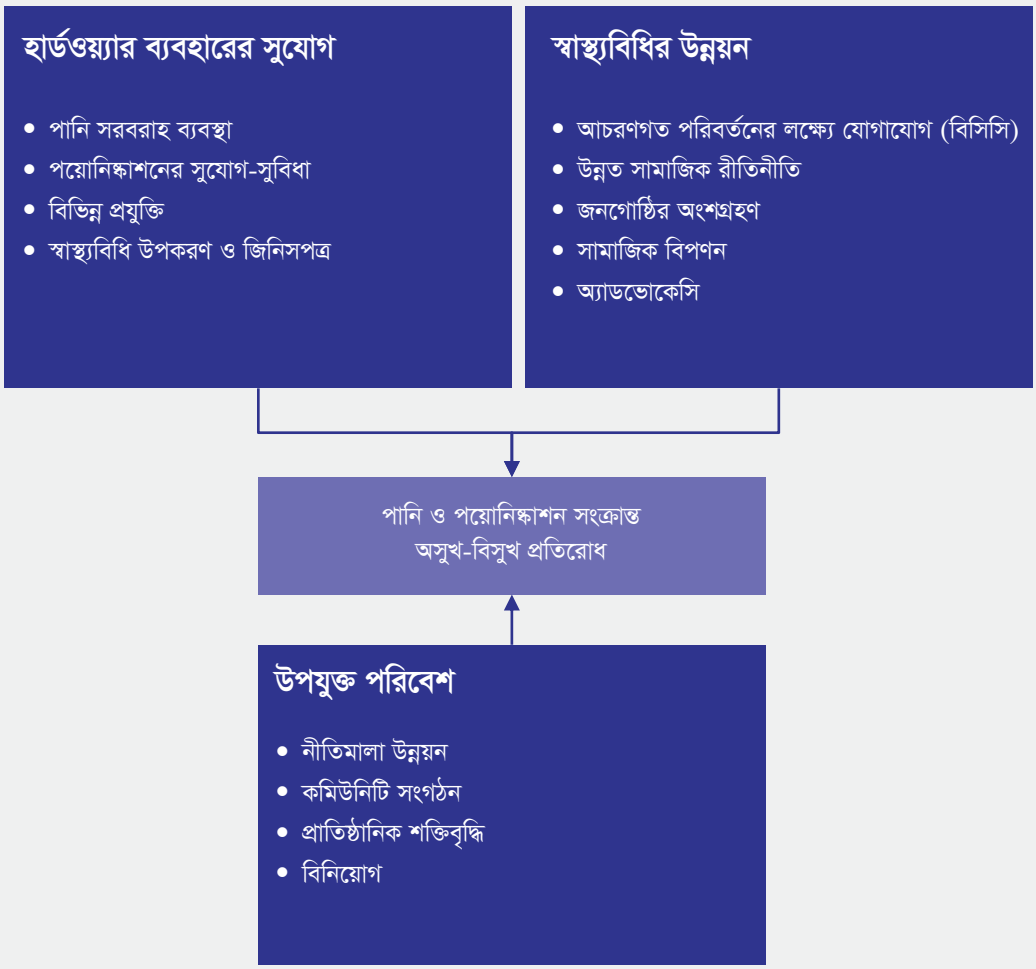

২. পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আচরণসমূহ কী কী?

পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত আচরণসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অভ্যাস বা কাজকর্ম যা পয়োনিষ্কাশন সুবিধা ব্যবহার (বা ব্যবহার করতে না পারলে) বা রক্ষণাবেক্ষণের সময় লোকজন নিয়মিত করে থাকে। এসব আচার-আচরণ গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, যদি লোকজন স্বাস্থ্যবিধিসম্মত আচার-আচরণ আয়ত্ত্ব করতে পারে, তাদের স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। উন্নত পয়োনিষ্কাশন সুবিধা স্থাপন এবং সেটা দেখাশোনার মধ্য দিয়ে এসব সুবিধা নিশ্চিত করা যায়। অতএব, কেবল পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ করে দিলেই সেটা যথেষ্ট নয়– লোকজন স্বাস্থ্যবিধিসম্মত আচার-আচরণ রপ্ত করেছে কি না সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যও বিভিন্ন কাজ করতে হবে।

এই মডিউলে পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত চারটি আচার-আচরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে:

১ **নিরাপদ পয়োনিষ্কাশনের চাহিদা:** অনেক পরিবার নিজে থেকেই পয়োনিষ্কাশন পরিস্থিতির উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হবে বলে ধরে নেওয়া যায় না। তাই অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের পাশাপাশি নাজুক পয়োনিষ্কাশন পরিবর্তনে সচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধির চাহিদা সৃষ্টির তৎপরতা প্রয়োজন। এই মডিউলে পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত চারটি আচার-আচরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে:

২ **নির্দিষ্ট কিছু সময়ে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া:** পায়খানা ব্যবহারের পরে, রান্নাবান্নার আগে, খাওয়ার আগে এবং শিশুদের খাওয়ানোর আগে অবশ্যই প্রত্যেকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবে। সাবান দিয়ে হাত ধোয়া মানববর্জ্য সংশ্লিষ্ট অসুখ-বিসুখের বিস্তার রোধ করে।

বক্স ৩.১

বাংলাদেশে বিসিসি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রেফারেন্স

1. Devine J (2009), Introducing SaniFOAM: A Framework to Analyze Sanitation Behaviours to Design
2. Effective Sanitation Programs, World Bank Water and Sanitation Programme. http://www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/GSP_sanifoam.pdf
3. Government of People's Republic of Bangladesh (2012) National Hygiene Promotion Strategy for Water Supply and Sanitation Sector in Bangladesh, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, Local Government Division. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2012_lgd_nationalhygienepromotionstrategywss.pdf
4. SNV (2016), Behaviour Change Communication Guidelines, SNV. http://www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/download/snv_behaviour_change_communication_guidelines_-_april_2016.pdf
5. WHO (2018), Guidelines on Sanitation and Health, WHO. https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/guidelines-on-sanitation-and-health/en/

৩

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা: নারী ও মেয়েশিশুদের পরিচ্ছন্ন মাসিক স্বাস্থ্যবিধি উপকরণসমূহ, নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখা, এবং মাসিকের বর্জ্য ঠিকমতো ফেলবার সুবিধার আওতায় থাকা উচিত। তাদের কমিউনিটিকে অবশ্যই এসবের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার জন্য নারী ও মেয়েরা সাধারণত শৌচাগার স্থাপনাগুলোকে গোপনীয় স্থান হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু এটা করতে গিয়ে তারা লজ্জা ও সংকোচের অনুভবের কারণে প্রায়ই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বা বাধার মুখোমুখি হয়। নারী ও মেয়েরা যাতে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে পালনে লজ্জা বা সংকোচ অনুভব না করে তা নিশ্চিত করতে কমিউনিটিকে অবশ্যই সহায়ক হতে হবে।

সচেতনতার অভাবের কারণে নারী ও মেয়েরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি সে সম্পর্কে আরও জানতে এসএনভি বাংলাদেশের তৈরি মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা শিক্ষামূলক ভিডিও দেখুন:
https://www.youtube.com/watch?v=oF6SXKDiCio

৪

কূপ ও ট্যাংকসমূহ নিয়মিত খালিকরণ: পায়খানা ব্যবহারকারীদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে কূপ ও ট্যাংকসমূহ নিয়মিত খালি করতে হবে এবং সেগুলো নিরাপদে খালিকরণের চাহিদা জানাতে হবে। যদি জনগোষ্ঠি, বাড়িওয়ালাসহ, কূপ বা ট্যাংক পরিপূর্ণ হলে বুঝতে না পারেন, অথবা এগুলো নিরাপদে খালিকরণের কারণ বুঝতে না পারেন, তাহলে তারা খালিকরণ সেবার জন্য টাকা দিতে আগ্রহী নাও হতে পারেন। পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো সঠিকভাবে চালু রাখার জন্য এবংগুলো যাতে উপচে জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে পড়ে রোগজীবাণু না ছড়ায় তা নিশ্চিত করার জন্য সেগুলো নিয়মিত খালিকরণ জরুরি।

নিয়মিত পয়োবর্জ্যের পাত্র ও ট্যাংক খালিকরণ কীভাবে জনসাধারণের উপকারে আসে তা জানতে 'মলযাত্রা' শীর্ষক নাটক দেখুন:
https://www.youtube.com/watch?v=Kr5BYdr-O1Q

কোনো কোনো কমিউনিটি বা জনগোষ্ঠি যদিও ইতিমধ্যে এসব আচরণের চর্চা করছে, আরও অনেকের বর্তমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত আচার-আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা প্রয়োজন যাতে করে তারা আরও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতে পারে। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, বর্তমান আচার-আচরণ পরিবর্তন সহজ নয়, আর এ ক্ষেত্রে বিশেষায়িত কিছু দক্ষতা থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

৩. পয়োনিষ্কাশন আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ কী?

পয়োনিষ্কাশন আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (বিসিসি) লোকজনকে তাদের বর্তমান আচরণসমূহ বোঝার মাধ্যমে পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত অভ্যাস বা আচরণ উন্নয়নের লক্ষ্যে এক ধরনের প্রয়াস। মানুষের পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যেমন: খরচাপাতি, বিভিন্ন বিশ্বাস, পারিবারিক দায়দায়িত্ব এবং নানারকম অভ্যাস। একটি জনগোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব প্রভাবক সম্পর্কে জানতে বিসিসি করা হয় যাতে করে লোকজনকে অধিকতর স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী একটি কৌশল প্রণয়ন সম্ভব হয়।

বিসিসির কারণ কী? অভিজ্ঞতা বলছে যে, কেবল লোকজনকে তাদের করণীয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া বা বলার ব্যাপারটা আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খুব কার্যকর উপায় নয়। এর একটা কারণ, প্রতিটি কমিউনিটির মানুষের আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা প্রভাবক রয়েছে। এসব প্রভাবকের প্রমাণের ভিত্তিতে বিসিসি প্রয়োগ করা হয় যা বিশেষভাবে একটি এলাকার (যেমন একটা ওয়ার্ড বা একটা শহর) জন্য এবং কাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠির জন্য প্রণীত।

একটা বিসিসি প্রণয়নের জন্য প্রশিক্ষত বিশেষজ্ঞ দল প্রয়োজন। যদি স্থানীয় সরকারের জনবলে এ বিষয়ে প্রশিক্ষত বিশেষজ্ঞ না থাকে, একটি বিসিসি প্রয়াস বাস্তবায়নে তাদের সহায়তার জন্য স্থানীয় একটি ডব্লিউএসএইচ (ওয়াশ) সংস্থাকে ডেকে আনতে হবে (মডিউল ৩খ দেখুন)।

যদি আপনার এলাকায় কোনো স্বাস্থ্যবিধি প্রচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে (যেমন: বিভিন্ন এনজিও বা সরকারের উদ্যোগে), সেটা তাদের জন্য বিষয়টির ধারণা নিতে সহায়ক হতে পারে।

ক. আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগের জন্য কাজ করার দায়িত্ব কার?

এনএইচপিএসের আওতায়, স্বাস্থ্যবিধিসম্মত আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রচারের মাধ্যমে লোকজনের অভ্যাস পরিবর্তনে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার দায়দায়িত্ব রয়েছে। এনএইচপিএসের দ্বিতীয় কৌশল (স্ট্র্যাটেজি টু) অনুযায়ী নগরাঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোর দায়বদ্ধতা আছে:

> **"সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাসমূহ নিজ নিজ এখতিয়ার অনুয়ায়ী অন্যান্য ওয়াশ সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সবধরনের পানি, পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার) সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করবে।"**

[১] *এসএনভি (২০১৬), আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ নির্দেশিকা*

"প্রত্যন্ত" এলাকাসমূহে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের জন্য এনএইচপিএসের একটি কৌশল রয়েছে। এতে শহরের বস্তি এবং অবৈধ দখলে যাওয়া এলাকাসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে যাতে ওয়ার্ড ওয়াটস্যান (পানি ও পয়োনিষ্কাশন) কমিটিগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে:

> **"বস্তিবাসীদের মধ্যে সুষ্ঠু স্বাস্থ্যবিধিসম্মত আচরণ নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড ওয়াটস্যান কমিটিসমূহ সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালাবে।"**

অতএব এনএইচপিএসের কাছ থেকে এটা স্পষ্ট যে, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলো, ওয়ার্ড পর্যায়ে যথাযথ কমিটি ও মাধ্যমে, অবশ্যই সুষ্ঠু স্বাস্থ্যবিধিসম্মত আচার-আচরণ সম্পকে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিগুলোর বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচার-প্রচারণা নিশ্চিত করবে।

স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রমের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় কর্মীদের সমন্বয়ের ওপর আরও তথ্য এনএইচপিএসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সরকারও এই পয়োনিষ্কাশন আচরণের পরিবর্তনের সমন্বয় ও বাস্তবায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং তাদের নেতৃত্ব প্রদান ও পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা উচিত। এই অর্থায়ন ও নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের ভূমিকা উল্লেখ করেছে এনএইচপিএস:

> *"পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন খাতে নীতিগত নির্দেশনা প্রদান ও সমন্বয় সাধনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) বাধ্যতামূলক দায়িত্বপ্রাপ্ত। এলজিডির অধীন পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন জাতীয় ফোরাম (এনএফ-ডব্লিউএসএস) জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম সমন্বয়, দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দের বন্দোবস্ত করবে।"*
>
> "গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের কার্যক্রম" শীর্ষক এনএইচপিএসের ৫.৩ অনুচ্ছেদ স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) নিম্নলিখিত কাজগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছে:
>
> - *"স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রমে অর্থায়নসহ যাবতীয় সমন্বয়"*
> - *"যথাযথ পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগকে দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান।"*
> - *"স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রমের জন্য পৃথক বাজেট সুবিধা প্রদান।"*

যদিও এনএইচপিএস বলেছে যে, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এবং ওয়াটস্যান কমিটিগুলো স্বাস্থ্যবিধি আচরণ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে দায়বদ্ধ, তারা এটাও উল্লেখ করেছে যে বিভিন্ন এনজিও, বেসরকারি খাত এবং উন্নয়ন অংশীদারগণও স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যবিধি আচরণ ত্বরান্বিতকরণে বিভিন্ন প্রকল্পের (পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন) অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

[১] *বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ২০১৮ পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা* XIV

৪. বিসিসি অবশ্যই প্রমাণনির্ভর হবে:

লোকজন কীভাবে চিন্তা ও অনুভব করে সে বিষয়ে উপলব্ধির গঠনমূলক গবেষণা একটি উত্তম বিসিসি কৌশল প্রণয়নের জন্য অপরিহার্য। মানুষের আচরণের যেসব প্রভাবক রয়েছে, সেগুলো বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। তাই সেগুলো বিসিসি প্রয়াসের নকশা প্রণয়নের আগেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

এনএইচপিএস বলছে,
"কাঙ্ক্ষিত জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য একটি জনগোষ্ঠির উপলব্ধি এবং আচরণগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাসমূহ, এবং প্রচারমূলক হস্তক্ষেপের পদ্ধতিগত নকশা নিয়ে গঠনমূলক গবেষণা পুঙ্খানুপুঙ্খ একাধিক জরিপ পরিচালনা করতে হবে।"

বিভিন্ন বাধা ও প্রেরণার প্রমাণ চিহ্নিতকরণ এবং সহায়ক পরিবেশ যা মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণ গ্রহণে প্রভাবিত করে সেসব জানতে গঠনমূলক গবেষণা করা হয়। ভালো বিসিসি প্রয়াস বাস্তবায়নের জন্য এই প্রমাণ প্রয়োজন।

গঠনমূলক গবেষণা আয়োজনের জন্য একটি স্পষ্ট কাঠামো ব্যবহার করা জরুরি। পয়োনিষ্কাশন উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত একটি পরিচিত কাঠামো 'ফোম' (অথবা স্যানিফোম) ১ কাঠামো:

ফোকাস (কেন্দ্রবিন্দু -এফ): কাঙ্ক্ষিত লোকজন নির্ধারণ এবং কাঙ্ক্ষিত আচরণ সম্ভাবনা নির্ধারণ: এই ব্যক্তির কি এই আচরণ রপ্ত করার সম্ভাবনা আছে?

অপরচুনিটি (সম্ভাবনা -ও) : ব্যক্তিটির কি এই আচরণ প্রদর্শনের সম্ভাবনা আছে?

অ্যাবিলিটি (সামর্থ্য- এ): এই ব্যক্তি কি এই আচরণ আয়ত্ব করতে সক্ষম?

মোটিভেশন (প্রেরণা- এম): এই ব্যক্তি কি আচরণটি চর্চা করতে চায়?

এফওএএম (ফোম) কাঠামো (অথবা সমতুল্য অন্য কোনো একটি) গঠনমূলক গবেষণায় দিকনির্দেশনার জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিসিসি প্রয়াসকে জানানো প্রয়োজন বলে সুপারিশ করা হয়

[১] *এসএনভি (২০১৬), আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ নির্দেশিকা*

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১২) বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন খাতের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কৌশল, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৃষ্ঠা ১৫*

৫. একটি শক্তিশালী বিসিসি প্রয়াসের পরিকল্পনা: কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না

একটি বিসিসি প্রয়াসের জন্য স্থানীয় সরকার বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারি পরিষদ (যেমন: ওয়ার্ড পর্যায়ে পানি ও পয়োনিষ্কাশন কমিটি), পানি ও পয়োনিষ্কাশন সেবা প্রদানকারী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা (যেমন: পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা কমিটি) প্রভৃতির অংশীদার হতে পারে। কাকে সঙ্গে নেওয়া যাবে সেটা কাঙ্ক্ষিত সামাজিক গোষ্ঠির ওপর নির্ভর করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিসিসি যদি মা ও নবজাতক শিশুদের নিয়ে কাজ করতে চায়, স্থানীয় সরকারকে একটি স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে হতে পারে যারা মায়েদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। একটি বিসিসি প্রয়াস বাস্তবায়নের সময় কার সঙ্গে কাজ করা যাবে তা বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করা উচিত:

- বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা কোনটি হওয়া উচিত?
- নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বে কার থাকা উচিত?
- সহায়তাকারীর ভূমিকায় কার থাকা উচিত

একটি শক্তিশালী বিসিসি প্রয়াসের পরিকল্পনা সহজ নয় এবং এ জন্য দক্ষ বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন– পরবর্তী অধ্যায়ে একটি স্থানীয় ওয়াশ সংস্থা খুঁজে বের করে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তথ্য রয়েছে। এর কয়েকটি ধাপ বিসিসি প্রয়াসে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আর কী কী এড়িয়ে যেতে হবে সেই তালিকাও নিচে দেওয়া হলো:

একটি ভালো বিসিসি প্রয়াসে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে: [1]

১. আচরণগত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ

২. আচরণ পরিবর্তন বিষয়ে বর্তমান তথ্যসমূহ পর্যালোচনা এবং গবেষণা

৩. স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রমে জানানোর জন্য গঠনমূলক গবেষণা পরিচালনা

৪. যোগাযোগ উপকরণসমূহ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কাঙ্ক্ষিত লোকজনসহ বিসিসি প্রয়াসের পরিকল্পনা প্রণয়ন

৫. বহুমাত্রিক সৃজনশীল ধ্যান-ধারণা ও ফলাফলসমূহের প্রাক-পরীক্ষা

৬. বিসিসি প্রয়াস চূড়ান্তকরণ

৭. এলআইসি বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে একটি স্থানীয় বিসিসি কৌশল প্রণয়ন

৮. কৌশল বাস্তবায়ন

৯. ফলাফলসমূহ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

1 SNV (2016), Behaviour Change Communication Guidelines

বিসিসি প্রয়াসে সাধারণ ত্রুটিসমূহ পরিহার করাও উচিত:

উপকরণ তৈরিতে খুব বেশি সময় ও সম্পদ খরচ করা বিসিসি প্রয়াসে উচিত নয়: প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি কৌশলের গবেষণা ও উন্নয়নের তুলনায় অধিকাংশ সময় ও সম্পদ চলে যাচ্ছে যোগাযোগ উপকরণসমূহের (যেমন: পোস্টার ও লিফলেট) পরিকল্পনায়। গঠনমূলক গবেষণায়, কাজ শুরুর মাধ্যমে উন্নতির পরিকল্পনায় এবং বিসিসি প্রয়াসের তদারকি ও মূল্যায়নে প্রকৃত সময় ও সম্পদ কাজে লাগাতে হবে।

কেবল স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত হবে না: কেবল রোগজীবাণু এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা প্রচারের ভিত্তিতে বার্তা প্রদানের বিষয়টি সাধারণত অকার্যকর হয়ে থাকে। প্রায় ক্ষেত্রে লোকজন উন্নততর স্বাস্থ্যের বার্তায়ও অনুপ্রাণিত হয় না। বরং তারা সাধারণত নোংরা হাতের প্রতি বিতৃষ্ণা, শিশুদের যত্ন নেওয়ার তাগিদ, সাচ্ছন্দ্য, সম্প্রদায় বা কমিউনিটির বাকি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ইচ্ছা প্রভৃতি আবেগি বিষয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। কার্যক্রমে অন্যান্য তথ্য প্রদানের পাশাপাশি প্রমাণ উপস্থাপন এবং জনসাধারণের আবেগ আকর্ষণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কেবল নারীদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়: পরিবারে স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে সাধারণত নারীদের দায়ী মনে করা হয়। তবে কেবল নারীদের লক্ষ্য করে প্রচার চালালে সেটা তাদের ওপর এই দায়িত্বের বোঝা বাড়িয়ে দিতে পারে। পাশাপাশি পুরুষ আত্মীয়দের আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তারে নারীদের সীমিত সামর্থ্যের বিষয়ে প্রকৃত ধারণা অর্জনে ব্যর্থতা আসতে পারে। তাই পয়োনিষ্কাশনে (নিরাপদ ধারণব্যবস্থা অথবা খালিকরণ সেবা) বিনিয়োগের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করতে হবে। অতএব বিসিসি প্রয়াসে স্পষ্টভাবে পুরুষসহ কাঙ্ক্ষিত লোকজন নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং চিরাচরিত জেন্ডার বিবেচনায় কাজ না করার চেষ্টা করতে হবে।

একসঙ্গে অনেক বেশি আচরণ বদলানোর চেষ্টা করবেন না: বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠির অনেক বেশি আচার-আচরণ একসঙ্গে বদলে দেওয়ার চেষ্টা বিসিসি প্রয়াসের কার্যকারিতা সীমিত করে দিতে পারে। যদি এই মডিউলে উল্লিখিত চারটির বাইরে অন্য কোনো আচার-আচরণ নিয়ে কাজ করতে হয়, সেজন্য সুনির্দিষ্টভাবে আরেকটি বিসিসি প্রয়াস পরিকল্পনা করে নিতে হবে।

সময়ানুবর্তী হোন: বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত একই কৌশলে উল্লেখযোগ্য ভিন্ন মাত্রার সাফল্য আসতে পারে। লোকজন যে সময় সবচেয়ে বেশি মাত্রায় গ্রহণ করতে পারে (যেমন: যখন মানুষের হাতে টাকাপয়সা থাকে তখন পায়খানা ক্রয় বা নতুন পয়ঃনিষ্কাশন সেবা চালুর প্রচার চালাতে হবে) এবং কখন বিভিন্ন সেবা-সুবিধা মিলবে সেটা বিবেচনায় রেখে কৌশল প্রণয়নের সময়সূচি নির্ধারণ করুন।

1 SNV (2016). Behaviour Change Communication Guidelines

2 Curtis, V. A., Danquah, L. O., & Aunger, R. V. (2009). Planned, motivated and habitual hygiene behaviour: an eleven country review. Health education research, 24(4), 655-673.

৩খ

মডিউল ৩খ

বিসিসি অংশীদারদের জন্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার শর্তাবলি (টার্মস অব রেফারেন্স বা টিওআর):

মডিউল ৩খ
বিসিসি অংশীদারদের জন্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার শর্তাবলি (টার্মস অব রেফারেন্স বা টিওআর):

উন্নত পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর উপকারী প্রভাবসমূহ সর্বাধিক কার্যকর করতে আচার-আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি বিসিসি প্রয়াসের পরিকল্পনা বেশ কঠিন, তবে তার জন্য দক্ষ বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন। যদি স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর কর্মীদের মধ্যে কোনো বিসিসি বিশেষজ্ঞ না থাকে, তখন বিসিসি অংশীদার হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন হবে।

নিচে একটি নমুনা (টেম্পলেট) রয়েছে যা একটি 'ওয়াশ' সংস্থা বা ব্যক্তিকে স্থানীয় সরকারের অংশীদার হিসেবে একটি বিসিসি প্রয়াসের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নিয়ে আসার জন্য টিওআর প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে। গোলাপি অংশের লেখায় নগর/শহরের বিস্তারিত মিল রেখে হালনাগাদ করতে হবে যেখানে অংশীদার কাজ করবেন। টেম্পলেটের বিষয়বস্তু এখানে কয়েকটি পরামর্শ। নগর/শহরের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

টিওআর টেম্পলেটটি কয়েকটি পৃথক টিওআরে ভাগ করেও নেওয়া যেতে পারে (যেমন: গঠনমূলক গবেষণার জন্য একটি, বিসিসি কৌশল পরিকল্পনার জন্য একটি) যদি কাজের পরিমাণ একক ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য খুব বেশি হয়ে যায়।

অংশগ্রহণকারী

- বাহ্যিক পরামর্শদাতা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিসমূহে পয়োনিষ্কাশনের চাহিদা ও সংশ্লিষ্ট আচার-আচরণের উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগাযোগের পরিবর্তন সাধনে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে কাজের জন্য একজন ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শক (কনসালট্যান্ট) চিহ্নিতকরণ।

২. অংশীদারির ভিত্তিতে কনসালট্যান্ট ও স্থানীয় সরকার মিলে আচার-আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগের একটি প্রয়াসের নকশা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তদারকি করবেন।

সারাংশ

একটি টিওআর টেম্পলেট দেওয়া আছে যা প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা যাবে এবং পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি পরিবর্তনবিষয়ক একজন পরামর্শক (কনসালট্যান্ট) নিয়োগে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই কনসালট্যান্ট স্থানীয় সরকারের সঙ্গে অংশীদারির ভিত্তিতে আচার-আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগ প্রয়াসের একটি নকশা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তদারকির কাজ করবেন।

বিসিসি অংশীদারের/পার্টনারের সঙ্গে কাজের শর্তাবলি বিষয়ক নমুনা (টেম্পলেট ফর টিওআর)

This template is spread over four pages

প্রতিবেদন দেবেন (রিপোর্ট হৎহহৎহহৎহৎবেন): [সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার যোগাযোগ কেন্দ্রে]

স্থান: [নগর/শহরের নাম]

সময়সীমা: [যে তারিখে কাজ শুরু হবে]

স্থায়িত্বকাল: [কাজটি শেষ করতে অংশীদারের কতদিন সময় লাগবে তা চিহ্নিত করুন– গঠনমূলক গবেষণা ও বিসিসি প্রয়াস পরিকল্পনার জন্য আনুমানিক চার মাস হতে পারে]

পয়োনিষ্কাশন সুবিধাসমূহ শহরাঞ্চলের নিম্ন-আয়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির (কমিউনিটি) যথাযথ স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করে, তবে সে জন্য তাদের কাছে স্বাস্থ্যসম্মত উত্তম আচার-আচরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন। সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নারীর মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ধারকের চাহিদা এবং পায়খানার কূপ বা পাত্র খালিকরণ সেবার চাহিদা–এই চারটি আচরণ কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই সঞ্চারিত করে দিতে হবে যাতে করে তাঁরা সুস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য এসব আচরণের গুরুত্ব বুঝতে পারেন।

জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কৌশলে যেমনটা বর্ণনা করা হয়েছে, স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণের প্রসার এবং প্রত্যেকের আয়ত্তকরণ নিশ্চিত করতে আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে যোগাযোগের (বিসিসি) বিভিন্ন উদ্যোগ প্রয়োজন।

অতএব এখানে [নগর বা শহরের নাম এবং সুনির্দিষ্ট ওয়ার্ডের নাম] পয়োনিষ্কাশন সংক্রান্ত আচার-আচরণের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিসিসি উদ্যোগ পরিকল্পনার জন্য এই [সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার নাম] একজন ব্যক্তি বা সংস্থার সন্ধান করছে।

কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

এই কাজের জন্য একটি কার্যকর বিসিসি উদ্যোগের নকশা প্রয়োজন যাতে করে শহরাঞ্চলের নিম্ন-আয়ের কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে পয়োনিষ্কাশনের ব্যাপারে স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণ বিষয়ক ধারণার উন্নয়ন ঘটানো যায়। আশা করা হয়, এটা [সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার নাম]-এর সঙ্গে নিবিড় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে। এই উদ্যোগের নকশা 'এফওএএম' (স্যানিফোম নামেও পরিচিত) কাঠামো বা সমতুল্য অন্য কোনো একটি নির্দেশনা ব্যবহার করে প্রণয়ন করা উচিত, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

কেন্দ্রবিন্দু (এফ-ফোকাস) : কাঙ্ক্ষিত লোকজন নির্ধারণ এবং কাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণ নির্ধারণ

সম্ভাবনা (ও-অপরচুনিটি) : ব্যক্তিটির কি এই আচরণ রপ্ত করার সম্ভাবনা আছে?

সামর্থ্য (এ -এ্যাবিলিটি): ব্যক্তিটি কি এই আচরণ প্রদর্শনে সমর্থ?

প্রেরণা (এম- মোটিভেশন) : ব্যক্তিটি কি এই আচরণ প্রদর্শন করতে চায়?

1 SNV (2016), Behaviour Change Communication Guidelines - http://www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/download/snv_behaviour_change_communication_guidelines_-_april_2016.pdf

একটি প্রামাণ্য ভিত্তি নির্মাণ, একটি বিসিসি কৌশলের নকশা প্রণয়ন, আচরণ পরিবর্তন কর্মকাণ্ডের প্রাক-পরীক্ষা, কৌশল বাস্তবায়ন এবং তদারকি ও মূল্যায়নের (এমঅ্যান্ডই) জন্য কাজটিতে গঠনমূলক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হবে। এই উদ্যোগে অন্তর্ভুক্তির জন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণ চিহ্নিত করা হয়েছে:

- **পয়োনিষ্কাশনের চাহিদা:** কমিউনিটি সদস্যরা বুঝতে পারেন যে নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ধারক প্রয়োজন (পারিবারিক অথবা যৌথ) এবং যেকোনো অনিরাপদ ধারক অবকাঠামোর উন্নয়ন অথবা সেটিকে 'নিরাপদ' মানে ব্যবহারের চাহিদা প্রকাশ করেন, যেখানে মানুষজনকে অনাবৃত পয়োবর্জ্য থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।
- **শৌচাগার নিরাপদে খালিকরণের চাহিদা:** কমিউনিটির সদস্যরা বুঝতে পারেন যে, পয়োনিষ্কাশন ধারক ইউনিটগুলো (যেমন: কূপ ও ট্যাংক) অবশ্যই নিয়মিত খালি করতে হবে, এবং নিরাপদে মানববর্জ্য অপসারণ ও পরিশোধন ও নিষ্কাশনের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ স্থানে পরিবহনের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পেশাদার সেবার চাহিদা জানান।
- **গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া:** কমিউনিটি সদস্যরা পায়খানা ব্যবহারের পরে, রান্নাবান্নার আগে, খাওয়ার আগে এবং শিশুদের খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করেন। (শিশুদের মল পরিষ্কারের পরে উল্লেখ নাই- উপরেও আরেক জায়গায়)
- **মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা:** নারী ও মেয়েরা নিরাপদ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার চর্চা করেন, আর তাঁদের পরিবার ও কমিউনিটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে দেয় যেখানে তারা এই কাজগুলো কোনো ধরনের লজ্জা বা সংকোচ ছাড়াই সম্পন্ন করতে পারেন।

কাজটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

টিওআর কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে এই কাজে যুক্ত করতে চায়, নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে:

১. নিম্ন-আয়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মাঝে উন্নত পয়োনিষ্কাশন সুবিধা স্থাপনে সহযোগিতা, পাশাপাশি উপরিউল্লিখিত চারটি কাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য আচার-আচরণে জোরালো পরিবর্তনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ;

২. [সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার নাম]-এর সঙ্গে নিবিড় আলোচনার ভিত্তিতে নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং কৌশল তদারকি;

৩. [সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার নাম]-কে বিসিসি উদ্যোগের বিভিন্ন পরিণাম, কীভাবে আচরণে টেকসই পরিবর্তন তদারকি করতে হয়, এবং কীভাবে এ উদ্যোগে সাফল্য মিলবে ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান।

কাজের সুযোগ এবং সংশ্লিষ্ট ধাপসমূহ

গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত কাঙ্ক্ষিত চারটি আচরণের প্রতিটির জন্য, বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বা সংস্থা এফওএএম কাঠামোর ভিত্তিতে (অথবা সমতুল্য অন্য কোনো) নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করবে বলে আশা করা হয়:

১. প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন

- সরকারের জন্য একটি কার্যকর উদ্যোগ গঠনের লক্ষ্যে [সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার নাম]-এর সংশ্লিষ্ট কর্মীর সঙ্গে একত্রে কাজ করা যার লক্ষ্য আচরণ পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় সরকারের অন্যান্য অংশের সমন্বয়ে পয়োনিষ্কাশনের একটি যথাযথ প্রয়াস এবং আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগে সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি।

২. প্রামাণ্য পর্যালোচনা ও অংশিদারি আলোচনার ভিত্তিতে গঠনমূলক গবেষণা পরিচালনা

- নির্ধারিত এলাকায় পানি, পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) শর্তাবলি পরিমাপ
- কাঙ্ক্ষিত চারটি আচরণের ব্যাপারে বর্তমান অভ্যাসের অবস্থা ও বাধাসমূহ এবং প্রেরণা যাচাই
- কাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠীসমূহ চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ, পাশাপাশি অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠিসমূহের প্রতি সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব আরোপ
- বিশ্বস্ত ও কার্যকর যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ
- বর্তমান উপকরণ ও সরঞ্জামসমূহ পর্যালোচনা
- প্রাপ্ত তথ্যের বিষয়ে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা

৩. ধাপ ১ এ একত্রিত প্রমাণের ভিত্তিতে একটি কৌশল প্রণয়ন

- আচরণগত লক্ষ্য নির্ধারণ (কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠি কাঙ্ক্ষিত আচরণ রপ্ত করতে পারার আগে তাদের অভ্যন্তরে কোন বিষয়গুলি অবশ্যই পরিবর্তিত হবে?)।
- কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠি নির্ধারণ (কোন কোন গোষ্ঠিকে এই অভিযানের লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হবে?)।
- যোগাযোগের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ (কাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠীর সঙ্গে কী আদান-প্রদান করা হবে?)।
- প্রচারাভিযানের বিভিন্ন ধারণা ও উপকরণ গঠন (একটি সৃজনশীল সংস্থাকে এ কাজে যুক্ত করা যেতে পারে)।
- টিওআরের প্রতিটি কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব চিহ্নিতকরণ
- স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য পার্টনারদের সঙ্গে ২.১ – ২.৫ দফাগুলো নিয়ে আলোচনা সম্পাদন এবং সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগের সঙ্গে যতটা নিবিড়ভাবে সম্ভব সামঞ্জস্য রেখে কৌশল চূড়ান্তকরণ

৪. প্রচারাভিযানের প্রাক-পরীক্ষা

- কাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠির একটি ছোট্ট নমুনার সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাইয়ের জন্য প্রচারাভিযানের ২-৩টি ধারণা বাছাই

৫. প্রচারাভিযান ও কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন

- অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আচরণ পরিবর্তন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয়করণ
- প্রচারাভিযান বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তির জন্য, স্থানীয় সরকারের নির্দিষ্ট কর্মীসহ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের (বা ঠিকা) পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

৬. নিরীক্ষণ, পরিমাপ ও পরিবর্তনহ

- বিভিন্ন বার্তা ও উপকরণের প্রচার ও কার্যকারিতা নিরীক্ষণের জন্য সহজ ও কার্যকর মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন (এমঅ্যান্ডই) কৌশল নির্ধারণ
- অগ্রগতি পরিমাপনে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীদের যুক্তকরণ
- নিরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন বার্তা ও উপকরণ পরিবর্তন

৭. প্রতিবেদনের বিভিন্ন তথ্য ও সুপারিশমালা

- অনধিক ৩০ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে নকশা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নানা তথ্য ও ফলাফল, পরামর্শ ও সুপারিশ নথিভুক্ত হয়। সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য অংশীদারগণ কীভাবে নিরীক্ষণ, সহায়তা এবং জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কৌশলের সঙ্গে মিল রেখে বিসিসি উদ্যোগের সাফল্য নিশ্চিত করতে পারেন তার সঙ্গে পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

কাজের অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে [সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার নাম]-কে জিজ্ঞাসা এবং মতামত সংগ্রহের জন্য পরামর্শককেও (কনসালট্যান্ট) অবশ্যই কাজের পুরোটা সময়জুড়ে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

নির্বাচনী মানদণ্ড

১. বাংলাদেশভিত্তিক কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা
২. নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রমাণনির্ভর আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ উদ্যোগসমূহ নিরীক্ষণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা
৩. শহরাঞ্চলে নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠির সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান
৪. কমিউনিটির বিভিন্ন নেতা, সেবাদাতা এবং স্থানীয় সরকারের পার্টনারদের সঙ্গে সুদৃঢ় পেশাদারি সম্পর্ক স্থাপনের অভিজ্ঞতা
৫. পয়োনিষ্কাশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা

আবেদনপত্র জমাদানের শর্তাবলি

আগ্রহী প্রার্থী ও সংস্থাসমূহ নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনপত্র জমাদানের জন্য আমন্ত্রিত:

- এই টিওআরের "কাজের সম্ভাবনা ও সংশ্লিষ্ট ধাপসমূহ" সম্পূর্ণরূপে পূরণের জন্য প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া এবং সময়সীমার একটি রূপরেখা
- মূল্যায়নে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী দলের প্রত্যেক সদস্যের তথ্যসহ নির্বাচনী মানদণ্ডের জবাব (??)
- স্থির এবং নির্দেশক ব্যয়ের ধারণা সংবলিত একটি বিস্তারিত বাজেট, যাতে যে কোনো প্রস্তাবিত ঠিকার (সাব-কন্ট্রাক্ট) রূপরেখা থাকবে
- অন্তত দুই জন ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্য যাঁদের জন্য প্রার্থী একই ধরনের কাজ সম্পাদন করেছেন

৩গ

মডিউল ৩গ

নিষ্কাশনকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

মডিউল ৩গ
পরিচ্ছন্নকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

শৌচাগারের সেপটিক ট্যাংক ও পিট পরিষ্কারকারী এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য ঝুঁকি রোধে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কার্যক্রম এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। সেপ্টিক ট্যাংক ও পিট দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী রাখতে হলে এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। পরিচ্ছন্নকর্মীরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেন। কিন্তু এই কাজ নিরাপদে করার পর্যাপ্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি তাদের নেই। নিরাপদে কাজটি করতে পরিচ্ছন্নকর্মীদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সে ব্যাপারে বর্ণনা করা হবে এই অংশে।

অংশগ্রহণকারী

- শৌচাগার পরিচ্ছনতাকর্মী

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোঝা।

২. শহরের শৌচাগার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ব্যাপারে কর্মশালার আয়োজন করা।

সারাংশ

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক তথ্য স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞদের পড়তে দিতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করতে একটা অনলাইন নীতিমালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে স্থানীয় সরকার এটি কাজে লাগাতে পারে।

ধাপ ১ ধাপ ২

১. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কেন স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে?

মডিউল ২ এ বলা হয়েছে কেন পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন সচল রাখতে ল্যাট্রিন পরিচ্ছন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ। হাতে বা পুরোনো পদ্ধতিতে (বালতি ও হাতিয়ার দিয়ে পরিষ্কার) শৌচাগার পরিষ্কারে নিরুৎসাহিত করে শহর ও ওয়ার্ড পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন কৌশলে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পেশাদার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম গড়তে সমর্থন দেওয়া উচিত। (দেখুন মডিউল ১)

- পেশাদারিত্বের সঙ্গে ও যন্ত্র ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন কাজ করা অত্যন্ত নিরাপদ। এরপরও পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও অন্যদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে:
- মানব বর্জ্য অপসারণ করতে গিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া।
- পরিচ্ছন্ন কাজের সময় দুর্ঘটনাক্রমে মানুষের মল-মূত্র ট্যাংক ছাপিয়ে জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।
- সেপ্টিক ট্যাংক বা পিটের বর্জ্য পরিষ্কার করার সময় দুর্ঘটনাক্রমে গ্যাস বিষক্রিয়ায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন বা প্রাণ হারাতে পারেন।
- পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহার করা রাসায়নিক দ্রব্য শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে বা ত্বকে লেগে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা অসুস্থ হতে পারেন।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মী দুর্ঘটনায় আহত হতে পারেন। যেমন পড়ে যেতে পারেন, ভারী সরঞ্জাম পড়ে, গর্তে পড়ে ও ধারালো বস্তুতে জখম হতে পারেন।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজের সময় মদ্যপান করলে এসব ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উচিত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতিমালা এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতি ২০১৩ অনুযায়ী নিরাপদে কাজ করা।

তারা ও তাদের পরিবার প্রায়ই জনগণের কটু কথার শিকার হন। ফলে তারা বিপন্ন ও অপমাণিত বোধ করেন এবং অন্যরা এই পেশায় আসতে নিরুৎসাহিত হন। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ ও সনদ দিলে তা তাদের আরও পেশাদার করে তুলবে এবং তাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বাড়বে।

২. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কর্মশালা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট এর নির্শেনা অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলো হলো:

প্রথমত: পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে কারা প্রশিক্ষণ পাবেন তা চিহ্নিত করা ইনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট, ধারা ৪.২.৩:

সিটি করপোরেশন বা পৌরসভাকে "পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে যন্ত্র ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চালু ও তার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।"

সিটি করপোরেশন বা পৌরসভাকে "পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের জন্য সঠিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।"

- কিছু পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইতিমধ্যে নগর, পৌরসভা বা সিডিসি (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি) ফেডারেশনের তালিকাভুক্ত হতে পারে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র থেকে ওই কর্মীদের চিহ্নিত করা যেতে পারে।
- তালিকার বাইরের পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা যেসব প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ব্যবসা চালু করতে চায় তাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে পারে ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা সিডিসি নেতাদের মতো মূল তথ্যদাতাদের কাছ থেকে।

পরিচ্ছন্নকর্মীদের চিহ্নিত করার পর সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কর্মশালায় তাদের আমন্ত্রণ জানাবেন। "কঠিন মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নীতিমালা" শিরোনামের এই কর্মশালা দেড় (১.৫) দিনের হতে পারে এবং এর উপকরণ পাওয়া যেতে পারে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে। নতুন যোগ দেওয়া পরিচ্ছন্ন কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাই সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার উচিত প্রতি বছর এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা। সহজে এ ধরনের কর্মশালরা আয়োজন করতে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা চাইতে পারে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ব্যাপারে যেসব পরিচ্ছন্নকর্মী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের সম্পর্কে তথ্য বা রেকর্ড রাখবে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ।

৪

মডিউল ৪

পর্যালোচনা, অনুমোদন ও সহযোগিতার প্রক্রিয়া

মডিউল ৪
পর্যালোচনা, অনুমোদন ও সহযোগিতার প্রক্রিয়া

এই মডিউলের মূল উদ্দেশ্য হলো, এলআইইউপিসি (লাইভলিহুডস ইম্প্রুভমেন্ট অফ আরবান পুওর কমিউনিটিস প্রোজেক্ট বা নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প) এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নকশা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা। সিডিসি এককভাবে সঠিক পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়তে ও তা পরিচালনা করতে সক্ষম না-ও হতে পারে। কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে শুরুতেই সিডিসি'র সরকারি বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে। এ পরামর্শ পরেও তাদের দরকার হতে পারে। তাই মডিউল ৪ এর কার্যক্রম ও মডিউল ৫ এর কার্যক্রম একসঙ্গে চালাতে হবে। কারণ দুই মডিউলের কাজই পরস্পরের সমর্থক। নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে মডিউল ৪ ও ৫ এর কোন সেকশনের পর কোন সেকশন অনুসরণ করতে হবে।

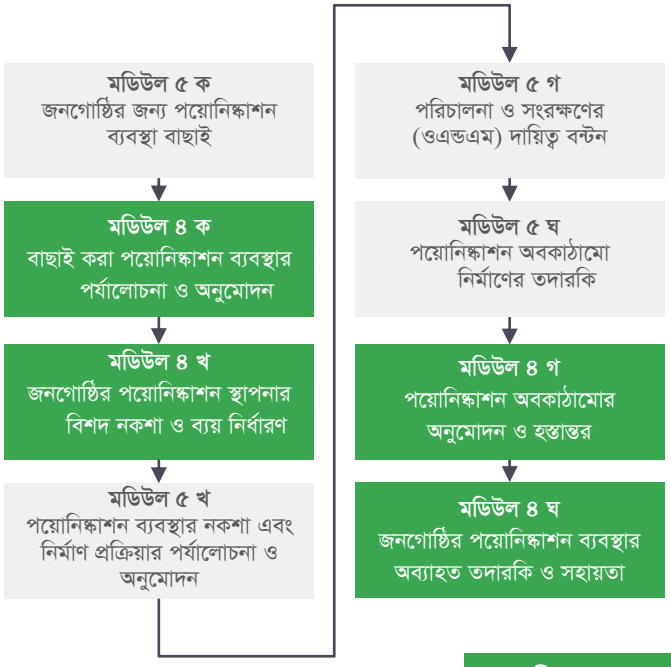

চিত্র ৪.১

উদ্দেশ্যসমূহ

এই মডিউলের উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে নিচের প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করা:

- কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যানে (সিএপি) বাছাইকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পর্যালোচনা; যাতে নিশ্চিত হয় যে এটা নগর বা ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশলের সঙ্গে মিল রেখে করা (দেখুন মডিউল ১)।
- বাছাইকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন ও ব্যয় নির্ধারণে সিডিসিকে সহযোগিতা করা।
- পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা দীর্ঘ মেয়াদে সচল রাখা নিশ্চিত করতে সহায়তা অব্যাহত রাখা।
- নির্মিত পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো যে সঠিকভাবে কাজ করছে তা নিশ্চিত করা এবং মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চূড়ান্ত করা।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ

আশা করা হচ্ছে যে, এই মডিউল বাস্তবায়ন হলে তা:

- নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নকশা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার কোন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে। এ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের (এলআইইউপিসি) সঙ্গে মিল রেখে। এবং
- যথাযথভাবে পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সামর্থ্যবান করে তুলবে।

৪ক

মডিউল ৪ক

জনগোষ্ঠির জন্য বাছাইকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও অনুমোদন

মডিউল ৪ক
জনগোষ্ঠির জন্য বাছাইকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও অনুমোদন

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার বাস্তবায়নের আগে এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য উপযোগী। পাশাপাশি এ-ও নিশ্চিত করতে হবে যে এটা ওয়ার্ড বা নগরের উপযোগী। বাছাইকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও নগরের পয়োনিষ্কাশন কৌশলের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে সেটা পরে বৃহত্তর অবকাঠামোর নকশা তৈরিতে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যানের (সিএপি) পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ওয়ার্ড বা নগর পয়োনিষ্কাশন কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করতে নির্দেশনা থাকবে এই সেকশনে।

মানসম্মত এলআইইউপিসি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সব সিএপি পর্যালোচনা করেন ওয়ার্ড নেতারা। সিএপি পর্যালোচনার জন্য এই সেকশনে বর্ণিত কার্যক্রমের সঙ্গে বিদ্যমান এলআইইউপিসি প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

অংশগ্রহণকারী

- স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা) পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞগণ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যানে (সিএপি) গৃহীত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা যে সঠিক তা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় সাড়া দেওয়া।

সারাংশ

কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যানে গৃহীত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ওয়ার্ড ও নগর পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশন কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা যাচাইয়ে সহযোগিতা হিসেবে স্থানীয় সরকার পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞকে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা।

সিডিসি তাদের কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যানে পয়োনিষ্কাশনকে তাদের অন্যতম অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করলে তা এলআইইউপিসির সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (এসআইএফ) গাইডলাইনস এর ফেজ ১, স্টেপস ২.৬ ও ২.৭ অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে যাচাই হবে।

এসআইএফ গাইডলাইনস ১ম পর্যায়, ধাপ ২.৬

ওয়ার্ড পর্যায়ের অবকাঠামো তালিকা অগ্রাধিকার পাবে ও তা চূড়ান্ত হবে "কাউন্সিলর ওয়ার্ড পর্যায়ের সভা ডাকবেন ..। কোন অবকাঠামো সবচেয়ে বেশি জরুরি সে বিষয়ে সকল অংশগ্রহণকারী আলোচনা করবেন এবং এ বিষয়ে সিডিসি নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেবেন। এরপর তারা তালিকা চূড়ান্ত করবেন।"

পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হলে তা স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা করা উচিত; যাতে কমিউনিটি অ্যাকশন প্লানে গৃহীত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা নগর বা ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় (দেখুন মডিউল ১। মূলত বাছাইকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে ওয়ার্ড ও নগর পর্যায়ের বৃহত্তর কৌশলের সহায়ক হতে হবে এবং এ সব কৌশলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। যে সব বিষয় যাচাই করা যেতে পারে তা বাক্স ৪. ১ ক এ দেখানো হলো।

বক্স ৪. ১

পছন্দকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ওয়ার্ড ও নগর পয়োনিষ্কাশন কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা যাচাইয়ের প্রশ্নঃ

- নগর ও ওয়ার্ডের কৌশলে যে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তা কি গৃহীত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার সহায়ক হবে?
- গৃহীত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতার (উদাহরণস্বরূপ. বিশাল সেপ্টিক ট্যাংকের জন্য কারিগরি সহযোগিতা) প্রয়োজন হলে তা কি ওয়ার্ড/নগরের কৌশল অনুযায়ী সহজপ্রাপ্য হবে?
- এই ব্যবস্থার জন্য বাইরের কোনো অর্থায়ন (পরিচ্ছন্ন কাজে ভর্তুকি, বড় সংস্কার কাজে সহায়তা, সম্প্রসারণে সহযোগিতা, পয়োনালার সঙ্গে সংযোগ প্রভৃতি) প্রয়োজন? সিটি বা ওয়ার্ড কৌশলে এ ধরনের অর্থায়নের উল্লেখ আছে?
- ওয়ার্ড বা নগরের জন্য সুপারিশ করা প্রযুক্তি ও সেবার সঙ্গে মিল রেখে এই পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা গৃহীত?
- এই ব্যবস্থায় কি জেন্ডার ন্যায্যতার উদ্দেশ্য ও ওয়ার্ড বা নগরের জন্য গৃহীত সেবার অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে?
- নগর কর্তৃপক্ষ কি এই এলাকায় অদূর ভবিষ্যতে পয়োনালা স্থাপন করতে চায়? পয়োনালা নির্মিত হলে গৃহীত ব্যবস্থা বা অবকাঠামো কি তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে?
- গৃহীত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা কি নগর বা ওয়ার্ড কৌশলে বর্ণিত পয়োনিষ্কাশন শর্ত পূরণ করে? (উদাহরণ: ব্যবহৃত পানি বা বর্জ্যপানি উন্মুক্ত নালায় ফেলা যাবে না)
- গৃহীত ব্যবস্থা কি নগর বা ওয়ার্ড কৌশলে নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে? (উদাহরণ: ২০২১ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ সামাজিক শৌচাগারে/কমিউনিটি টয়লেটে গোসল করার সুবিধা থাকবে)

নগর বা ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে গিয়ে কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যানে (সিএপি) প্রস্তাবিত পয়োনিষ্কাশন নকশায় পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা করতে হবে সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (এসআইএফ) প্রস্তাব পেশের আগে (এসআইএফ গাইডলাইন্স পর্যায় ২,ধাপ ১; মডিউল ৫খ)। স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞরা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের বিষয়ে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (সিডিসির) সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। এ আলোচনা হতে পারে মডিউল ৫বি এর 'অবকাঠামো নকশা পর্যালোচনা' কার্যক্রমের সময়।

৪খ

মডিউল ৪খ

জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার বিশদ নকশা ও ব্যয় নির্ধারণ

মডিউল ৪খ
জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার বিশদ নকশা ও ব্যয় নির্ধারণ

জনগোষ্ঠির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বাছাই ও তার সফল বাস্তবায়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পয়োনিষ্কাশন স্থাপনার স্পষ্ট নকশা তৈরি ও ব্যয় নির্ধারণ মূখ্য বিষয়। স্থানীয় কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে (সিডিসি) পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর নকশা তৈরি ও ব্যয় নির্ধারণে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে কী কী বিষয় মনে রাখা উচিত তা এই অংশে বর্ণনা করা হবে। অবকাঠামোর নকশা তৈরি ও ব্যয় নির্ধারণ শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের (এলআইইউপিসি) অংশ। পয়োনিস্কাশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হবে এই অংশে।

অংশগ্রহণকারী

- স্থানীয় সরকার (উদাহরণস্বরূপ: সিটি করপোরেশন, পৌরসভা) পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. জনগোষ্ঠির জন্য গৃহীত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার বিশদ কারিগরি নকশা তৈরি

২. পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ ও তা সংরক্ষণের ব্যয় নির্ধারণ

সারাংশ

এ অধ্যায়ে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নকশা তৈরি ও ব্যয় নির্ধারণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে তথ্য দেওয়া। বিভিন্ন ধরনের পয়োবর্জ্য ধারণ ইউনিটের মানসম্মত কারিগরি নকশার বিষয়ও এই ম্যানুয়ালে উল্লেখ আছে।

ওয়ার্ড নেতৃত্ব পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা 'অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো তালিকা'য় (এসআইএফ গাইডলাইন্স ১ম পর্যায়, ধাপ ২.৬) অন্তর্ভুক্ত করার পর স্থানীয় সরকার পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ স্থানীয় কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে (সিডিসি) সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (এসআইএফ) প্রস্তাব তৈরিতে সহযোগিতা করবে। এই এসআইএফ প্রস্তাবে অবকাঠামো কীভাবে নির্মিত হবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। এসআইএফ গাইডলাইন্স ১ম পর্যায়, ধাপ ২.৬ অনুযায়ী, অবকাঠামোর কারিগরি নকশা ও ব্যয় নির্ধারণের বিষয়টি সিডিসিকে তাদের এসআইএফ প্রস্তাবনায় উল্লেখ করতে হয়। এটা করার পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান সিডিসির নিজেদের না-ও থাকতে পারে। তাই তাদের সরকারি সমর্থন প্রয়োজন।

১. কারিগরি নকশা

এই ম্যানুয়ালে বিভিন্ন ধরনের পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর মানসম্মত কারিগরি নকশা উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির স্থানীয় পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে কারিগরি নকশা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে হতে পারে। কারিগরি নকশা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো বাঙ ৪.২ এ দেখানো হলো:

বক্স ৪.২

শৌচাগারের নকশা তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়

বর্জ্য ধারণ ইউনিটের নকশা প্রণয়ন

- শৌচাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে বর্জ্য ধারণ ইউনিটের (ট্যাংক বা পিট) আয়তন ঠিক করা প্রয়োজন এবং এর ভৌত অবস্থানও উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং নতুন স্থাপনার ব্যাপারে অনেক মানুষের আগ্রহ হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ও বিবেচনায় নিতে হবে।
- জনগোষ্ঠি সম্পর্কিত তথ্য (উদাহরণ: প্রস্তাবিত স্থান, কত মানুষ শৌচাগার ব্যবহার করবে) কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান (সিএপি) থেকে পাওয়া যেতে পারে ।
- স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শনের প্রয়োজন হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে স্থানের অবস্থান ও আয়তন, মাটির অবস্থা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর, বন্যাকবলিত হওয়ার আশঙ্কা এবং পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা।

ব্যবহারকারীর সম্পর্কে পরিকল্পনা

- পায়ে হেঁটে এলাকা পরিদর্শন ও জনগোষ্ঠির সঙ্গে আলোচনার সময় জনগোষ্ঠির কিছু প্রয়োজন (উদহারণ- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শৌচাগার ব্যবহারের বিষয়ে পরিকল্পনার প্রয়োজন) সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ বিষয়টি সিএপিতে লিখিত ও মডিউল ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে।
- শৌচাগারের স্থাপনার নকশায় কী থাকা উচিত সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে মডিউল ২ এর 'সাধারণ নকশার নানা দিক' সেকশনের কথা উল্লেখ করা যায় (উদাহরণস্বরূপ- হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, মাসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুবিধা প্রভৃতি)।

কঠিন বর্জ্য ও বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন বিষয়ে বিবেচ্য

- পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর নকশা এমনভাবে করতে হবে যাতে কঠিন বর্জ্য সহজে পিট বা ট্যাংক থেকে অপসারণ করা যায়। ট্যাংক বা পিটে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা যাতে সহজে নামতে পারেন তা-ও নিশ্চিত করতে হবে।
- পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর নকশা এমনভাবে করতে হবে যাতে বর্জ্যপানি বেরিয়ে মানুষের শরীরে না লাগে (বর্জ্য ধারণ ইউনিট থেকে তরলবর্জ্য বেরিয়ে আসে)।
- পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম ও বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো মডিউল ২ তে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢোকার সুযোগ রেখে বর্জ্য ধারণ ইউনিটের নকশা, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সহজে পৌছাতে পারেন এমন জায়গায় ধারণ ইউনিট স্থাপন এবং নিরাপদ বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার সুযোগ রেখে নকশা করা।
- প্রয়োজনে ঢাকনাযুক্ত নালার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া এবং বর্জ্যপানি শোধনের অবকাঠামো (উদাহরণস্বরূপ- কুপ বা নির্ধারিত জলাভূমি- দেখুন মডিউল ২) নির্মাণের বিষয়ও নকশায় থাকতে হবে।

২. ব্যয় নির্ধারণ

সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (এসআইএফ) গাইলাইন্সের ২য় পর্যায়, ধাপ ১ এ এটাও উল্লেখ আছে যে অবকাঠামোর ব্যয় নির্ধারণে স্থানীয় সরকারের সহায়তা করা উচিত:

> *এসআইএফ গাইলাইন্সের ২য় পর্যায়, ধাপ ১ এ বলা হয়েছে,*
> *"সিটি করপোরেশন/পৌরসভা প্রকৌশলী বিশদ নকশা ও ব্যয় নির্ধারণ করবেন।"*

জনগোষ্ঠিকে পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর আগাম খরচ জানা প্রয়োজন। কারণ নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প (এলআইইউপিসি) অনুযায়ী এই খরচের ১০ শতাংশের সমান অর্থ তাদের বহন করতে হয়।

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার চলমান ও পরের ব্যয়ের হিসাবও একজন প্রকৌশলীর নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। অবকাঠামো নির্মাণের পর দীর্ঘ দিন তা সচল রাখতে এই খরচের প্রয়োজন হয়। এই খরচের হিসাব করা কঠিন। কিন্তু জনগোষ্ঠিকে একটি হিসাব দিতে হয় যাতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে এই খরচ তারা জোগাতে পারবেন কি না। তাই ব্যবহার ব্যয়ের একটা সঠিক হিসাব করতে হয়। যেসব খরচ বিবেচনায় নিতে হবে তা বাঙ৪.৩ এ দেখানো হয়েছে।

কারিগরি নকশা ও বাজেটের বিষয়ে নথি তৈরি করতে হবে এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (সিডিসি) সাথে আলোচনা করতে হবে। সিডিসি পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সম্মতি দিলে সিডিসির এসআইএফ প্রস্তাবনায় নকশা ও বাজেট তুলে ধরতে হয়। পরে এই প্রস্তাবনা এলআইইউপিসি'তে পেশ করতে হয় (দেখুন মডিউল ৫খ)।

বক্স ৪.৩

শৌচাগার নির্মাণের খরচের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

আগাম ব্যয়

- প্রতিটি নকশার সার্বিক বিল থেকে উপকরণ ব্যয় ঠিক করা যেতে পারে। এ খরচের হিসাবে থাকা উচিত ট্যাংক ও পিট নির্মাণ, ভূমির ওপরের শৌচাগার স্থাপনা, শৌচাগারে যাওয়ার পথ, নালা ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের ব্যয়।
- শ্রমিক ব্যয়ের মধ্যে থাকা উচিত খনন, উপকরণ পরিবহন ও নির্মাণে নিয়োজিতদের মজুরি।
- বিশেষজ্ঞের সম্মানির ব্যয়ও হিসাব করা দরকার। অবকাঠামোর নকশা ও নির্মাণের (যেমন কম্পোস্টিং টয়লেট) জন্য বাইরের বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হতে পারে। ভেন্ডর/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই সম্মানির ব্যাপারে জানা যেতে পারে।
- জনগোষ্ঠি বা ভূমির মালিকের কাছ থেকে জমি না পেলে জমি অধিগ্রহণ বা ক্রয়ের ব্যয়ও হিসাব করতে হবে।

বারবার হতে পারে এমন ব্যয়

- ছোট সংস্কার বা পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে শৌচাগার পরিষ্কার করা এবং বাতি ও ট্যাপের মতো ক্ষুদ্র উপকরণ ক্রয় বা সংস্কারের ব্যয়। এই খরচ অল্প। কিন্তু শৌচাগারের নকশা অধিক জটিল হলে এই খরচ বেড়ে যায় এবং বার বার করতে হয়।
- বড় মেরামত ও পরিচালনা ব্যয় বিশাল হলেও তা বার বার করতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একটা কন্ডোমিনিয়াম নালার ভাঙা পাইপ মেরামত বা ত্রুটি দেখা দেওয়া বিশাল সেপ্টিক ট্যাংক পুনরায় চালু করার খরচ।
- গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি নিলে পানি ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ ব্যয়ও বিবেচনায় নিতে হবে। এলাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ বিল থেকে এই ব্যয়ের হিসাব করা যায়।
- বর্জ্য ধারণ ইউনিটের ধরনের ওপর ভিত্তি করে পরিচ্ছন্ন সেবার ব্যয় বাড়তে-কমতে পারে। স্থানীয় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পাওয়া গেলে এই ব্যয়ের হিসাব তাদের কাছ থেকে জানা যায়। সাধাণত পিট ও ট্যাংক বছরে একবার খালি বা পরিচ্ছন্ন করতে হয়। আর সেপ্টিক ট্যাংক তিন বছরে একবার পরিষ্কার করলেই হয়। তবে এই পরিচ্ছন্ন কাজ কতবার করতে হবে তা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও স্থাপনার আয়তন বা ধারণ ক্ষমতার ওপর।

৪গ

মডিউল ৪গ

জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অব্যাহত তদারকি ও সহযোগিতা

মডিউল ৪গ
জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অব্যাহত তদারকি ও সহযোগিতা

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন সচল রাখতে স্থানীয় সরকারের উচিত সহযোগিতা অব্যাহত রাখা। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সাধারণত বাইরের সহযোগিতা ছাড়া জনগোষ্ঠি নিজেরা দীর্ঘ সময় পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংরক্ষণ করতে পারে না। নিম্ন আয়ের মানুষের (এলআইসি) পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার তদারকি ও সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সরকারি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কী তা এই অংশে বর্ণনা করা হবে।

অবকাঠামো নির্মাণের পর স্থানীয় সরকারের সহযোগিতার বিষয়ে সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বাএসআইএফ গাইডলাইনসে নির্দেশনা নেই। তাই, এ সেকশন এলআইইউপিসি প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত।

অংশগ্রহণকারী

- স্থানীয় সরকার (উদাহরণস্বরূপ: সিটি করপোরেশন, পৌরসভা) পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার তদারকি ও অব্যাহত সহযোগিতার বিষয়ে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব বোঝা বা অনুধাবন।

সারাংশ

স্থানীয় সরকার বিশষজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনার জন্য জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার তদারকি ও অব্যাহত সহযোগিতার ব্যাপারে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশও রয়েছে।

পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণের পর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি বা সিডিসিকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অংশত নির্ভর করে মডিউল ৫গ অনুসরণের পর যে সম্মতি দেওয়া হয়েছে তার ওপর। যদিও গবেষণা সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় সরকারের কিছু দায়িত্ব আছে; যা ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিভঙ্গি ১ বিবেচনায় না নিয়েই পালন করা উচিত। এগুলো নিচে বাঙ ৪.৪ এ দেখানো হলো।

সামাজিক পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠি ও সিডিসির। পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি সফল ব্যবস্থাপনার জন্য জনগোষ্ঠিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকারের চারটি দায়িত্ব রয়েছে; যা ওপরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এই সব দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের লোকবল বা ব্যবস্থা না থাকলে তারা বেসরকারি সংস্থাকে নিয়ে কাজ করতে পারে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ চাইতে পারে।

1 This research was based on communal sanitation in Indonesia. Although the context is different, these findings are also relevant for Bangladesh. See the research report at: https://www.uts.edu.au/sites/default/files/article/downloads/Isf-sanitation-indonesia-1_0.pdf

বক্স ৪.৪

জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশনে সহযোগিতার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব

নিজেদের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার রেকর্ড রাখতে জনগোষ্ঠিকে হিমশিম খেতে হয়। কারণ সাধারণত তাদের কার্যালয় ও কম্পিউটার থাকে না। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের উচিত সব সামাজিক পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার তদারকি করা ও রেকর্ড রাখা। এটা করতে হবে কার্যসম্পাদন ও ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম) তহবিলের আর্থিক পরিস্থিতির নিয়মিত কারিগরি মূল্যায়নসহ। অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা নিতে হলে স্থানীয় সরকারের তা সিডিসিকে জানানো উচিত এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করতে হবে। কী তথ্য সংগ্রহ হবে:

- কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং কীভাবে তা সংগ্রহ করবেন তা ঠিক করুন। এটা সহজ রাখুন এবং কেবল কাজ সংক্রান্ত ও আর্থিকসহ মৌলিক কিছু বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করুন।
- প্রতিবন্ধী ও অন্য বিপন্ন গোষ্ঠির লোকজনসহ জনগোষ্ঠির সবাই স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারে সহজে যেতে পারে কি না সে ব্যাপারেও তথ্য নিন।
- কে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং কীভাবে তা সংরক্ষণ হবে সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিন। মানসম্মত প্রতিবেদন ব্যবহার করতে হবে।
- তথ্য দিয়ে কী করা হবে তা ঠিক করুন। উদাহরণস্বরূপ: যদি দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো সিডিসি পাওয়া যায় তাহলে স্থানীয় সরকার কী করবে?
- ডেটা সংগ্রহের জন্য বাজেট করুন।

কারিগরি ও সামাজিক সহযোগিতা: স্থানীয় সরকারের উচিত জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারিগরি ও সামাজিক সহযোগিতা দেওয়া (সহযোগিতা চাওয়ার জন্য অপেক্ষায় না থাকা)। এর মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো পরিচালনা ও সংরক্ষণ বিষয়ে কারিগরি কোনো সমস্যা আছে কি না বা ফি সংগ্রহের সমস্যার মতো সামাজিক কোনো সমস্যা আছে কি না সে ব্যাপারে সিডিসিগুলোর ওপর নিয়মিত নজর রাখা।

- কত ঘন ঘন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠিকে ঘুরে দেখা হবে তা ঠিক করুন।
- যেসব কারিগরি ও সামাজিক সমস্যা মাঠ পর্যায়ে দেখা হবে সেগুলোর একটা মানসম্মত তালিকা তৈরি করুন।
- জনগোষ্ঠিগুলো যে সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলো এবং সহযোগিতার সুযোগগুলো লিখে সংরক্ষণ করুন।

ফি চূড়ান্ত করা ও সংগ্রহ: পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিচালনার ফি সংগ্রহের একটা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া থাকলে পরিবারগুলো তা পরিশোধে আগ্রহী হবে। তারা স্বেচ্ছাসেবায় ফি দিতে চাইবে না। মডিউল ৫গি এর কার্যক্রম অনুসরণ করে সিডিসির উচিত ফি নির্ধারণ ও সংগ্রহের জন্য একজনকে দায়িত্ব দেওয়া। স্থানীয় সরকার একটা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) (দেখুন মডিউল ৪ঘ) সই করে এ ব্যাপারটি চূড়ান্ত করতে সহযোগিতা করতে পারে। ফিয়ের পরিমাণ, তা কখন সংগ্রহ করা হবে এবং কে সংগ্রহ করবে তা এমওইউতে উল্লেখ থাকবে। এমওইউতে ফি সংগ্রহের নিয়ম উল্লেখ করুন এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও অন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের সই নিন।

বড় ব্যয়ের তহবিল: সিডিসির একটা পরিচালনা ও সংরক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম) তহবিল আছে এবং মাসিক ভিত্তিতে ফি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কিছু বড় খরচ আছে যেগুলো বহনের সামর্থ্য জনগোষ্ঠির না-ও থাকতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে কোনো দুর্যোগের পর বড় সংস্কার ও বিশাল পরিচালনা ব্যয় (উদাহরণ: যদি বড় পাইপ বা ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়)। স্থানীয় সরকারের উচিত এ ধরনের বড় ব্যয় মেটানোর তহবিল সংগ্রহে সিডিসিকে সহায়তা করা।

৪ঘ

মডিউল ৪ঘ

জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর অনুমোদন ও হস্তান্তর

মডিউল ৪ঘ

জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর অনুমোদন ও হস্তান্তর

পয়োনিষ্কাশন বা স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হলে তার নিয়ন্ত্রণ (দেখুন মডিউল ৫ঘ) জনগোষ্ঠির কাছে হস্তান্তর করতে হবে। পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ জনগোষ্ঠির কাছে হস্তান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং তা আনুষ্ঠানিকভাবে হওয়া উচিত। জনগোষ্ঠি একটা নতুন পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে যাত্রা করবে এবং তাদের বুঝতে হবে যে, দীর্ঘ মেয়াদে এটা সচল রাখতে কী করা দরকার। নবনির্মিত পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো যে সঠিকভাবে কাজ করছে তা কীভাবে যাচাই করতে হবে এবং কীভাবে এর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা হস্তান্ত করা হবে তা এই অংশে বর্ণনা করা হবে। অবকাঠামোর নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর অনুমোদন প্রক্রিয়া এসআইএফ গাইডলাইনসে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে ওই গাইডলাইনসে অবকাঠামোর মানের এবং তা আনুষ্ঠানিকভাবে জনগোষ্ঠির কাছে হস্তান্তরের অনুমোদন প্রক্রিয়ার বর্ণনা নেই।

অংশগ্রহণকারী

- সিডিসি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. নতুন পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো যে, যথাযথভাবে নির্মিত হয়েছে তার অনুমোদন

২. পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর মালিকানা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি গোষ্ঠি বা দলের কাছে হস্তান্তর। এই সম্পদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে এই দল।

সারাংশ

নতুন পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো যথাযথভাবে নির্মিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে একটি যাচাই তালিকা বা চেকলিস্ট দেওয়া হয়েছে। পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সইয়ের ব্যাপারে পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বা এসআইএফ প্রস্তাবনা সফলভাবে পেশ হওয়ার পর এসআইএফ গাইডলাইনস ২য় পর্যায়, ধাপ ২-৪ অনুযায়ী স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্থ বরাদ্দ হবে।

পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হলে তা যাচাই ও হস্তান্তরের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ যাচাই

সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বা এসআইএফ গাইডলাইন্স ৪র্থ পর্যায়, ধাপ ১ বলা হয়েছে, নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর নগর বা শহর কারিগরি দল তা যাচাই করবে এবং টাউন প্রজেক্ট বোর্ডকে রিপোর্ট করবে। গাইডলাইন্সের ফেজ ৪র্থ পর্যায়, ধাপ ২ এ কাজ সম্পন্নের প্রতিবেদনের একটা টেমপ্লেট/ছক দেওয়া হয়েছে। এই টেমপ্লেট পূরণ করার পাশাপাশি এই পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর প্রতিটি অংশ যথাযথভাবে কাজ করছে এবং এটা যে ভালো অবস্থায় আছে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সিডিসির একজন নেতাকে নিয়ে পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞদের নিচের চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রতিটি বস্তু পরিদর্শন করতে হবে। ওই বিষয়গুলোর কিছু নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই যাচাই করা উচিত। চেকলিস্টের জন্য মডিউল ৫ঘ দেখুন। নির্মাণ তদারকির সময় স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের এই চেকলিস্ট ব্যবহার করা উচিত।

নির্মাণ সম্পন্ন করার যাচাই তালিকা (চেকলিস্ট)	
☐	কোথাও দৃশ্যমান কোনো চিড় বা ফাটা নেই।
☐	রঙ করা, কাঠমিস্ত্রির কাজ, ইটের গাঁথুনি, পাইপ স্থাপন ও অন্যান্য হাতের কাজ ভালো মানের হয়েছে।
☐	দরজা ও ছিটকিনি বা তালা যথাযথ ভাবে কাজ করছে।
☐	ভাল্‌ভ ও পানির কল বা ট্যাপ যথাযথভাবে চালু ও বন্ধ হয়।
☐	শৌচাগার থেকে সঠিকভাবে বর্জ্য ট্যাংক বা পিটে ফ্লাশ হচ্ছে বা সুয়ার পাইপ থেকে শোধনাগারে যাচ্ছে।
☐	ওয়াই-সংযোগগুলো (যদি থাকে) প্রতিটি চ্যানেলে সঠিক ভাবে বর্জ্য পাঠাচ্ছে।
☐	লাইট (যদি থাকে) জ্বলে ও নিভে।
☐	বর্জ্যপানি নালা (ড্রেন) দিয়ে শোধনাগারে প্রবাহিত হয় (যদি প্রযোজ্য হয়) এবং কোথাও আটকে থাকে না (এটা পরীক্ষা করা যেতে পারে ড্রেনে পানি ঢেলে ও তা পর্যবেক্ষণ করে)। বর্ষাকালে ড্রেন ছাপিয়ে বর্জ্য বের হয় না।
☐	গোসল ও হাত ধোয়ার স্থাপনার বর্জ্যপানি কোথাও আটকে যায় না।
☐	ট্যাংক ও পিটে ঢোকার ফোকর ও ড্রেনের ঢাকনা তালাবদ্ধ করার ব্যবস্থা আছে এবং সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নকাজের সময় তা খোলা যাবে।
☐	সব পয়ঃনিষ্কাশন স্থাপনা নকশা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা নিশ্চিত করতে যে কোনো নতুন পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো অনুমোদনের ক্ষমতা নগরের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দেওয়া উচিত। ক্ষেত্র বিশেষে পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

২. সমঝোতা স্মারক সই

পয়োনিষ্কাশন সম্পদের মালিক কে হবে এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কার তা স্পষ্ট হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্বের কথা স্পষ্ট করে লিখে তাতে মূল অংশীজনদের/পার্টনারদের সই নিতে হবে। এতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠি এ ব্যবস্থাপনা দলকে আনুষ্ঠানিক ও বৈধ হিসেবে দেখবে এবং ভবিষ্যতের সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে। সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হবে সরকার, সিডিসি ও (সম্ভব হলে) ভূমির মালিকের মধ্যে। এই এমওইউতে নিচের বিষয়গুলো থাকা উচিত:

- যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠন পয়োনিষ্কাশন সম্পদের মালিক তার বা তাদের নাম। উদাহরণস্বরূপ: এটা সিডিসি, ভূমির মালিক বা সরকারি দপ্তর হতে পারে।
- পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের প্রত্যেক অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মডিউল ৫ গ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর করা চুক্তি থেকে এটা পাওয়া যেতে পারে এবং মডিউল ৪ গ এ উল্লিখিত সরকারের দায়িত্বের তালিকা থেকেও এটা নেওয়া যেতে পারে।
- সিডিসি নেতা, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও (সম্ভব হলে) ভূমি মালিকের স্বাক্ষর।

৫

মডিউল ৫

জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাছাই, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম)

মডিউল ৫

জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাছাই, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম)

এই মডিউলের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন সুবিধার উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় জনগোষ্ঠিকে সহযোগিতা করা। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের মালিকানা ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হবে ও দক্ষতা গড়ে উঠবে।

এই মডিউলে সে সব কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে যেগুলোতে সিডিসি ও জনগোষ্ঠি প্রাথমিকভাবে সম্পৃক্ত হয়। এই মডিউলের বিভিন্ন অংশ মডিউল ৪ এর অংশগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে এগিয়ে নেওয়া উচিত। নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে মডিউল ৪ ও ৫ এর কোন সেকশনের পর কোন সেকশন এগিয়ে নিতে হবে।

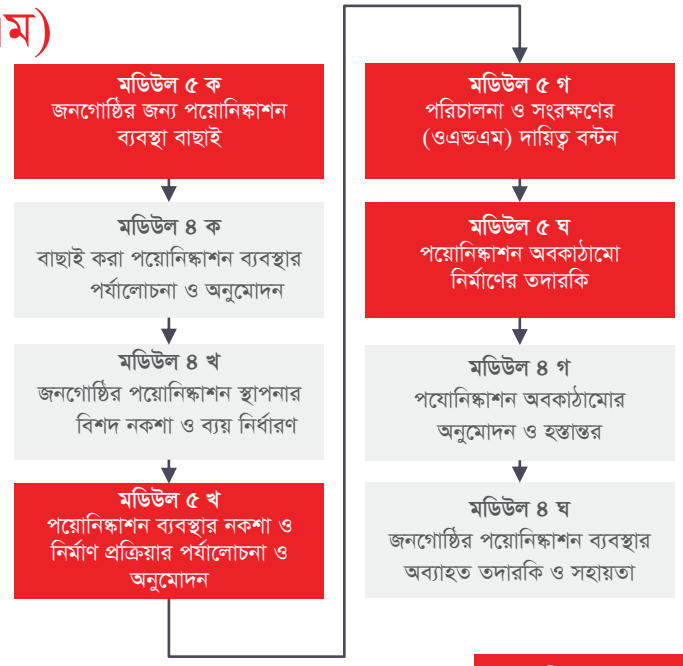

চিত্র ৫.১

উদ্দেশ্যসমূহ

এই মডিউলের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো কতগুলো প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন করে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা। এগুলো হলো:

- পয়োনিষ্কাশন স্থাপনার নকশা এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ পরিকল্পনাসহ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও বাছাই। এতে সে সব পরিকল্পনা গুরুত্ব পাবে যেগুলো স্থানীয় বাস্তবতায় উপযোগী ও সমাজের অনেকে সুবিধা পায়।
- বাছাই করা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নকশা ও নির্মাণ।
- পয়োনিষ্কাশন স্থাপনার অব্যাহত পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটা ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা।
- পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ কাজের মান তদারকি করা।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ

এটা আশা করা যায় যে, এই মডেল বাস্তবায়িত হলে তা:

- স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সিডিসিগুলো ও জনগোষ্ঠীকে পরিচালনার জ্ঞান ও উপায় বের করে দিবে। এর ফলে তারা তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে ও চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের উপযোগী ও সবার ব্যবহারের সুবিধা-সংবলিত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাছাই করতে পারবেন।
- নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের (এলআইইউপিসি) প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বয় রেখে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো বুঝতে স্থানীয় সরকারকে সক্ষম করবে এবং সিডিসিগুলোর সঙ্গে স্থানীয় সরকার কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারবে।

৫ক

মডিউল ৫ক

জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন সুবিধা বাছাই

মডিউল ৫ক
জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন সুবিধা বাছাই

নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের (এলআইইউপিসি) এসআইএফ গাইডলাইন্স কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান (সিএপি) অনুযায়ী একটি উপযুক্ত পয়োনিষ্কাশন সুবিধা বাছাইয়ের ব্যাপারে জানতে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এই সেকশনে। অনুমান করা হয় যে এসআইএফ গাইডলাইনস ১ম পর্যায়, ধাপ ১.৫ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনগোষ্ঠির নেতা ও নগর নেতারা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাছাই করেন। একটা ভালো পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য জনগোষ্ঠির বাছাইয়ের তথ্য দিতে দুটি প্রাথমিক কার্যক্রমের বর্ণনা দেওয়া হলো। এগুলো হলো, পায়ে হেঁটে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা।

এলআইইউপিসি প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যে পায়ে হেঁটে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের বিষয়টি আছে। এই সেকশনে পয়োনিষ্কাশন প্রকল্প এলাকা পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এটা এলআইইউপিসি এর পাঁয়ে হেঁটে পরিদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে করা যেতে পারে অথবা আলাদা ভাবে করা যায়। ছোট অবকাঠামো বাছাইয়ে জনগোষ্ঠি পর্যায়ের সভার বিষয়টি এলআইইউপিসি প্রক্রিয়ায় আছে। এই সেকশনে জনগোষ্ঠিকে নিয়ে যে, কর্মশালার কথা বলা হয়েছে তা ওই সভার সঙ্গে করা যায় বা পৃথকভাবে করা যায়।

অংশগ্রহণকারী

- সিডিসি সদস্যগণ
- অন্য জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিরা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. জনগোষ্ঠির অবস্থান ও প্রয়োজন বিবেচনায় বাস্তবায়িত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা যে উপযোগী তা নিশ্চিত করা

২. জনগোষ্ঠিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা এবং এই পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো দীর্ঘদিন সচল রাখতে এর প্রতি তাদের অধিকার ও অঙ্গীকার বাড়ানো।

সারাংশ

পর্ব-১-বর্তমান পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অবকাঠামো ও পরিবেশগত অবস্থার মূল্যায়নে প্রকল্প এলাকা পায়ে হেঁটে পরিদর্শন এবং পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার মান উন্নত করতে সমতা, সুযোগ ও বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা।

অংশ-২-অংশগ্রহণমূলক পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন: মান উন্নয়ন অগ্রাধিকার পেলে জনগোষ্ঠির সামনে কয়েকটি পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা তুলে ধরতে হবে। জনগোষ্ঠি আলোচনা করবে এবং কারিগরি, পরিচালনাগত, সামাজিক ও আর্থিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বেশি পছন্দের ব্যবস্থাটি বেছে নেবে।

মডিউল ৫ক
পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার মূল্যায়নে পায়ে হেঁটে পরিদর্শন

একটা পয়োনিষ্কাশন সুবিধা পছন্দ করার প্রথম ধাপ হলো, স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজন বোঝা। এটা করা যায় এসআইএফ গাইডলাইনসের ১ পর্যায়, ধাপ ২.৩ এ প্রস্তাবিত পায়ে হেঁটে সম্ভাব্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে। এতে একদল লোক সংশ্লিষ্ট এলাকা পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করবেন। তারা স্থানীয় পরিবেশ নিয়ে আলোচনা ও মূল্যায়ন করবেন। এই পায়ে হেঁটে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হলো জনগোষ্ঠির অবস্থা বোঝা। এর মাধ্যমে পয়োনিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই এবং কোন ধরনের পরিবার তা ব্যবহার করবে তা জানা যাবে।

"সিডিসি পায়ে হেঁটে নিজেদের বসতি এলাকার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে। এই পরিদর্শনের সময় তাদের পয়োনিষ্কাশনের অবস্থা, নালা ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থপনার চিত্র, রাস্তা ও হাঁটার পথ এবং নারী ও কিশোরীদের গোসলের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।" এসআইএফ গাইডলাইন্স ১ম পর্যায়, ধাপ ২.৩।

বক্স ৫.১

পায়ে হেঁটে সম্ভাব্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের প্রস্তুতি

কখন পরিদর্শন: এই পরিদর্শন হওয়া উচিত জনগোষ্ঠিকে নিয়ে কর্মশালা করার আগে (মডিউল ৫ক, পর্ব ২)। এটা কর্মশালার আগের দিন বা আরেক দিন/সপ্তাহ আগে করা যেতে পারে। তবে এটা কর্মশালার এক সপ্তাহের বেশি আগে করা ভালো হবে না। কারণ পরিদর্শণ করে পাওয়া তথ্য ও কথাগুলো মাথা থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

উপকরণ: পায়ে হেঁটে পরিদর্শনের অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে এই মডিউলে সংযুক্ত টেমপ্লেটটি/ছক প্রিন্ট দিয়ে সাথে নেবেন। প্রত্যেক পরিদর্শনকারীর একটা কলম বা পেন্সিলও দরকার হবে।

সময় কত লাগতে পারে: পরিচিত হওয়া, পায়ে হেঁটে পরিদর্শন ও প্রশ্নোত্তরে ১- ১.৫ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অংশগ্রহণকারী: এসআইএফ গাইডলাইন্সে বলা হয়েছে যে এই পরিদর্শন পরিচালনা করবে সিডিসি। তবে পয়োনিষ্কাশনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পরিদর্শন দলে আরও যাদের নেওয়া ভালো তাঁরা হলেন:

- **পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ:** স্থানীয় সরকারের একজন পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞকে পায়ে হাঁটা পরিদর্শন দলে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি পয়োনিষ্কাশন সম্পর্কিত বিষয় পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করতে পারবেন। এই পরিদর্শন জনগোষ্ঠিকে নিয়ে আয়োজন করা কর্মশালার জন্য পয়োনিষ্কাশন প্রযুক্তি বাছাইয়ে স্থানীয় সরকার পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞকে সহায়তা করবে (মডিউল ৫ক, পর্ব ২)।
- **নারী:** জনগোষ্ঠির অবস্থা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারীদের প্রসঙ্গ বিবেচনায় নেওয়া নিশ্চিত করতে এই পরিদর্শন দলে নারীদের নিতে হবে। কিন্তু যদি নারী ও পুরুষ একসঙ্গে উন্মুক্তভাবে কথা বলতে না পারেন তাহলে পৃথক দলে পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করতে হবে।
- **বিশেষ চাহিদার লোক:** জনগোষ্ঠির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদার লোকদের (উদাহরণস্বরূপ: প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ও অন্য বিপন্ন গোষ্ঠি) বিবেচনায় নিতে হবে। সম্ভব হলে তাদেরকে পরিদর্শন দলে নিতে হবে। সেটা সম্ভব না হলে তাদের পক্ষে তাদের প্রতিনিধিদের (উদাহরণ: তাদের যারা দেখাশোনা করেন বা পরিবারের সদস্য) নিতে হবে।

সিডিসি নেতা বা স্থানীয় সরকার পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ পায়ে হেঁটে এলাকা পরিদর্শন (ট্রানজেক্ট ওয়াক) ও এর উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেবেন:

ধাপ ১- কাজের সূচনা

সিডিসি নেতা বা স্থানীয় সরকার পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ পায়ে হেঁটে এলাকা পরিদর্শন (ট্রানজেক্ট ওয়াক) ও এর উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেবেন:

- ট্রানজেক্ট ওয়াক বা হেঁটে পরিদর্শন হলো একটা দলবদ্ধ হয়ে পায়ে হেঁটে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির এলাকা পরিদর্শন। ওই জনগোষ্ঠির পয়োনিষ্কাশন পরিস্থিতি, অন্য অবকাঠামো ও পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ নিতে এটা করা হয়। দলবদ্ধভাবে পুরো এলাকা ঘুরে তারা যা দেখেন তার নোট নেন এবং পয়োনিষ্কাশন সমস্যা ও তা উন্নয়নের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন।
- এই দলে আলোচনায় নেতৃত্ব দেবেন স্থানীয় সরকার পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ।
- এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হলো, জনগোষ্ঠির বর্তমান পয়োনিষ্কাশন পরিস্থিতি জানা। অর্থাৎ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, বিপন্ন গোষ্ঠি পয়োনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের কী সুযোগ আছে তা বোঝা।
- এই পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জনগোষ্ঠিকে নিয়ে কর্মশালা (মডিউল ৫এ, পর্ব ২) আয়োজনে সহায়ক হবে। এ কর্মশালাটি আয়োজন করা হয় হেঁটে এলাকা পরিদর্শনের পর।

ধাপ ২- কোন পথে যাত্রা হবে তা ঠিক করা

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় কেন মানব বর্জ্য ধারণ ইউনিটের প্রয়োজন, কেন বর্জ্য অপসারণে তাদের পরিচ্ছন্ন বা খালিকরণ সেবার প্রয়োজন এবং ওই বর্জ্য কোথায় নিয়ে নিরাপদে পরিশোধন (আরও তথ্যের জন্য দেখুন মডিউল ২) করতে হয় স্থানীয় সরকার পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ তা অংশগ্রহণকারীদের বোঝাবেন। এই অংশগ্রহণকারীরা পরে পয়োনিষ্কাশন বিষয়ে এ অভিজ্ঞতা ওয়ার্ড ও জনগোষ্ঠির সঙ্গে বিনিময় করবেন। এতে আরও যেসব জায়গা থেকে তথ্য নেওয়া যেতে পারে:

- নগর ও ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশল। এতে তাদের নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন লক্ষ্যও উল্লেখ থাকে।
- এলআইইউপিসির দারিদ্র্য বিষয়ক তথ্য বিন্যাসের কার্যক্রম (এসআইএফ গাইলাইন্স ১ম পর্যায়, ধাপ ১.৩)।
- ট্রানজেক্ট ওয়াকের (দলবদ্ধভাবে হেঁটে এলাকা পরিদর্শন) সময় নেওয়া নোট (মডিউল ৫ক, পর্ব ১)।

ধাপ ৩- সরেজমিনে ঘুরে দেখা এবং মন্তব্য নেওয়া

পরিকল্পিত পথে দলটির সরেজমিনে যাওয়া উচিত এবং ঘুরে দেখার পথে নোট নেওয়া উচিত। নোট বা মন্তব্য নেওয়ার ক্ষেত্রে মডিউলের সঙ্গে থাকা টেম্পলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী আলাদা আলাদাভাবে মন্তব্য নিতে পারেন অথবা টেম্পলেট ব্যবহার করতে পারেন। সারণী ৫.১ এ টেম্পলেট পূরণ করার সময় যেসব প্রশ্ন করা যেতে পারে তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

পয়োনিষ্কাশনের অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞের মূল পর্যবেক্ষণগুলো দলের কাছে তুলে ধরা উচিত।

সরেজমিনে হাঁটা শেষে নিজেদের মন্তব্যগুলো নিয়ে দলটির তুলনা করা উচিত এবং তারা কী দেখেছেন তা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। কমিউনিটির কর্মশালায় (মডিউল ৫ক, অংশ ২) তুলে ধরার জন্য সব মন্তব্য সংরক্ষণ করা উচিত।

অতিরিক্ত বিবেচনার বিষয়- বিশেষ দলের কাছ থেকে তথ্য নিন: সরেজমিনে ঘুরে দেখায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি এমন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের (এবং আলাদাভাবে বৈঠক হলে নারীদের) কাছ থেকে নেওয়া তথ্য যুক্ত করার বিষয়টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (সিডিসি) নেতাদের নিশ্চিত করা উচিত। সম্ভব হলে, নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গ্রুপ বা তাদের প্রতিনিধিদের মূল সরেজমিন ঘুরে দেখায় যুক্ত করা উচিত। তবে, এটি সম্ভব না হলে, তাদের প্রয়োজন জানতে আলাদা বৈঠক প্রয়োজন হতে পারে।

কমিউনিটির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অবস্থা পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, কোনো বাড়ির পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা দুর্বল বা খারাপ এ নিয়ে মন্তব্য করা হলে সেটি ওই বাড়িতে বসবাসকারীদের জন্য বিব্রতকর হতে পারে। স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞের কোনো বিব্রতকর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

নিম্নবর্ণিত বিভাগগুলোতে উল্লেখ করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে পূরণকৃত মন্তব্য নেওয়া টেম্পলেটগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

সঙ্গে থাকা উপকরণ

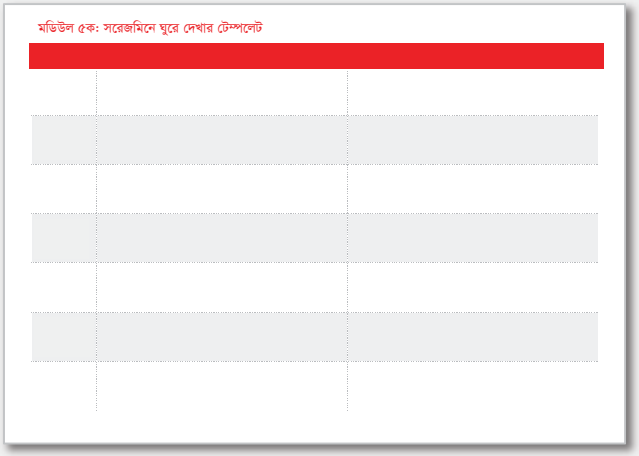
মডিউল ৫ক: সরেজমিনে ঘুরে দেখার টেম্পলেট

সারণী ৫.১ সরেজমিনে ঘুরে দেখার সময় যে প্রশ্নগুলো মনে রাখতে হবে

ধরন	যে ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে
বিদ্যমান শৌচাগারের অবস্থা ও বর্জ্য বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা	• কমিউনিটির বিভিন্ন অংশে কোন ধরনের শৌচাগার ব্যবহার হয়? (উদাহরণ: যৌথ শৌচাগার ব্যবহার, পরিবারের নিজস্ব শৌচাগার?) • সব শৌচাগার ও ট্যাংক কি ভালো অবস্থায় আছে? সমস্যাগুলো কী কী? (উদাহরণ: দুর্গন্ধ, কার্যকারিতায় সমস্যা, কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত, পর্যাপ্ত গোপনীয়তা না থাকা ইত্যাদি।) • শৌচাগার থেকে পয়োবর্জ্য কোথায় যায়? (সেপটিক ট্যাংক, ড্রেন বা নালায় যায় নাকি কোন জলাশয়ের পানিতে পড়ে?) • শৌচাগারের ব্যবস্থা কি নারীদের চাহিদা পূরণের উপযোগী? (উদাহরণ: সেগুলো কি রাতে নিরাপদ? মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সুবিধা কি পাওয়া যায়? বাচ্চা নিয়ে নারীদের শৌচাগারে যাওয়ার সুবিধা কি আছে?) • শৌচাগার ব্যবস্থা কি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী (উদাহরণ: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অথবা শিশুরা কি এই ব্যবস্থায় প্রবেশ ও শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে?) • যৌথ শৌচাগারের পিট ও ট্যাংক পূর্ণ হয়ে গেলে কি খালি করা হয়? কমিউনিটির সব পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় কি একই কাজ করা হয়?
পানি ও বিদ্যুতের সরবরাহ	• কমিউনিটির পুরো এলাকাজুড়ে বিদ্যুৎ কি আছে? পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা কি আছে? • কমিউনিটি শৌচাগারগুলোতে পানি সরবরাহ এবং এর কাছাকাছি হাত ধোয়ার ব্যবস্থা কি আছে?
বন্যার সমস্যা	• বন্যা কি একটি সমস্যা? কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় কি অন্য এলাকার চেয়ে বেশি বন্যা হয়? • ভূগর্ভস্থ পানির স্তর কি গভীরে নাকি ভূমির কাছাকাছি? বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা পানির স্রোতের ওপর নির্ভর করে এর কি কোনো পরিবর্তন হয়?
কতোটা জায়গা পাওয়া যায়	• কমিউনিটিতে নতুন শৌচাগার তৈরির জন্য কোনো জায়গা কি আছে? বর্জ্য পানি পরিশোধনের অবকাঠামো তৈরির জন্য যথেষ্ট জায়গা কি আছে? • নিরাপদে পিট ও ট্যাংক খালি করতে ট্রাক (ভ্যাকুট্যাগ) কি কাছাকাছি যেতে পারে? যাওয়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা কি আছে? • বিদ্যমান শৌচাগারগুলোর অবস্থান কিছু বাড়ি থেকে কি বেশ দূরে?
ভালো পয়োনিষ্কাশনের উদাহরণ	• ভালো অবস্থায় আছে এবং নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় এমন কিছু শৌচাগার কি আছে? এসব শৌচাগার কারা রক্ষণাবেক্ষণ করেন?
অন্যান্য	• উল্লিখিত ধরনের মধ্যে নেই কিন্তু সংশ্লিষ্ট এমন অন্যান্য পর্যবেক্ষণ।

মডিউল ৫ক
অংশ ২- অংশগ্রহণমূলক পয়োনিষ্কাশন বিকল্প উন্নয়ন

পয়োনিষ্কাশন সমাধান বাছাইয়ের প্রথম ধাপ হলো স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বোঝা। সেটেলমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (এসআইএফ) নির্দেশিকা অনুযায়ী পর্ব ১, ধাপ ২.৩ এ প্রস্তাবিত সরেজমিনে ঘুরে দেখার মাধ্যমে এটি করা সম্ভব। সরেজমিনে ঘুরে দেখার বিষয়টি হলো স্থানীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং এ নিয়ে আলোচনার জন্য একদল মানুষ কমিউনিটির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায়। এই সরেজমিনে ঘুরে দেখার লক্ষ্য হলো কমিউনিটির অবস্থা বোঝা। পরে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিকল্প নির্বাচনের সময় এই বিষয়গুলো জানানো। একই সঙ্গে কোন পরিবারগুলো এই পয়োনিষ্কাশন ব্যবহার করবে এ সম্পর্কেও জানানো হয়।

এসআইএফ নির্দেশিকা পর্ব ১

ধাপ ২.৪: "সমস্যাগুলোর কারণ নিয়ে আরও আলোচনা ও বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে এবং 'মূল কারণ' খুঁজে বের করতে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (সিডিসি) সদস্যরা পরবর্তীতে কমিউনিটি পর্যায়ে বৈঠক আয়োজন করতে পারে। এই কার্যক্রম তাদের বাসস্থান ও এর সমস্যা এবং এসব সমস্যা সমাধানের বিষয়ে গভীর ধারণা পেতে দলটিকে সহায়তা করতে পারে।"

ধাপ ২.৫: "এরপর ক্ষুদ্র পর্যায়ের অবকাঠোমোর জন্য এসআইএফের বাছাইয়ের ধরন নিয়ে সিডিসি প্রাথমিক গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারে। এই বৈঠকের সময় তাদের কমিউনিটির সমস্যা সমাধানে এসআইএফের অবকাঠামো বাছাইয়ের ধরন অনুযায়ী কোন ক্ষুদ্র পর্যায়ের অবকাঠামোটি প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা উচিত এবং বিষয়টিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত।"

পরিচালনাকারী	স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞকে কর্মশালার পরিচালনায় থাকতে হবে অথবা তাঁর পরিবর্তে এমন একজনকে এই দায়িত্বে থাকতে হবে যিনি পয়োনিষ্কাশনের কারিগরি সহায়তা প্রদানে অভিজ্ঞ। মন্তব্য ও সমঝোতার বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করতে অন্য একজন ব্যক্তি (যেমন: একজন সিডিসির সদস্য হতে পারেন) দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
সময় নির্ধারণ	সরেজমিনে ঘুরে দেখার পর এবং কমিউনিটি অ্যাকশন প্লান (সিএপি) পূরণ ও জমাদানের আগে কমিউনিটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।
উপকরণ	নোট বা মন্তব্য লিখে রাখার জন্য কলম ও পেন্সিল; অংশগ্রহণকারীদের দেখানোর জন্য পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর চিত্র (মডিউল ২ থেকে প্রিন্ট করা যেতে পারে)
	দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা
অংশগ্রহণকারী	প্রত্যেকটি প্রাথমিক গ্রুপের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কমিউনিটির নেতারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। কমিউনিটির নারী ও শারীরিকভাবে অক্ষমদের প্রতিনিধিদের এতে অংশ নেওয়া উচিত।

ধাপ ১- স্বাগতম ও ভূমিকা

পরিচালনাকারী তাদের পরিচয় তুলে ধরবেন এবং কমিউনিটির জন্য উপযুক্ত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও বাছাই কর্মশালাটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তাঁর পরিচয় জানাবেন। উন্মুক্ত আলোচনার জন্য সংকোচ কাটিয়ে ওঠার কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারীর জানা থাকলে সেটি করা যেতে পারে।

কর্মশালা পরিচালনার কোনো নিয়ম থাকলে তার ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন: এক সময় শুধু একজনই কথা বলবেন। উন্মুক্ত ও সুষ্ঠু অংশগ্রহণের জন্য সব অংশগ্রহণকারীকে তাদের মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ধাপ ২- এই কমিউনিটির পয়োনিষ্কাশনের পটভূমি জানানো

স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞের কিছু বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। বিষয়গুলোর মধ্যে থাকতে পারে, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় পয়োবর্জ্য বদ্ধ অবস্থায় রাখা প্রয়োজন হয় কেন এবং ওই বর্জ্য অপসারণ করা এবং অন্য কোথাও নিয়ে পরিশোধন করা কেন প্রয়োজন। (আরও তথ্যের জন্য মডিউল ২ দেখুন)।

এরপর পরিচালনাকারী ওয়ার্ড ও কমিউনিটি পর্যায়ের পয়োনিষ্কাশনের পটভূমি তুলে ধরবেন। এই তথ্যের মধ্যে থাকতে পারে:

- শহর ও ওয়ার্ডের নিরাপদ পয়োনিষ্কাশন লক্ষ্যমাত্রাসহ পয়োনিষ্কাশন কৌশল।
- নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প বা এলআইইউপিসি দারিদ্র সূচক কার্যক্রম (এসআইএফ নির্দেশিকা পর্ব ১, ধাপ ১.৩)।
- সরেজমিনে ঘুরে দেখার সময় নেওয়া মন্তব্য (মডিউল ৫ক, অংশ ১)

ধাপ ৩- বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়নের প্রয়োজন নিয়ে কমিউনিটি আলোচনা করবে

পরিচালনাকারী অংশগ্রহণকারীদের কিছু বিষয়ে আলোচনা করতে বলতে পারেন। এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে: ক) তাদের কমিউনিটির পয়োনিষ্কাশনের বর্তমান অবস্থা এবং খ) পয়োনিষ্কাশনের যেসব উন্নয়ন অবশ্যই করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার মূল বিষয়গুলো হতে পারে:

- **যৌথ:** কমিউনিটির শৌচাগারগুলো কি ব্যক্তিগত (শুধু একটি পরিবার ব্যবহার করে), কয়েকটি পরিবার কি যৌথ ভাবে ব্যবহার করে, নাকি পুরো কমিউনিটিই ব্যবহার করে? একটি শৌচাগার কতজন ব্যবহার করেন? এজন্য কি দীর্ঘ লাইন দেখা যায়? অংশগ্রহণকারীরা এই ব্যবস্থার কীভাবে উন্নতি করতে চান?

- **উপযোগিতা:** নারী ও শিশুসহ সবার জন্যই রাতের বেলায় এই শৌচাগারে যাওয়া কি নিরাপদ? দিন-রাত সবসময়ই কি শৌচাগার খোলা থাকে, নাকি কিছু সময়ের জন্য এগুলো বন্ধ করা হয়? বর্ষার সময় বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সবাই কি শৌচাগারে যেতে পারে? শৌচাগার কি কিছু ঘর থেকে দূরে? এই সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে করা যায়?

- **বৈশিষ্ট্য:** পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় শৌচাগারের দরজাগুলোয় কি ছিটকিনি আছে? আলো আছে কি? পানির যথেষ্ট সরবরাহ কি পাওয়া যায়? হাত ধোয়া ও গোসলের ব্যবস্থা কি আছে?

- **নকশা:** শৌচাগারগুলোর কি ট্যাংক/পিট আছে, নাকি বর্জ্য সরাসরি নর্দমায় পড়ে। পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা কী দিয়ে তৈরি (যেমন: ধাতব পাত, সিমেন্টের ব্লক ইত্যাদি)। এর কোনো উন্নয়ন কি প্রয়োজন?

- **রক্ষণাবেক্ষণ:** সাধারণত: শৌচাগারগুলো কি পরিষ্কার, নাকি অপরিষ্কার থাকে? এগুলো কে পরিষ্কার রাখে? শৌচাগারের কোনো ক্ষতি বা অন্যান্য সমস্যা কীভাবে ঠিক করা হয়? পরিষ্কার ও মেরামতে সহায়তার জন্য পরিবারগুলো কি কোনো ফি প্রদান করে? পূর্ণ হয়ে গেলে পিট/ট্যাংক কীভাবে খালি করা হয়? পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তার জন্য কী কী উন্নয়ন করা প্রয়োজন?

অংশগ্রহণকারীদের চিহ্নিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করুন এবং এর সারসংক্ষেপ বের করুন। অংশগ্রহণকারীদের চিহ্নিত করা উন্নয়নের বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করুন। এগুলো নিয়ে তাদের আলোচনা করতে দিন এবং কোন বিষয়গুলো সবচেয়ে বড় সমস্যা ও উন্নয়ন সবচেয়ে জরুরি সেগুলো চিহ্নিত করতে সিদ্ধান্ত নিতে দিন।

ধাপ ৪- পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোরবিকল্প উপস্থাপন

এরপর স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ এমন কিছু পয়োনিষ্কাশন বিকল্পের কথা তুলে ধরবেন, যেগুলো ওই কমিউনিটির জন্য সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। দলটির কাছে যেসব পয়োনিষ্কাশন বিকল্পের কথা তুলে ধরা যেতে পারে এর তালিকা মডিউল ২ এ দেওয়া হয়েছে। কিছু বিকল্প কমিউনিটির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে যদি:

→ এটি শহর বা ওয়ার্ডের পয়োনিষ্কাশন কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়- যেমন: ওয়ার্ড পয়োনিষ্কাশন কৌশলে যদি পিট ল্যাট্রিন ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়, তবে বিকল্প হিসেবে পিট ল্যাট্রিনের কথা উল্লেখ করা যাবে না।

→ কমিউনিটিতে কোনো বিকল্প নির্মাণ বা ব্যবস্থাপনা সম্ভব না হলে- যেমন: এলাকায় ডিওয়াটস (উউডঅঞঝ) এর কোনো দক্ষ ব্যক্তি না থাকলে, বিকল্প হিসেবে এই পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কথা তোলা যাবে না।

পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ সম্ভাব্য প্রতিটি বিকল্পের নকশা বা চিত্র প্রদর্শন করবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন:

- পয়োনিষ্কাশন বিকল্পটি কীভাবে কাজ করে
- এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী
- কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো
- সংরক্ষণ ব্যবস্থা কতদিন পর পর খালি করা প্রয়োজন হয়
- বর্জ্য পানি (সংরক্ষিত অংশের তরল) কীভাবে পরিশোধন করা হবে।

অংশগ্রহণকারীদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা অথবা উপস্থাপিত বিকল্পগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন আছে কিনা এই বিষয়ে পরিচালনাকারী তাদের কাছে জানতে চাইতে পারেন।

ধাপ ৫- পছন্দের পয়োনিষ্কাশন বিকল্প নিয়ে কমিউনিটি আলোচনা

প্রতিটি বিকল্প উপস্থাপন শেষে, পরিচালনাকারী কমিউনিটির সদস্যদের নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার পরামর্শ দিতে পারেন:

- পয়োনিষ্কাশন বিকল্পটির সবচেয়ে **লাভজনক দিকগুলো**
- অংশগ্রহণকারীদের **সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়গুলো**
- কতজন মানুষ ব্যবহার করবে ও কতোটা জমি পাওয়া যাবে তা বিবেচনায় রেখে **যৌথভাবে এবং এর বিপরীতে একটি পরিবারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে** পছন্দের বিষয়গুলো।
- পয়োনিষ্কাশন বিকল্প নির্মাণে এর **অবস্থান ও জমি পাওয়ার** বিষয়গুলো। পানি সরবরাহে সম্ভাব্য দূষণ ও খালি করার শ্রমিকদের প্রবেশের জন্য জায়গা রাখার বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা উচিত। এলআইইউপিসি এসআইএফ নির্দেশিকায় (পর্ব ১, ধাপ ২.১) আরও বলা হয়েছে, পয়োনিষ্কাশন বিকল্প বিবেচনার ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবার, নারী প্রধান পরিবার, এতিম থাকা পরিবার ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকা পরিবারগুলোর ব্যবহার সহজ করার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- পয়োনিষ্কাশন বিকল্পকে প্রভাবিত করতে পারে এমন **পরিবেশগত অবস্থা**। এর মধ্যে থাকতে পারে বন্যা অথবা বর্ষায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন।
- প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা কি সম্ভব হবে, নাকি কমিউনিটির জন্য বিষয়টি কষ্টকর হবে।

এলআইইউপিসি এসআইএফ বাছাইয়ের মাপকাঠি (এসআইএফ নির্দেশিকা পর্ব ১, ধাপ ২.৫) অনুযায়ী পয়োনিষ্কাশন বিকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

আলোচনা অনুযায়ী, সিডিসির সদস্যরা প্রতিটি প্রাথমিক গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে কমিউনিটির পয়োনিষ্কাশন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করবেন, যা কমিউনিটি অ্যাকশন প্লানে (সিএপি) যাবে। অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোর মধ্যে থাকা উচিত:

- যে ধরনের সংরক্ষণ বিকল্প কমিউনিটি পছন্দ করে (যেমন: এক পিট, দুই পিট, সেপটিক ট্যাংক, ডিওয়াটস)
- শৌচাগারের সংখ্যা ও অবস্থান
- শৌচাগারের যে বৈশিষ্ট্য আশা করা হয় (যেমন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শৌচাগার ব্যবহারের জন্য ঢালু পথ বা আরও প্রশস্ত দরজা)।

এসআইএফ নির্দেশিকা অনুযায়ী **কমিউনিটি অ্যাকশন প্লান (সিএপি)** এলআইইউপিসিতে জমা দিতে হবে। এসআইএফ নির্দেশিকা পর্ব ১, ধাপ ২.৬ ও ২.৭ অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে সিএপি পর্যালোচনা করা হবে (দেখুন মডিউল ৪)। সিডিসি একবার অনুমোদন পেলে, তারা নির্দেশিকার মডিউল ৫খ অনুযায়ী আগাতে পারে, যা এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ২ অনুযায়ী কাজ করে (প্রস্তাব তৈরি, পুর্নমূল্যায়ন ও অনুমোদন)

৫খ

মডিউল ৫খ

পয়োনিষ্কাশনের নকশা পর্যালোচনা ও একমত হওয়া এবং নির্মাণের উদ্যোগ

মডিউল ৫খ
পয়োনিষ্কাশনের নকশা পর্যালোচনা ও একমত হওয়া এবং নির্মাণের উদ্যোগ

এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ১, ধাপ ২.৬ ও ২.৭ এর আলোকে অন্যান্য পয়োনিষ্কাশন বিকল্পগুলোর সঙ্গে সিএপিতে জমা দেওয়া পয়োনিষ্কাশন বিকল্প ওয়ার্ড পর্যায়ে সিডিসির প্রতিনিধি, কাউন্সিলর, এলআইইউপিসির শহর কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হবে। এই পর্যালোচনায় পয়োনিষ্কাশনের কোন বিকল্পকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বাস্তবায়নের জন্য পয়োনিষ্কাশন বিকল্প অগ্রাধিকার প্রদানের স্থানে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের কর্তৃপক্ষের উচিত এর বিস্তারিত নকশা, ব্যয় ও বিকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। মডিউল ৪ এর নির্দেশনা অনুযায়ী, স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ অগ্রাধিকার দেওয়া বিকল্পের একটি নকশা ও ব্যয়ের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করবেন (মডিউল ৪খ)।

এই অংশ সিডিসির জন্য যে ধাপগুলোর ব্যাখ্যা দেয়: অগ্রাধিকার দেওয়া পয়োনিষ্কাশন বিকল্পের নকশার বিষয়ে পর্যালোচনা ও প্রতিক্রিয়া, পয়োনিষ্কাশন বিকল্প নির্মাণে কীভাবে আগানো হবে এবং এসআইএফ নির্দেশিকা অনুযায়ী এলআইইউপিসিতে পুরো প্রস্তাব জমা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্র সাজানোর পরিকল্পনা। এই কর্মকাণ্ডগুলো সাধারণ এলআইইউপিসি প্রক্রিয়ার অংশ হলেও এই অংশটি নির্দিষ্ট পয়োনিষ্কাশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানায়।

অংশগ্রহণকারী

- সিডিসি সদস্যরা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. বাস্তবায়নকৃত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা কমিউনিটির অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত হওয়া এবং কমিউনিটির চাহিদা পূরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

২. প্রস্তাবিত পয়োনিষ্কাশন বিকল্পের প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মতি জানানো।

সারাংশ

কমিউনিটি পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতি সম্মতি এবং এর নকশা অনুসরণ করে (মডিউল ৪ক ও ৪খ) এলআইইউপিসি প্রস্তাব পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অনুমোদন প্রক্রিয়া ও নকশা উভয় সম্পর্কে সিডিসিকে জানানোর বিষয়টি থাকে। এছাড়া নকশা, নির্মাণ প্রক্রিয়া, কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হয়।

ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো পয়োনিষ্কাশন বিকল্প একবার সিএপিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে গেলে, এই নির্দেশিকার মডিউল ৪খ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ বিকল্পের নকশা ও ব্যয়ের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করবে। এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ২, ধাপ ১ অনুযায়ী, বিস্তারিত নকশা ও ব্যয় পর্যালোচনা, নির্মাণ পদ্ধতির সঙ্গে একমত হওয়া ও পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর পুরো প্রস্তাব তৈরির জন্য সিডিসি ও স্থানীয় সরকারের বিশেষজ্ঞের মধ্যে একটি বৈঠক হওয়া উচিত।

বৈঠকের প্রতিটি অংশ কীভাবে পরিচালনা করতে হবে নিচে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে:

ধাপ ১- স্বাগতম ও ভূমিকা

পরিচালনাকারীরা তাদের পরিচয় তুলে ধরবেন। এরপর, পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর বিস্তারিত আলোচনা এবং নির্মাণ পদ্ধতি নিয়ে একমত হওয়ার পর্যালোচনা এই বৈঠকের উদ্দেশ্য বলে জানাবেন।

ধাপ ২- নকশা উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

মডিউল ৪খ এর ধাপগুলো অনুযায়ী, স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নকশা ও ব্যয়ের বিস্তারিত উপস্থাপন করবেন। সিডিসির কাছে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর মধ্যে থাকতে পারে:

- **অঙ্কন/চিত্র:** অবকাঠামো দেখতে কেমন হবে সেটি বুঝাতে নকশার যেকোনো অঙ্কন, চিত্র বা ছবি উপস্থাপন করা।
- **নির্মাণের এক বা একাধিক স্থান যেখানে অবকাঠামো তৈরি হবে:** অবস্থান ও আকৃতি, বিদ্যমান শৌচাগারের সঙ্গে সংযোগ, বিদ্যমান পানির উৎস ও নর্দমার সঙ্গে সংযোগ এবং অন্যান্য অবকাঠামোর যে পরিবর্তন করতে হবে সেগুলো তুলে ধরতে হবে (উদাহরণ: নর্দমার ঢাকনা যুক্ত করা অথবা কোনো ভবন সরিয়ে ফেলা)।
- **টয়লেট ব্যবস্থার নকশা:** স্টলের সংখ্যা, ঢোকার মুখের নকশা, হাত ধোয়ার স্থান, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যবস্থার মতো বৈশিষ্ট্যসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো যা মডিউল ৫ক অংশ ২ এর বর্ণিত কর্মকাণ্ড চলার সময় কমিউনিটির পক্ষ থেকে জানতে চেয়ে অনুরোধ করা হয়।
- **কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয়:** উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই ব্যবস্থার এমন কোনো বিশেষ অংশ কি আছে যা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে অথবা নিয়মিত ঠিক করতে হবে।
- **ব্যয়:** পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাটি নির্মাণ করতে কত ব্যয় হবে এবং কমিউনিটি কতোটা ব্যয় বহন করতে পারবে। এসআইএফ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নির্মাণ ব্যয়ের সর্বনিম্ন ১০% কমিউনিটিকে বহন করতে হবে। সম্ভব হলে, চলমান কার্যক্রম এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তুলে ধরতে হবে।

প্রস্তাবিত নকশার বিষয়ে প্রশ্ন করা ও মতামত প্রদানের জন্য কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি বা সিডিসিকে সময় দিন। সিডিসির প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে নকশায় ছোটখাট কোনো পরিবর্তন করা যায় কিনা বিবেচনা করুন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত খরচ প্রদানে কমিউনিটির সামর্থ্যের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করতে হবে।

ধাপ ৩- নির্মাণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পর্যালোচনা

স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ প্রস্তাবিত ব্যবস্থা নির্মাণে সাধারণভাবে যে বিষয়গুলো প্রয়োজন হতে পারে তার ব্যাখ্যা দেবেন (যেমন: কতোটা খনন করা প্রয়োজন হবে, নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কোন অংশগুলো তৈরি করা প্রয়োজন এবং কোনো কিছু যদি ধ্বংস করা প্রয়োজন হয়)। পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ বাইরের কোনো ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে কিনা সেই বিষয়েও জানাবেন (যেমন: ডিওয়াটস ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হবে কিনা)।

এরপর পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সিডিসির নির্মাণের বিষয়ে তাদের উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এর মধ্যে থাকতে পারে:

- কমিউনিটির মধ্যে থেকে যে কয়জন শ্রমিক পাওয়া যাবে;
- স্থানীয় বিক্রেতা/সরবরাহকারীদের কাছে উপকরণ বা বিভিন্ন অংশ কতোটা সহজলভ্য; এবং
- নির্মাণকাজে বাইরের যে সহায়তা প্রয়োজন (যেমন: কোনো এনজিও সহায়তা) এবং এটি কীভাবে নেওয়া সম্ভব হবে।

নির্মাণের বিষয়ে নগরের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের (এলআইইউপিসি) চাহিদামতো সিডিসি এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ৩, ধাপ ১-২ অনুযায়ী উল্লেখ করবে।

নির্মাণের পদ্ধতির বিষয়ে একমত হওয়ার বিষয়টি নথিভুক্ত করতে হবে এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী এতে স্বাক্ষর করবেন।

এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ৩, ধাপ ১ অনুযায়ী, সিডিসি কমিউনিটির ৫-৭ জন সদস্যের মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করবে। পিআইসি পয়োনিষ্কাশন বিকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। এলআইইউপিসির নিয়মনীতি মেনে পিআইসি এই পর্যায়ে গঠন করা হবে, যেন এটি সামর্থ্য বৃদ্ধির কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকতে পারে (মডিউল ৫গ)

ধাপ ৪- পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো ও নথিপত্র চূড়ান্ত করা বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি

প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে, এলআইইউপিসি এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ২, ধাপ ১ অনুযায়ী সিডিসি অবশ্যই একাধিক নথিপত্র তৈরি করবে। প্রস্তাবের পয়োনিষ্কাশন অংশটি সাজানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞের সিডিসিকে সহায়তা করা উচিত। নথিপত্রে থাকবে (তবে এতেই সীমাবদ্ধ হবে না):

- প্রস্তাবিত পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর জন্য মোট বাজেট
- প্রস্তাবিত পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর উন্নয়ন/স্থাপনের একটি তালিকা
- পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- প্রস্তাবিত পয়োনিষ্কাশন বিকল্পের জন্য নকশা/চিত্র ও হিসাব
- পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো যেখানে নির্মাণ হবে তার বিন্যাস পরিকল্পনা/খসড়া মানচিত্র।

প্রস্তাবের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র তৈরির দয়িত্ব কে পালন করবেন বৈঠকে সে বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

প্রস্তাব একবার চূড়ান্ত এবং পিআইসির মাধ্যমে পর্যালোচিত হওয়ার পর, এটি শহর প্রকল্প বোর্ডে জমা দিতে হবে (এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ২, ধাপ ২ অনুযায়ী)। এলআইইউপিসি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অনুমোদনের পর, বাস্তবায়নের জন্য তহবিল বিতরণ করা হবে (এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ২, ধাপ ২-৪ অনুযায়ী)।

৫গ

মডিউল ৫গ

কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান

মডিউল ৫গ
কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান

পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর টেকসই অবস্থা নিশ্চিত করতে, নির্মাণ শুরুর আগেই কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (ওঅ্যান্ডএম) পদ্ধতির বিষয়ে একমত হওয়া জরুরি। ছোটখাট ও বড় কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কর্মকাণ্ড এবং এর অর্থায়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে শুরুতেই স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে। আর এটি সুবিধাভোগী ও সিডিসিকে বুঝতে হবে। এই অংশে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা আছে, যেখানে কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য এর নির্দিষ্ট দায়িত্বে কে থাকবে তা ঠিক করে দেওয়া হয়।

কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদানের জন্য এলআইইউপিসি প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই ধাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসআইএফ নির্দেশিকা অনুযায়ী, অবকাঠামো নির্মাণের পর এই ধাপগুলো আসে। তবে, পয়োনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অবকাঠামো নির্মাণের আগেই বন্টন করে দিতে হয়।

অংশগ্রহণকারী

- সিডিসি সদস্যরা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দীর্ঘ মেয়াদে পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব বন্টনের পরিকল্পনা করা।

সারাংশ

পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যেসব দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি বৈঠক করা। এরপর প্রত্যেকটি দায়িত্বের জন্য কে দায়বদ্ধ থাকবে তা ঠিক করে দেওয়া এবং কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত সম্পাদনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি।

এসআইএফ নির্দেশিকা পর্ব ৪, ধাপ ৩.১ অনুযায়ী, নির্মিত অবকাঠামো দেখাশোনার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক সিডিসির একটি কমিটি গঠন করা হবে। সিডিসির পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটিতে থাকবে:

- ১ জন চেয়ারপারসন
- ১ জন কেয়ারটেকার
- ১ জন ক্যাশিয়ার
- ২ জন সাধারণ সদস্য

পয়োনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অনেক দায়িত্ব আছে এবং সিডিসি সদস্যদের জন্য সব দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। পয়োনিষ্কাশন ও এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিকল্প আছে। সবচেয়ে উপযোগী বিকল্পটি বাস্তবায়িত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার ধরন এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে। কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিটি দায়িত্ব কে পালন করবে সেটি ঠিক করে দিতে সিডিসি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ মিলে একটি বৈঠক করতে পারেন।

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন্টন এবং একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে নিচের ধাপগুলো সিডিসিকে সহায়তা করতে পারে। মডিউল ৫খ এর বৈঠকের একই দিনে অথবা অন্য কোনো দিন এই বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ধাপ ১- স্বাগতম ও ভূমিকা

পরিচালনাকারী সবাইকে স্বাগত জানাবেন। এরপর প্রস্তাবিত পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কোন দায়িত্বে কে থাকবে সেটি ঠিক করে দেওয়ার জন্য বৈঠকের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ ২- পয়োনিষ্কাশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ কর্মকাণ্ডগুলো উপস্থাপন

স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ কর্মকাণ্ডগুলোর ব্যাখ্যা দেবেন। একই সঙ্গে তিনি এসব ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিকল্পের কথা জানাবেন। মডিউল ২খ কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কর্মকাণ্ডগুলো এবং ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিকল্পের তথ্য দেয়া আছে। তবে, প্রস্তাবিত পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর ধরন ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এসব মানিয়ে নিতে হয়।

কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন কাজের কথা জানাতে মডিউলের সঙ্গে থাকা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধাপ ৩- দায়িত্ব অর্পনের ব্যবস্থা করা

স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় ওয়ার্ড কাউন্সিলর অথবা অন্য কোনো পরিচালনাকারী নিচের বিষয়গুলো সিডিসির সঙ্গে আলোচনায় নেতৃত্ব দেবেন:

- → কমিউনিটি এর আগে যৌথ শৌচাগারের পয়োনিষ্কাশন কীভাবে ব্যবস্থাপনা করেছে (যেমন: পানি সরবরাহের উৎস, শৌচাগার, আবর্জনা সংগ্রহ)? কোন ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে? সবচেয়ে কঠিন কাজ কী ছিল?
- → অতীতে কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কোন কাজটি (যেকোনো অবকাঠামো বা সেবার জন্য) কমিউনিটি সবচেয়ে ভালোভাবে করেছে? সবচেয়ে কঠিন কাজ কী ছিল?
- → প্রস্তাবিত পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিটি কাজের জন্য কে দায়িত্বে থাকবেন?

ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কাজের জন্য কে দায়িত্বে থাকবেন তা নিয়ে আলোচনায় এই মডিউলের সঙ্গে থাকা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটি ব্যবহার করা যেতে পারে। স্লাইডে কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডের তালিকা আছে। একই সঙ্গে প্রতিটি কাজের জন্য কে দায়িত্ব পালন করতে পারেন তা নির্ধারণের জন্য লোক/দলের তালিকা দেওয়া আছে।

সিডিসির অংশগ্রহণকারীদের জন্য এই তালিকা প্রিন্ট করুন এবং পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামোর কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিটি দায়িত্বে কে থাকবে সেটি নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

ধাপ ৪- ব্যবস্থাপনার বিকল্প বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা তৈরি

একমত হওয়া কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি বাস্তবায়নে কর্মশালার অন্যান্যদের সহায়তায় সিডিসি একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে। কর্মপরিকল্পনাটি তৈরির সময় এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ৪, ধাপ ৩.৪ উল্লেখ করা উচিত সিডিসির। পয়োনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে এসআইএফ নির্দেশিকা ছাড়াও কর্মপরিকল্পনায় নিচের বিষয়গুলোর কথা বলা উচিত:

কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

১. পয়োনিষ্কাশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিটি কাজ কখন সম্পাদন করা হবে? কতটা ঘন ঘন এগুলো পালন করা হবে? প্রত্যেক ব্যক্তি বা দলকে তাদের দায়িত্বের কথা কীভাবে জানানো হবে? (মাপকাঠির জন্য এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ৪, ধাপ ৩.৪ এর সারণী ৭ দেখুন)

২. প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে কিনা সেটি নিশ্চিত করবে কে? কেউ তার দায়িত্ব পালন না করলে কী হবে?

৩. সহায়তা প্রদানে সরকার বা বাইরের সংস্থার কোনো দায়িত্ব থাকলে, সেটি পালন করার বিষয়টি কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে?

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ব্যবহারকারীদের ফি কীভাবে সংগ্রহ করা হবে? কোনো পরিবার ফি দিতে না পারলে কী হবে? ফি প্রদানের বিষয়টি কীভাবে নথিভুক্ত করা হবে?

নিচের কাজগুলি করতে বাজেটের কত অংশ বরাদ্দ করা হবে:

- ছোটখাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে
- বড় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে
- বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের বিল প্রদানে
- ট্যাংক/পিট খালি করার সেবা নেয়ার জন্য
- ক্লিনারদের বেতন এবং জিনিসপত্র কেনায়
- হাত ধোয়ার জন্য সাবান কেনায়

তত্ত্বাবধান

- কেয়ারটেকার বা ক্লিনার নিতে হলে, তাদের কে নিয়োগ দেবে?
- কেয়ারটেকার বা ক্লিনারদের কাজ কী হবে?
- তাদের বেতন কীভাবে দেওয়া হবে?
- কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (যেমন: পরিষ্কার করার সরঞ্জাম) কীভাবে তাদের দেওয়া হবে?
- তাদের কাজের দেখাশোনা কীভাবে করা হবে?
- অবকাঠামোর কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জন্য কেয়ারটেকারের কি কোন ধরনের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে?

চুক্তির সব তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে, যেন এটি পরবর্তীতে উল্লেখ করা যায় এবং অন্যদের দেওয়া সম্ভব হয়। প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য সাধারণত ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ কমিউনিটির নেতারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৫ঘ

মডিউল ৫ঘ

পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নির্মাণ তদারকি

মডিউল ৫ঘ
পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার নির্মাণ তদারকি

কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি নিয়ে সিডিসি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পার্টনারেরা একমত হওয়ার পর পয়োনিষ্কাশন বিকল্প নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু করা যেতে পারে। ক্রয়, চুক্তি, তত্ত্বাবধান ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়গুলো এসআইএফ নির্দেশিকার পর্ব ৩ এ বিস্তারিত বলা হয়েছে।

এসআইএফ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এলআইইউপিসি, সরকারি প্রকৌশলী ও সিডিসি নির্মাণের তদারকি করবে। এই অংশে পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে তদারকি কীভাবে করা হবে এর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অংশগ্রহণকারী

- সিডিসি সদস্যরা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অবকাঠামো সঠিকভাবে নির্মাণ হচ্ছে কিনা সেটি নিশ্চিত করতে সিডিসি সদস্য ও স্থানীয় সরকার বা এলআইইউপিসি প্রকৌশলীরা চলমান পয়োনিষ্কাশন নির্মাণের তদারকি করবেন।

সারাংশ

অবকাঠামো সঠিকভাবে নির্মাণ হচ্ছে কিনা সেটি নিশ্চিত করতে যোগ্য প্রকৌশলী ও পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ এবং সিডিসি সদস্যরা তদারকির তালিকা ব্যবহার করবেন।

এসআইএফ নির্দেশিকা পর্ব ৩, ধাপ ১-২ অনুযায়ী, সিডিসি নির্মাণের সামগ্রী কিনবে এবং সরবরাহকারী, বিক্রেতা, রাজমিস্ত্রী ও শ্রমিকদের চিহ্নিত করবে। স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ ও এলআইইউপিসির শহরাঞ্চলের প্রকৌশলী উপযুক্ত নির্মাণ সামগ্রী চিহ্নিত করতে সিডিসিকে সহায়তা করবেন। মডিউল ৫খ এ করা চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহকারী, বিক্রেতা, রাজমিস্ত্রী ও শ্রমিকদের নিতে হবে।

এসআইএফ নির্দেশিকায় সিডিসি, অবকাঠামো নির্মাণ তদারকিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি), এলআইইউপিসির শহরের কর্মচারী এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কারিগরি বিভাগের কর্মচারীদের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে:

অবকাঠামো নির্মাণ তদারকির জন্য এসআইএফ নির্দেশিকা

পর্ব ৩, ধাপ ৩: *"সিডিসি কমিউনিটি চুক্তির বিস্তারিত প্রক্রিয়ায় এবং নির্মাণ কাজের মান নিশ্চিত করতে এর তদারকিতে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এরপর সিডিসি নিয়মিত কাজের তত্ত্বাবধান করবে এবং প্রতি মাসে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর পিআইসির কাছে প্রতিবেদন পাঠাবে..."*

পর্ব ৪, ধাপ ১: *"পৌরসভার প্রকৌশলী ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তার সহযোগিতায় এলআইইউপিসির শহর দল নির্মাণকাজের তত্ত্বাবধান করবে এবং বসবাসের অঞ্চলের অবকাঠামোর যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ করবে।"*

পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ তদারকির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা কোন বিষয়গুলো দেখবেন তা জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাণের সময় কোন বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে তার একটি সাধারণ নির্দেশমালা এসআইএফ নির্দেশিকায় দেওয়া হয়েছে (পর্ব ৪, ধাপ ১)। নিচের তালিকায় পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণে তদারকির দায়িত্বের নির্দেশনা আরও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে:

সরকারি ও এলআইইউপিসির প্রকৌশলী এবং পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞদের জন্য তদারকির তালিকা

- ☐ কেনা উপকরণগুলো যথাযথ মানের এবং নির্মাণের সময় সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়
- ☐ অনুমোদিত নকশা ও বিবরণ অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়
- ☐ নর্দমায় কোনো বর্জ্যপানি চলে এলে সেগুলো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং সেগুলো প্রয়োজনীয় ঢালে তৈরি করা হয়
- ☐ সিমেন্ট ভালো মানের এবং এর মিশ্রণ তৈরি ও ঢালার কাজটি সঠিকভাবে করা হয়
- ☐ সিমেন্টের জমাট বাধা সঠিকভাবে ও নিয়ম অনুযায়ী করা হয়
- ☐ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঢেকে দেওয়া/মাটি ভরাটের পূর্বেই নির্মাণের গুণগত মান যাচাই করা হয় (যেমন: ট্যাংকের দেয়ালের পানিরোধী অবস্থা, এবিআর এ উপরের স্রোতের যথাযথ পাইপ, অ্যানারবিক ফিল্টারের যথাযথ মিডিয়া ফিল্টার বসানো)।
- ☐ খালি করার জন্য পিট বা ট্যাংকে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে। তবে, এর মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির পানি, কঠিন বর্জ্য অথবা কোনো প্রাণী ভিতরে যেতে পারে না।
- ☐ বর্জ্য পানি নর্দমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শোধনাগারে যায় এবং এটি কোথাও থেমে থাকে না (নর্দমায় পানি ফেলে এবং সেটি পর্যবেক্ষণ করে এটি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন)। বর্ষায় নর্দমা উপচে পড়ে না।
- ☐ অপ্রত্যাশিত কোনো সমস্যা নথিভুক্ত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী নির্মাণ পরিকল্পনা সংশোধন করা হয়

সিডিসির তদারকির তালিকা

- ☐ অনুমোদিত স্থানে নির্মাণ কাজ চলে
- ☐ খোলা গর্তে পড়ে যাওয়া রোধে নির্মাণের স্থানে যথাযথ সতর্কতাবার্তা ও প্রতিবন্ধকতা বসানো হয়
- ☐ রঙের কাজ, সংযোগ প্রদান, ইট বিছানো, পাইপ বিছানোসহ কারিগরি দক্ষতার বিষয়গুলো উন্নত মান বজায় রেখে করা হয়
- ☐ নকশা অনুযায়ী সব শৌচাগার/পরিবার একটি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে
- ☐ নির্মাণকাজের যেকোনো সমস্যা নথিভুক্ত করা এবং পিআইসি ও সরকারি/এলআইইউপিসির প্রকৌশলীর কাছে প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানানো।

সরকারি ও এলআইইউপিসির প্রকৌশলী এবং পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞরা নির্মাণকাজ চলাকালে যথাযথ সময়ে তদারকির তালিকার প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখবে (যেমন: নর্দমার ঢাল নির্মাণ/ পুনরায় বসানোর সময় দেখতে হবে)। বিভিন্ন অংশ কীভাবে তৈরি হয়েছে সেটি নথিভুক্ত করতে স্থানীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ নির্মাণকাজ চলাকালে ছবি নেবে (মাটির ভিতরে থাকা অংশসহ)।

প্রতি সপ্তাহে সিডিসি সদস্যদের তাদের তদারকির তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি বিষয় দেখা উচিত।

সবকিছু ঠিকমতো কাজ করে কিনা বুঝতে অবকাঠামো নির্মাণ একবারে সম্পন্ন হয়ে গেলে স্থানীয় সরকারের পয়োনিষ্কাশন বিশেষজ্ঞ এবং সিডিসি নেতাদের অবকাঠামো খতিয়ে দেখা উচিত। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে একটি সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) স্বাক্ষর করতে হবে, যেখানে বলা হবে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কে দায়ী থাকবে। মডিউল ৪গ তে এই ধাপের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো ব্যবহারের উপযোগী হলে, মডিউল ৫গ তে সম্মত হওয়া কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতির বাস্তবায়ন করতে হবে। মডিউল ৪ঘ তে চলমান তদারকি প্রক্রিয়ায় সরকারের ভূমিকা এবং পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো সঠিকভাবে কাজ করা ও সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়ায় সরকারের সমর্থনের কথা বলা হয়েছে।